জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

জেলা- রাজশাহী

পরিকল্পনা প্রণয়নে

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, রাজশাহী

সমন্বয়ে

সুশীলন
Shushilan

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid
European Union
NORWEGIAN EMBASSY
SWEDEN
Australian Aid
UNDP

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থানভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা (নদীবাহিত/বৃষ্টিপাত জনিত), টর্নেডো (ঘূর্ণিঝড়), খরা/অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঘন কুয়াশার মত বিভিন্ন ধরনের আপদ আঘাত হানে। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর এলাকা ভিত্তিক নদী ভাঙ্গনের শিকার বহু লোক ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং নদী-খাল ভরাট জনিত কারণে এলাকা ভিত্তিক অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে হয়। এ ছাড়াও মানব সৃষ্ট ও শিল্প কারখানা জনিত বিভিন্ন ধরণের আপদ প্রতিনিয়ত মানুষকে আতংকগ্রস্থ করে রাখে। এ সমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদসহ জান-মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে শুধু আক্রান্ত জনগোষ্ঠী-ই ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা নয়, জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনীতিতেও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের সহায় সম্পদসহ জান-মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার সুদূর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (CDMP-II) মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ক এক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় স্থানীয় আপদসমূহ চিহ্নিত করে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন ও ঝুঁকি নিরসনের জন্য রাজশাহী জেলায় কার্যকরী একটি দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে যা স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনে করে।

কর্মপরিকল্পনাটি প্রনয়ণে এলাকার নারী-পুরুষ, কৃষক-ভূমিহীন, প্রবীণ ও তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (DDMC) সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত 'সুশীলন' এর কর্মকর্তা ও গবেষকদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ অবদান রেখেছে। এ কর্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রাজশাহী জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তবসম্মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন এবং দুর্যোগ কালীন সময়ে অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ, দুর্যোগ পরিকল্পনায় অংশগ্রহন এবং কার্যকর অংশীদারীত্ব যা বাস্তবায়িত হলে আপদ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ঝুঁকি সমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগণের সহায় সম্পত্তি, জানমাল এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো, সামাজিক সম্পদ ও নিরাপদ স্থানসমূহের তালিকা প্রনয়ন, ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ, সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করন, ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ চিহ্নিত করণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সমূহের স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রনয়ন করা হয়েছে।

২০১৪ সালে সিডিএমপি'র সহায়তায় প্রনিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি প্রণয়নে যে সকল সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহন ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি আশাবাদী, স্থানীয় জনগণ, স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে রাজশাহী জেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

সভাপতি

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
জেলা প্রশাসক
রাজশাহী জেলা

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ গুলোর মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন ভবিষ্যতের ব্যাপার, একথা এখন আর ঠিক নয়, এটা এখনই আমাদের চারপাশে ঘটছে এবং ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের লক্ষণগুলো এখনই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এটি স্পষ্ট ও বাস্তব ঘটনা যা বাংলাদেশের সামাজিক ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিরুপ প্রভাব ফেলছে। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থানভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা (নদীবাহিত/বৃষ্টিপাত জনিত), টর্নেডো (ঘূর্ণিঝড়), খরা/অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঘন কুয়াশার মত বিভিন্ন ধরণের আপদ আঘাত হানে। এগুলোর ভবিষ্যৎ প্রভাবের অনেক কিছুই এখনও সঠিক ভাবে জানা যায়নি এবং সম্ভাব্য প্রতিকার ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাও অনিশ্চিত। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারণের সুরক্ষা এবং একইসাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পের অংশ হিসেবে একটি বহুমুখী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় স্থানীয় আপদসমূহ চিহ্নিত করে স্বাভাবিক সময়ে, দুর্যোগের পূর্বে ও পরে প্রস্তুতি গ্রহন ও ঝুঁকি নিরসনের জন্য রাজশাহী জেলায় কার্যকরী একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সুদুর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনে করে।

কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়নে এলাকার নারী-পুরুষ, কৃষক-ভূমিহীন, প্রবীণ ও তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (DDMC) সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত 'সুশীলন' এর কর্মকর্তা ও গবেষকদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ অবদান রেখেছে। এ কর্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল রাজশাহী জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তবসম্মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন এবং দুর্যোগ কালীন সময়ে অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ, দুর্যোগ পরিকল্পনায় অংশগ্রহন এবং কার্যকর অংশীদারীত্ব যা বাস্তবায়িত হলে আপদ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ঝুঁকি সমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগণের সহায় সম্পত্তি, জানমাল এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো, সামাজিক সম্পদ ও নিরাপদ স্থানসমূহের তালিকা প্রণয়ন, ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ, সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করন, ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ চিহ্নিত করণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কমিটি গঠন করে দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী মোকাবেলা পরিস্থিতিকে আরও সহজতর করার জন্য জেলা পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ন সরকারী/বেসরকারী কর্মকর্তাগনকে এই কর্মসুচির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আমি আশাবাদী, স্থানীয় জনগন, স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে রাজশাহী জেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

সদস্য সচিব

১৪/০৮/১৪

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
রাজশাহী জেলা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ i
সূচিপত্র ii
টেবিলের তালিকা iv
চিত্রের তালিকা iv
গ্রাফচিত্রের তালিকা v
মানচিত্রের তালিকা v

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি **১-১৫**
১.১ পটভূমি ১
১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ২
১.৩ রাজশাহী জেলার পরিচিতি ২
১.৩.১ জেলার ভৌগলিক অবস্থান ৩
১.৩.২ আয়তন ৩
১.৩.৩ জনসংখ্যা ৪
১.৪ অবকাঠামো ও অ অবকাঠামো-গুলোর তথ্য ৪
১.৪.১ অবকাঠামো ৪
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ ৭
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু ১১
১.১.৪ অন্যান্য সম্পদ ১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা **১৬ – ৩৫**
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস ১৬
২.২ ইউনিয়নের আপদ সমুহ ১৭
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র ১৭
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা ২০
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ২১
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ ২২
২.৭ সামাজিক মানচিত্র ২৭
২.৮ দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র ২৭
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩০
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩১
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা ৩১
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা ৩২
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব ৩২
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস **৩৬– ৫১**
৩.১: ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ৩৬
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ ৩৯
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৪৩
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ৪৫
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ৪৫
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি ৪৭

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি ৪৯
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ের ব্যবস্থাদী ৫০
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান ৫২ – ৬৭
৪.১ জরুরী **অপরেশন সেন্টার** (EOC) ৫২
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা ৫২
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা ৫৩
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা ৫৫
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার ৫৫
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি ৫৫
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান ৫৫
৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন ৫৫
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা ৫৬
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ ৫৬
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা ৫৬
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৫৬
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৫৬
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৫৬
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ৫৭
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ ৫৭
৪.৩ জেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা ৫৭
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৬৩
৪.৫ জেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৬৫
৪.৬ অর্থায়ন ৬৫
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৬৬
পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ৬৮ - ৭৯
৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ৬৮
৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার ৬৯
৫.২.১ প্রশাসন সুসংহতকরণ ৬৯
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার ৬৯
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ৬৯
৫.২.৪ জরুরী জীবীকা সহায়তা ৭০
সংযুক্তি ১: আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ৭১
সংযুক্তি ২: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৭২
সংযুক্তি ৩: জেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৭৩
সংযুক্তি ৪: আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৭৪
সংযুক্তি ৫: এক নজরে রাজশাহী জেলা ৭৮
সংযুক্তি ৬: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী ৭৯
সংযুক্তি ৭: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ ৮০
সংযুক্তি ৮: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (খরা) ৮২
সংযুক্তি ৯: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা) ৮৪
সংযুক্তি ১০: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (কালবৈশাখী ঝর) ৮৬
সংযুক্তি ১১: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙ্গন) ৮৮
সংযুক্তি ১২: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (তাপদাহ) ৯০

সংযুক্তি ১৩: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (ফাঁপি) ৯২
সংযুক্তি ১৪: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (আর্সেনিক) ৯৪
সংযুক্তি ১৫: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর) ৯৬

টেবিলের তালিকা

পৃষ্ঠা
টেবিল ১.১: উপজেলা, ও থানা ভিত্তিক ইউনিওন ও ওয়ার্ডের নাম। ৩
টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার সংখ্যা। ৪
টেবিল ১.৩: উপজেলাভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের পরিসংখ্যান। ১০
টেবিল ১.৪: ৩১ বছরের গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমান। ১২
টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষাতসমূহ। ১৬
টেবিল ২.২ :আপদ ও আপদের চিহ্নিত করণ ও অগ্রাধিকার। ১৭
টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা। ২০
টেবিল ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা। ২১
টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়। ২২
টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি। ৩০
টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩১
টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকি সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা ৩১
টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি। ৩২
টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব। ৩২
টেবিল ৩:১. রাজশাহী জেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ। ৩৬
টেবিল ৩.২: রাজশাহী জেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়। ৩৯
টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৪৩
টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা। ৪৫
টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা। ৪৭
টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা। ৪৯
টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা। ৫০
টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। ৫২
টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক। ৫৩
টেবিল ৪.৩: জেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৫৭
টেবিল ৪.৪: জেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৬৪
টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য জেলার সম্পদ সমূহের তালিকা ও বর্ণনা। ৬৫
টেবিল ৪.৬: ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা। ৬৬
টেবিল ৪.৭: ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা। ৬৬
টেবিল ৫.১: জেলা পর্যায়ে খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন। ৬৮
টেবিল ৫.২: জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা তত্ত্বাবধানকরণ কমিটির তালিকা। ৬৯
টেবিল ৫.৩: জেলা পর্যায়ে ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার তত্ত্বাবধানকরণ কমিটির তালিকা। ৬৯
টেবিল ৫.৪: জেলা পর্যায়ে জনসেবা পুনরাম্ভ তত্ত্বাবধানকরণ কমিটির তালিকা। ৬৯
টেবিল ৫.৫: জেলা পর্যায়ে জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান তত্ত্বাবধানকরণ কমিটির তালিকা। ৭০

চিত্রের তালিকা

পৃষ্ঠা
চিত্র ১.১: রাজশাহী জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ২
চিত্র ১.২: শহর রক্ষা বাঁধ। ৫
চিত্র ১.৩: স্লুইচ গেট। ৬
চিত্র ১.৪: বিকল্প উপায়ে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থা। ৬

চিত্র ১.৫: একটি বাজার। ৭
চিত্র ১.৬: চর অঞ্চলে বাঁশ, খড় ও মাটি দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি ঘর। ৭
চিত্র ১.৭: রাজশাহী জালার ঐতিহ্য বাঘা শাহী মসজিদ। ৮
চিত্র ১.৮: রাজশাহী জালার ঐতিহ্য তাহেরপুর মন্দির ৮
চিত্র ১.৯: ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ। ৯
চিত্র ১.১০: রাজশাহী রেলষ্টেশন। ১০
চিত্র ১.১১: পানি সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা। ১২
চিত্র ১.১২: উপজেলার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের ১৩
চিত্র ১.১৩: জেলার একটি কৃষিক্ষেত ১৩
চিত্র ২.১: দুর্যোগের সামগ্রিক চিত্র। ১৬
চিত্র ২.২: ভয়াবহ খরায় বিপর্যস্ত জন-জীবন। ১৮
চিত্র ২.৩: ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত জন-জীবন। ১৮
চিত্র ২.৪: ভয়াবহ নদী ভাঙ্গনে ঝুঁকির মুখে স্থানীয় অবকাঠামো। ১৮
চিত্র ২.৫: ভয়াবহ কালবৈশাখী ঝড়ে বিধস্ত এলাকা। ১৮
চিত্র ২.৬: প্রচন্ড তাপদাহের ফলে বিপর্যস্ত জনজীবন। ১৯
চিত্র ২.৭: পরিবারের পানি সংগ্রহে ন্যাস্ত শিশু। ১৯
চিত্র ২.৮: আর্সেনিকে আক্রান্ত মানব শরীর। ১৯

গ্রাফচিত্রের তালিকা

পৃষ্ঠা

গ্রাফচিত্র ১.৪: বছর ভেদে বৃষ্টিপাতের পরিমান ১১

মানচিত্রের তালিকা

পৃষ্ঠা

মানচিত্র ১.১: রাজশাহী জেলার মানচিত্র ১৫
মানচিত্র ২.১: রাজশাহী জেলার সামাজিক মানচিত্র ২৮
মানচিত্র ২.২: রাজশাহী জেলার আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র ২৯
সংযুক্তি ৯: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (খরা) ৮২
সংযুক্তি ১০: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা) ৮৪
সংযুক্তি ১১: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (কালবৈশাখী ঝর) ৮৬
সংযুক্তি ১২: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙ্গন) ৮৮
সংযুক্তি ১৩: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (তাপদাহ) ৯০
সংযুক্তি ১৪: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (ফাঁপি) ৯২
সংযুক্তি ১৫: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (আর্সেনিক) ৯৪
সংযুক্তি ১৬: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর) ৯৬

প্রথম অধ্যায়
স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ গুলোর মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন ভবিষ্যতের ব্যাপার ,একথা এখন আর ঠিক নয় ,এটা এখনই আমাদের চারপাশে ঘটছে এবং ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের লক্ষণগুলো এখনই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এটি স্পষ্ট ও বাস্তব ঘটনা যা বাংলাদেশের সামাজিক ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। দেশের দক্ষিনাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস ,উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরা , লু-হাওয়া ,ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ,উত্তর-পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে পৌনপৌনিক বন্যা ,পাহাড়ী অঞ্চলে ঢল ও ভূমিধ্বস এবং দেশব্যাপী নদীভাঙ্গন এ পরিস্থিতিকে আরও বিপদাপন্ন করে তুলেছে। এগুলোর ভবিষ্যৎ প্রভাবের অনেক কিছুই এখনও সঠিক ভাবে জানা যায়নি এবং সম্ভাব্য প্রতিকার ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাও অনিশ্চিত।

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা ,উপজেলা ,পৌরসভার ও সিটিকর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্জকারিতা ,নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি ,সংশ্লিষ্ট সংগঠন ,প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য করা হবে। এদেশের প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগ আক্রান্ত হয়। এ জেলা গুলোর মধ্যে রাজশাহী জেলা অন্যতম। পদ্মার তীরবর্তী অবস্থান হওয়ায় রাজশাহী জেলা প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নদীভাঙ্গন , বন্যা ,খরা ,ঘূর্ণিঝড় ,তাপদাহ ,শৈত্যপ্রবাহ ,অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই এলাকার প্রধান দুর্যোগ।

রাজশাহী জেলাকে শিক্ষা নগরী বলা হয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, একাধিক ঐতিহ্যবাহী কলেজ)রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী নিউ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী মহিলা কলেজ(, কারিগরী মহাবিদ্যালয় সহ আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রযেছে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিকাশে রাজশাহী জেলা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা এ অঞ্চলের সংস্কৃতির বিশেষ দিক। জেলা শিল্পকলা একাডেমী, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলো শিল্পীদের প্রতিভা বিকাশে অবদান রাখছে। এ জেলায় উল্লেখযোগ্য কোন খনিজ সম্পদ নেই। তবে ধারণা করা হয় পদ্মার বালুচরে মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে। এক্ষেত্রে আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রাজশাহী জেলা একটি অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকি প্রবন এলাকা। ফলে অত্র অঞ্চলের জনসাধারন প্রতিনিয়ত ঝুঁকিগ্রস্থ অবস্থায় জীবনযাপন করে। দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারনা না থাকায় এবং যথাযথ প্রশিক্ষনের অভাবে কার্যকরী ভুমিকা রাখতে না পারায় প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও জেলা পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাসপূর্বক দুর্যোগ প্রতিরোধে আগাম প্রস্তুতিমূলক কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি রাজশাহী জেলার জন্য প্রনয়ণ করা হয়েছে ,যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিহ্রাস করে তাদের আপদকালীন বিপদাপন্নতা নিরসনে সহায়তা করবে। এটি একটি জীবন্ত দলিল হিসেবেই থাকবে এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য ,জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার এবং আলোচনার প্রকৃতি ও ফলাফলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হবে।

এই দলিলের ১ম থেকে ৩য় অধ্যায়ে রাজশাহী জেলার সামাজিক ,অর্থনৈতিক ,প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা , কৌশলপত্রের প্রাসঙ্গিকতা ,অন্তর্নিহিত কারণগুলোর রূপরেখা ও জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব ,ভিন্ন ভিন্ন অভিযোজন কৌশলের বিবরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৩-৫ বছরের কর্মপরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেয়া হয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে সাধারণ মানুষ ,বিশেষত সমাজ-রাজনৈতিক কর্মী ও উন্নয়ন কর্মীদের অংশগ্রহনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিকিকরনের রূপরেখা দেয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারনের সুরক্ষা এবং একইসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়’ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর)সিডিএমপি (অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পের অংশ হিসেবে একটি বহুমুখী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ,জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় জনসাধারণের

আর্থসামাজিক উন্নয়ন ,শিক্ষা ,স্বাস্থ্য ,আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের আগ্রাধিকার নিরূপণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য মাঠ পর্যায়ের যেকোন কার্যকরী সর্বোত্তম উদ্যোগকে জাতীয়ভাবে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় সার্বিক দুর্যোগ বাবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও হ্রাসকল্পে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশল পরিবর্তন করে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল-

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করনে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যাবহারের মাধমে ঝুঁকি হ্রাস করন ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসন ব্যাবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহন, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ রাজশাহী জেলার পরিচিতি

নদী বিধৌত রাজশাহী জেলার প্রকৃতি নানা রকম গাছপালায় সমৃদ্ধ ও মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত। এ জেলা নদী-খাল-বিল, বিভিন্ন রকমের ফলজ, বনজ, ঔষধি গাছ ও বিভিন্ন মৌসুমি ফসলের শোভায় সুসজ্জিত। দেশের উত্তরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ শহর রাজশাহী মহানগরী। ১৯৪৭ সাল থেকে রাজশাহী বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রম এখান থেকে শুরু হয়। ফলে মহানগরী বিভাগীয় শহরের মর্যাদা লাভ করে। মূলত রেশম ও নীল ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই রাজশাহী মহানগরীর উৎপত্তি ঘটে। তাই এ মহানগরী ঐতিহ্যবাহী রেশম ও শিক্ষা নগরী হিসাবে খ্যাত। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোর মধ্যে বাঘা শাহী মসজিদ, বাঘা মাজার, আড়নী ক্ষ্যাপা বাবার আশ্রম, তাহেরপুর মন্দির (মোহনপুর), পুঠিয়া রাজবাড়ি, তানোর বিহারৈল, সিঁধাইড়ের সুলতানী আমলের ‘মসজিদ ও মাজার’ অন্যতম।

এইজেলার নামকরণ কখন কিভাবে হয়েছিল এটা নিয়ে প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে। তবে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রের মতে “রাজশাহী” রাণী ভবানীর দেয়া নাম। রাণী ভবানীর জমিদারীকেই রাজশাহী বলা হতো এবং এই চাকলার বন্দোবস্তের কালে রাজশাহী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে আমরা যে রাজশাহী শহরের সঙ্গে পরিচিত, তার আরম্ভ ১৮২৫ সাল থেকে। ইংরেজ শাসনামলে ১৮২৫ সালে জেলা শহর নাটোর থেকে রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়। সরকার ও স্থানীয় জমিদারদের সহযোগিতায় এখানে গড়ে উঠতে থাকে শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

চিত্র ১.১: রাজশাহী জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

১.৩.১ জেলার ভৌগলিক অবস্থা

- জেলাটি কোন বিভাগে অবস্থিতঃ রাজশাহী জেলাটি রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত।
- চারপাশের জেলা গুলোর নাম: রাজশাহী জেলার দক্ষিণে ভারত, পশ্চিমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পূর্বে নাটোর এবং উত্তরে নওগাঁ জেলা। বলা বাহুল্য এই প্রতিবেশী জেলাগুলো পূর্বে রাজশাহী জেলারই অন্তর্ভূক্ত ছিল। এখনো এই জেলাগুলোকে মিলিয়ে 'বৃহত্তর রাজশাহী জেলা' বলা হয়ে থাকে।
- নদী, বাঁধ, রাস্তাঘাট ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ রাজশাহী জেলায় অনেক উল্লেখযোগ্য নদী আছে। এখানে প্রধান নদী পাদ্মা প্রবাহিত হয়েছে। এটি হিমালয়ে উৎপন্ন গঙ্গানদীর প্রধান শাখা এবং বাংলাদেশের ২য় দীর্ঘতম নদী। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর রাজশাহী এই পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত। পদ্মার সর্বোচ্চ গভীরতা ১,৫৭১ ফুট (৪৭৯ মিটার) এবং গড় গভীরতা ৯৬৮ফুট (২৯৫ মিটার)। পদ্মার প্রধান উপনদী মহানন্দা ও পুনর্ভবা। পদ্মার বিভিন্ন শাখানদীর মধ্যে গড়াই, আড়িয়াল-খাঁ, কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব ইত্যাদি অন্যতম। বিভিন্ন উপজেলা থেকে প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম সাইকেল, রিক্সা, ভ্যান, মোটর সাইকেল, সিএনজি, মিশুক, ভটভটি, বাস, ট্রেন ও নৌকা। এখানকার মানুষ রাজশাহী মহানগর থেকে প্রকাশিত দৈনিক সোনালী সংবাদ, দৈনিক নতুন প্রভাত, দৈনিক সানশাইন, দৈনিক সোনারদেশ সহ ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা পড়ে থাকেন। এছারাও এই জেলায় ১টি করে চিড়িয়াখানা, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স ইনস্টিটিউট, টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার, সার্ভে ইনস্টিটিউট, পোস্টাল একাডেমী, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী, উপজাতী কালচারাল একাডেমী, কৃষি গবেষনা কেন্দ্র, ফল গবেষনা কেন্দ্র, টিভি কেন্দ্র রয়েছে এছারা ২২টি সিনেমা হল, ৫টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন আছে।
- আয়তন, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা: বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমে বরেন্দ্র ভূমির অর্ন্তগত ফলমূল আর কৃষি সমৃদ্ধ জেলা রাজশাহী। ভৌগলিক দিক দিয়ে রাজশাহী জেলার অবস্থান ২৪.০৭-২৪.৪৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ হতে ৮৮.১৭-৮৮.৫৮ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে নদী, খাল, বিল ও জলাশয় আছে। এ জেলার মাটি মূলত ৪ ধরনের । যেমন বেলে, দো-আঁশ, এঁটেল ও বেলে দো-আঁশ মাটি। এই জেলার অধিকাংশটাই সমতল ভূমি। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল না থাকা সত্ত্বেও চমৎকার উর্বর ভূমি এবং প্রাকৃতিক বিন্যাস জেলাকে সুন্দরতর করে তুলেছে। বৃহৎ আকারে কোন জরিপ না হওয়ায় এখন পর্যন্ত রাজশাহী জেলায় কোন খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক এলাকার মতো এই উপজেলায়ও আর্সেনিক এর প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

১.৩.২ আয়তন

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী রাজশাহী জেলার মোট আয়তন ২৪২৫.৩৭ বর্গ কিলোমিটার। রাজশাহী জেলায় ৯ টি জেলা এবং ৪ টি থানা আছে, থানা ও জেলা ভিত্তিক ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড এর নাম এখানে উল্লেখ করা হল।

টেবিল ১.১: উপজেলা ও থানা ভিত্তিক ইউনিওন ও ওয়ার্ডের নাম।

জেলা নাম ও জিইও কোড নম্বর	উপজেলা/ থানার নাম ও জিইও কোড নম্বর	ইউনিয়নের নাম
রাজশাহী (৮১)	বাঘা উপজেলা (১০)	আড়ানি, বাজুবাঘা, বাউসা, গারগারি, মানিগ্রাম, পাকুরিয়া।
	পবা উপজেলা (৭২)	বড়গাছি, দামকুরা, দর্শন পাড়া, পারিলা, হারাগ্রাম, হারিয়ান, হরিপুর, হজুরিপাড়া।
	গোদাগাড়ী উপজেলা (৩৪)	গোদাগাড়ী, মোহনপুর, পাকড়ী, রিশিকুল, গোগ্রাম, মাটিকাটা, দেওপাড়া, বাসুদেবপুর, চর আষাড়িয়াদহ।
	চারঘাট উপজেলা (২৫)	ইউসুফপুর, শলুয়া, সরদহ, নিমপাড়া, চারঘাট, ভায়ালক্ষিপুর।
	দুর্গাপুর উপজেলা (৩১)	দেলুয়াবাড়ি, ধর্মপুর, ঝালুকা, জয়নগর, কিসমতগনকৈড়, মারিয়া, নওপাড়া
	মোহনপুর উপজেলা (৫৩)	বাকশিমলা, ধুরাইল, গাছিগ্রাম, জাহানাবাদ, মাউগাছি, রায়ঘাটি।
	বাগমারা উপজেলা (১২)	আউছপাড়া, বড়বিহানালি, বসুপাড়া, দ্বিপপুর, গলাকান্দি, গবিন্দপাড়া, হামির কুস্তান, ঘিকরা, জগিপাড়া, কাছারি কয়ালিপাড়া, মারিয়া, নরদাস, সোনাডাঙ্গা, শ্রীপুর, শুভাডাঙ্গা, গনিপুর।
	পুঠিয়া উপজেলা (৮২)	বানেশ্বর, বেলপুকুরিয়া, বালুকগাছি, জেওপাড়া, পুঠিয়া, শীলমারিয়া।

জেলা নাম ও জিইও কোড নম্বর	উপজেলা/ থানার নাম ও জিইও কোড নম্বর	ইউনিয়নের নাম
	তানর উপজেলা (৯৪)	বাধাইর, চান্দুরিয়া, কালাম, কামারগাঁ, পঞ্চদার, সারাঞ্জাই,তালান্দা।
	শাহামখদুম থানা (৯০)	ওয়ার্ড নম্বর- ১৭ ও ওয়ার্ড নম্বর- ১৮ এর অংশ বিশেষ।
	মতিহার থানা (৪০)	ওয়ার্ড নম্বর-২৮,ওয়ার্ড নম্বর-২৯, ও ওয়ার্ড নম্বর-৩০।
	বোয়ালিয়া থানা (২২)	ওয়ার্ড নম্বর-৯, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, এবং ১০, ১৪, ১৮ ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ড এর অংশ বিশেষ।
	রাজপাড়া থানা (৮৫)	ওয়ার্ড নম্বর- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, এবং ১০ ও ১৪ এর অংশ বিশেষ।

তথ্য সূত্রঃ আদম শুমারি, ২০১১ এবং জেলা পরিসংখ্যান অফিস ২০১৪

১.৩.৩ জনসংখ্যা

রাজশাহী জেলার মোট জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৯৭ জন। এর মধ্যে ১৩ লক্ষ ৯ হাজার ৮৯০ জন পুরুষ এবং ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩০৭ জন নারী। জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০৭০ জন প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২.৫৩%। জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যার পরিসংখ্যান এখানে উল্লেখ করা হল:

টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার সংখ্যা।

উপজেলা/ থানা	পুরুষ	মহিলা	শিশু % (০-১৭)	বৃদ্ধ % (৬০+)	প্রতিবন্ধি (%)	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা
বাঘা	৯২০১০	৯২১৭৩	৩০.২	৮.৪	১.৯	১৮৪১৮৩	৪৬৭১১
পবা	১৫৯৪৫২	১৫৪৭৭৪	৩১.২	৬.৭	১.৫	৩১৪১৯৬	৭৬৬২২
গোদাগাড়ী	১৬৬২৬০	১৬৪৬৬৪	৩৫.১	৬.৮	১.৭	৩৩০৯২৪	৭২১৮৬
চারঘাট	১০৪১৩৮	১০২৫৫০	২৯.৩	৭.৩	১.৬	২০৬৭৮৮	৫১৭৮৩
দুর্গাপুর	৯৩৫৫১	৯২২৯৪	২৭.৮	৮.১	১.৫	১৮৫৮৪৫	৪৬৭৭১
মোহনপুর	৮৫২৩৬	৮৪৭৮৪	২৯.২	৭.২	১.৬	১৭০০২১	৪৩৯৮৪
বাগমারা	১৭৭১৫৭	১৭৭৫০৭	২৮.১	৮.৫	১.৭	৩৫৪৬৬৪	৯৪০৫০
পুঠিয়া	১০৫০৭১	১০২৪১৯	২৮.৫	৭.৮	১.৬	২০৭৪৯০	১৯২৬৩
তানোর	৯৪০৪১	৯৭২৮৯	৩১.০	৬.৯	১.৭	১৯১৩৩০	৪৭৪২৫
শাহামখদুম থানা	১৪৭৮৩	১৪৩২০	২৭.৩	৫.৯	১.০	২৯১০৩	৬৮৩২
মতিহার থানা	৩৩৪৪৬	২৮৭২৬	২৪.৫	৪.৯	১.২	৬২১৭২	১২৩৭৪
বোয়ালিয়া থানা	১৭৭১৫৭	১৭৭৫০৭	২৩.০	৬.১	১.২	২২১১৬৩	৪৯৮৬৬
রাজপাড়া থানা	৭০৩৪৬	৬৬৯৭২	২৬.৬	৬.১	১.০	১৩৭৩১৮	৩০৪১৩
মোট	**১৩০৯৮৯০**	**১২৮৫৩০৭**		**৭.২**	**১.৬**	**২৫৯৫১৯৭**	**৬৩৩৭৫৮**

তথ্য সূত্রঃ আদম শুমারি, ২০১১

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো

রাজশাহী মুলতঃ কৃষি প্রধান জেলা। এখানকার সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি। তাই এখানে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। জেলার সকল উপজেলার অধিকাংশ ওয়ার্ড, ইউনিয়ন পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন। জেলায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এরমধ্যে হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদিপশুর খামার, অটো রাইস মিল, ছাপা খানা, ঝালাই কারখানা, কোল্ডস্টোরেজ, ইট-ভাটা এবং বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প অন্যতম। এছাড়াও শিল্পো-কলকারখানা, বরফকল, আটাকল, স'মিল ইত্যাদি রয়েছে। ব্যাংক, বীমা, বিমান বন্দর, রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল ও পেট্রোল পাম্প সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার লাভ করেছে বহুলাংশে।

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ

রাজশাহী জেলা পদ্মা নদীর তীরে অবস্তিত হওয়ায় নদী ভাঙ্গানের হাত থেকে জেলাকে রক্ষা করার জন্য বাঘা, চারঘাট, পবা ও গোদাগাড়ী মূলত এই চারটি উপজেলার নদীতীরবর্তী অঞ্চলকে দীর্ঘ বাঁধ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। রাজশাহী জেলার ৯টি উপজেলার মদ্ধে পদ্মার তীরবর্তী এই ৪টি উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ-ঝুঁকি প্রবন। নদীভাঙ্গন ও বন্যার তীব্র ক্ষতির হাত থেকে রাজশাহী জেলাকে রক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য অংশগুলি তুলে ধরা হল- বাঘা উপজেলায় ১৬ কিমি বাঁধ রয়েছে। যার উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট, প্রস্ত নিচে ২৫ ফুট এবং উপরে ১২ ফুট। বাঁধটির অবস্থান মীরগঞ্জ থেকে গড়গড়ি পর্যন্ত। যা বাঘা উপজেলার মনিগ্রাম, পাকুড়িয়া এবং গড়গড়ি এই তিনটি ইউনিয়নকে রক্ষা করছে। চারঘাট উপজেলাকে নদী ভাঙ্গানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ৪৮ কিমি বাঁধ রয়েছে। যার উচ্চতা প্রায় ১৩ ফুট এবং প্রস্ত নিচে ২০ ফুট এবং উপরে ১২ ফুট। বাঁধটি ইউসুফপুর ইউনিয়নের সাহাপুর বটতলা থেকে সরদহ ইউনিয়ন হয়ে চারঘাট ইউনিয়নের রাওথা বাজার পর্যন্ত অবস্থিত। পবা উপজেলার দর্শনপাড়া ইউনিয়নের জোহাখালী নদী সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৬ কিমি বাঁধ আছে। বাঁধটি নওহাটা পৌরসভা পর্যন্ত অবস্থিত। হজরীপাড়া ইউনিয়নের শির্শাপাড়া হতে মোল্লারডাইং ভায়া কালিতলার বিল পর্যন্ত খালের ধার দিয়ে এবং কুমড়া পুকুর হতে সরমংলা ভায়া ভাগাইল এর মধ্য দিয়ে পুরাখালি পর্যন্ত বাঁধ আছে। হরিপুর ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ধার দিয়ে বশরী হয়ে গহমাবনা পর্যন্ত ১৯ কিমি বাঁধ বিদ্যমান। হড়গ্রাম ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ধার দিয়ে সাবেক ১ নং ওয়ার্ডের গোবিন্দপুর ও বালিয়া গ্রামে বাঁধ আছে। বড়গাছী ইউনিয়নের বারনই নদীর ধার দিয়ে মথুরা হতে কালুপাড়া পর্যন্ত ১৭ কিমি বাঁধ আছে। হরিয়ান ইউনিয়ন ২০১৩ সালে ভয়াবহ নদী ভাঙ্গানের পর পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে চর খিদিরপুর ও চর খানপুরে বালির বস্তা দিয়ে অস্থায়ী বাঁধ তৈরী করা হয়। বাধটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ কিমি। কাঁটাখালী পৌরসভার চরশ্যামপুর মিজানের মোড় হতে নগরপাড়া পর্যন্ত বাঁধ আছে। নওহাটা পৌরসভার নওহাটা গরুর হাট থেকে নদীর ধার দিয়ে পুঠিয়াপাড়া বাগধানী ব্রীজ পর্যন্ত ৬ কিমি বাঁধ আছে। বাঁধটি হজরীপাড়া ইউনিয়নের বারনই নদী সংলগ্ন বাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া নওহাটা হতে বাগধানী পর্যন্ত এবং দুয়ারী হতে পাকুরিয়া পর্যন্ত অধিকাংশ জায়গায় বাঁধ আছে। বন্যা ও নদী ভাঙ্গানের হাত থেকে গোদাগাড়ী উপজেলাকে রক্ষা করার জন্য ৫৯ কিমি বাঁধ রয়েছে। যার উচ্চতা প্রায় ১৪-১৫ ফুট এবং প্রস্ত নিচে ২৫ ফুট এবং উপরে ১৫ ফুট। গোদাগাড়ী উপজেলার আলোকছত্র কচুয়া থেকে রিশিকুল মান্দই হয়ে ভানপুর পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিমি, দেওপাড়া থেকে সুলতানগঞ্জ পর্যন্ত ১৪ কিমি, মাটিকাটার বিদিরপুরে ২ কিমি, গোদাগাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কাকনহাট পর্যন্ত ৮ কিমি, কাকনহাট পৌরসভার সারাংপুর থেকে প্রেমতলী পর্যন্ত ৪ কিমি এবং বাসুদেবপুর থেকে কাজিপাড়া পর্যন্ত ৫কিমি বাঁধ রয়েছে।

চিত্র ১.২: শহর রক্ষা বাঁধ।

স্লুইচগেট

রাজশাহী জেলার কৃষি ও জনজীবনের উপর পদ্মা-মহানন্দা সহ আরও অনেক নদ-নদীর বিস্তীর্ণ প্রভাব রয়েছে। যার ফলে বন্যা, জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন দুর্যোগে ঝুকির প্রভাব প্রসমনে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন অত্র অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে জেলার প্রধান ও ক্ষরধারা নদী পদ্মার তীরবর্তী চারটি উপজেলার উল্লেখযোগ্য স্লুইচগেট গুলোর তথ্য তুলে ধরা হল।

বাঘা উপজেলাতে মোট ৩টি স্লুইচ গেট রয়েছে। স্লুইচ গেটগুলো মনিগ্রাম, পাকুড়িয়া এবং গড়গড়িতে অবস্থিত। চারঘাট উপজেলায় মোট ৮টি স্লুইচগেট রয়েছে। স্লুইচগেটগুলো ইউসুফপুর ইউনিয়নের সাহাপুরে ১টি ও ইউসুফপুর সদরে ১টি স্লুইচগেট আছে। সরদহ ইউনিয়নের ধর্মহাটায় ১টি স্লুইচগেট আছে। নিমপাড়া ইউনিয়নের নন্দনগাছি ,পুটিমারী ও কালিহাটিতে ১টি করে মোট ৩টি স্লুইচগেট আছে। ভায়ালক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের পুটিমারী বাজারের পশ্চিমে বড়াল নদী সংলগ্ন ১টি স্লুইচগেট আছে। চারঘাট পৌরসভার মুক্তারগাংপাড়ায় ১টি স্লুইচগেট আছে। এছাড়া শলুয়া ও চারঘাট ইউনিয়নে কোন স্লুইচগেট নাই। পবা উপজেলায় মোট ৩০ টি স্লুইচ গেট আছে। এর মধ্যে নওহাটা পৌরসভায় ১০টি, কাটাখালি পৌরসভায় ২টি ,দর্শন পাড়া ইউনিয়নে ৩টি, হুজরীপাড়া ইউনিয়নে ২টি ,দামকুড়া ইউনিয়নে ৩টি ,হরিপুর ইউনিয়নে ৪টি ,পারিলা ইউনিয়নে ২টি ,বড়গাছি ইউনিয়নে ১টি, হড়গ্রাম ইউনিয়নে ১টি এবং হরিয়ান ইউনিয়নে ৩টি স্লুইচগেট আছে। গোদাগাড়ী উপজেলায় মোট ৪২টি স্লুইচগেট আছে। এর মধ্যে গোগ্রাম ইউনিয়নে ৩টি ,মাটিকাটা উইনিয়নে ৩টি ,বাসুদেবপুর ইউনিয়নে ৩টি, মোহনপুর ইউনিয়নে ১টি, রিশিকুল ইউনিয়নে ৮টি, পাকরী ইউনিয়নে ২টি, দেওপাড়া ইউনিয়নে ২টি, চর আষাড়িয়াদহ ইউনিয়নে ৬টি, গোদাগাড়ী ইউনিয়নে ৬টি, কাকনহাট পৌরসভায় ৫টি এবং গোদাগাড়ী পৌরসভায় ৩টি স্লুইচ গেট আছে। এই স্লুইচগেট গুলো জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়নে পানি সরবরাহ এবং বন্যা ও জলাবদ্ধতার সময় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। রাজশাহী জেলা পদ্মা

চিত্র ১.৩: স্লুইচ গেট।

নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় স্লুইচ গেটগুলো নদী সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি আপদ অত্র এলাকায় নতুন নয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আপদগুলো দুর্যোগে পরিনত হচ্ছে এবং তাদের তীব্রতা ও মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্লুইচগেট গুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার অত্র এলাকার জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে স্থানীয় জনগন মনে করে।

সেচ ব্যবস্থা

নদী বিধৌত রাজশাহী জেলার বেশির ভাগ মানুষ কৃষিজীবি হওয়ায় বিভিন্ন মৌসুমে সেচের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে জেলার কৃষিখাত, মৎস্যখাত রক্ষার জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এবং জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। “বৃষ্টির পানি সংরক্ষন ও সেচ প্রকল্প” এর মাধ্যমে পদ্মা নদী থেকে পাম্পের মাধ্যমে খালে পানি ফেলে সংরক্ষণ ও প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা, কম পানি প্রয়োজন এমন ফসল (ছোলা, টমেটো, ডাল জাতীয়) এবং অধিক পরিমান পানি ধরে রাখে এমন ফসল (ধইঞ্চা) চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা এবং পুকুর ও খালে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। বিএমডিএ বিভিন্নভাবে উপজেলার কৃষিখাতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে। রাজশাহী জেলায় সেচযোগ্য জমির পরিমান ৩ লক্ষ ৩ হাজার ৭৬৬ হেক্টর। এখানে সেচের কাজ বিভিন্ন জলাশয় ও গভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল।

চিত্র ১.৪: বিকল্প উপায়ে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থা।

হাট ও বাজার

রাজশাহী জেলায় অনুমদিত ও অ-অনুমোদিত মিলিয়ে মোট ১৮১টি হাট বসে যা জেলাবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। অনুমোদিত হাটগুলির মধ্যে বাঘায় ২৩টি ,গোদাগাড়ীতে ২৬টি ,তানরে ১৬টি ,দুর্গাপুরে ১৬টি ,মোহনপুরে ১৪টি ,বাগমারায় ২২টি, চারঘাটে ১৬টি ,পবায় ২০টি ,গোদাগড়ীতে ৯টি এবং পুঠিয়ায় ৮টি হাট-বাজার রয়েছে।

চিত্র ১.৫: একটি বাজার।

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

একটি এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সম্পদের সমৃদ্ধি সেই এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। রাজশাহী জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ,প্রার্থনাস্থান ,খেলার মাঠ ,আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ডাকঘর ,বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ,বনায়ন প্রভৃতি সামাজিক সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। অত্র এলাকায় অবস্থিত এনজিও সমূহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করায় তাদেরকেও সামাজিক সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘরবাড়ি

রাজশাহী জেলার ৯টি উপজেলা ও ৪টি থানায় অবস্থিত বেশির ভাগ ঘরবাড়ি অস্থায়ী যেগুলো বাঁশ ,টিন ও খড় দিয়ে তৈরী। এছাড়াও পাকা এবং আধাপাকা ঘরবাড়ি এই জেলায় তুলনামূলক ভাবে কম হলেও বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তবে চর অঞ্চলে ঝুপড়ি ঘর বেশী দেখা যায়। সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পাকা ঘর বাড়ি তৈরির প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১১ সালে পরিচালিত আদমশুমারির তথ্য অনুসারে রাজশাহীতে ৫৫.২% পরিবার কাচা ঘরে বসবাস করে। এছাড়া ১২.৮% পরিবার পাকা, ২৭.৮% পরিবার সেমিপাকা এবং ৪.২% পরিবার ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করে।

চিত্র ১.৬: চর অঞ্চলে বাঁশ, খড় ও মাটি দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি ঘর।

পানি

রাজশাহী জেলাবাসী তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ,দৈনিক ব্যবহার্য কাজে যে পানি ব্যবহার করে থাকে তার প্রধান উৎস মূলতঃ নলকূপ। তবে ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে এবং ক্রমেই বৈরী/ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার পূর্ব লক্ষনগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গায় আর্সেনিকের আতংক বিরাজ করায় নিরাপদ পানির উৎস কমতে শুরু করেছে। সাধারনত খরা মৌসুমে এই এলাকার পানির স্তর নীচে নেমে যায়। ফলে খাবার পানির সংকট সৃষ্টি হয়। এ সময় এলাকাবাসী গোসল, থালা-বাসন ধোয়া, গবাদীপশু গোসল করানো সহ অন্যান্য কাজে সাপ্লাই পানি, পুকুর, খাল, বিল ও নদীর পানি ব্যবহার করে থাকে। তবে যথাযথ পরিচর্যার অভাব, অসচেতনতা, কৃষি কাজে অতিরিক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার এবং পুকুর ও খাল-বিল পুনঃখনন না করায় এ পানি দিন দিন দূষিত হয়ে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

২০১১ সালে পরিচালিত আদমশুমারির তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজশাহী জেলার ৯টি উপজেলা ও ৪টি থানায় মোট ৮৮.৫% পরিবারের মানুষ খাবার পানির উৎস হিসেবে নলকূপের পানি, ৮.১% পরিবারের মানুষ ট্যাপের পানি এবং ৩.৪% মানুষ অন্যান্য উৎস যেমন পুকুর, খাল/ খাড়ি, নদী ইত্যাদি থেকে পানি সংগ্রহ ও ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া বাঘা, চারঘাট, মোহনপুর, তানর, বাগমারা, গোদাগাড়ী সহ সকল উপজেলাতেই বিশুদ্ধ পানির বিকল্প উৎসের পরিমান অত্যন্ত নগন্য। ফলে খরা মৌসুমে যখন ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যায় এবং নলকূপের স্বাভাবিক পানির সরবরাহ ব্যাহত হয় তখন অত্র এলাকার জনসাধারণ বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও প্রসুতি মা এবং গবাদি পশুপাখি ঝুঁকিগ্রস্থ অবস্থায় পতিত হয়। বিভিন্ন পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এখন থেকেই যদি বিশুদ্ধ পানির বিকল্প ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা না হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি ভয়ংকর আর্সেনিকের বিস্তার ঘটে তাহলে রাজশাহী জেলায় মানবিক বিপর্যয় ঘটবে সেকথা সহজেই অনুমেয়।

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

রাজশাহী জেলার মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার আরও উন্নতি সাধন প্রয়োজন। পয়ঃনিস্কাশনের ক্ষেত্রে রাজশাহী জেলার অগ্রগতি আশানুরূপ বলা যায় না। এখানে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যাবস্থা থাকলেও অনেক জায়গায়ই অ-স্বাস্থ্যকর পয়ঃনিস্কাসন ব্যাবস্থা শিশু-বৃদ্ধ সহ আপামর জনগনের স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারন। রাজশাহী জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষে মান সম্মত ল্যাট্রিন নির্মানের জন্য নির্ধারিত জনবল দ্বারা রিং-স্লাব তৈরী কার্যক্রম চালু রেখেছে। সরকার নির্দ্ধারিত/সুলভ মূল্যে বিক্রয় করে, হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরন করে। মানসম্মত ল্যাট্রিন সেট নির্মানের জন্য ব্যক্তি মালিকানায় স্থাপিত উৎপাদনকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে আসছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্বল্পমূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনের কৌশল ও রক্ষনাবেক্ষন বিষয়ে জনগনকে ধারণা দিয়ে থাকে। এছাড়াও দপ্তরীয় জনবল দ্বারা জনগনের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, হাত ধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারনকে সচেতন করে আসছে।

অন্যান্য এলাকায় পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা মোটামুটি ভালো থাকলেও চর অঞ্চলে পয়ঃনিস্কাশনের অবস্থা বড়ই নাজুক। জেলা/উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, এনজিও ও বিভিন্ন দাতা সংস্থাদের সহায়তায় রিং-স্লাব বিতরণ কর্মসূচী গ্রহন করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ২০১১ সালে পরিচালিত আদমশুমারির তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজশাহী জেলার ৯টি উপজেলা ও ৪টি থানায়২৪.৩% পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত (ওয়াটার সীল্ড), ২৮.৬% পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত (নন ওয়াটার সীল্ড) এবং ৩৭.৯% অস্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহার করে। এছাড়া ৯.২% পরিবারের পয়ঃনিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

মুসলিম অধ্যুষিত রাজশাহী জেলার ৪টি থানা এবং ৯ টি উপজেলায় সকল ধর্মের ধর্মাবলম্বী মিলেমিশে বসবাস করে। এই জেলায় মোট ১০৪০৫টি মসজিদ, ১০০২১ টি মন্দির এবং ১১৪টি গীর্জা রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যাবহার হয়ে থাকে। বাঘা উপজেলায় ২৪৩টি মসজিদ, চারঘাটে ৩৪১টি, পবায় ৪৮০টি, গোদাগাড়ীতে ৫৬৫টি, পুঠিয়ায় ২৩৩টি মসজিদ, ১৪টি মন্দির; দুর্গাপুরে ৪৫৬টি মসজিদ, ২১টি মন্দির; মোহনপুরে ৪০২টি মসজিদ, ২৪টি মন্দির এবং তানোরে ৩৫৬টি মসজিদ, ২২টি মন্দির, ১৬টি গির্জা ও ১টি প্যাগোডা রয়েছে। পদ্মার উপকূলবর্তী এই প্রাচীন নগরীতে রয়েছে ঐতিহাসিক ''শাহী মসজিদ'' যার শিলালিপি, কারুকাজ ভ্রমনপ্রেমী মানুষদের আকৃষ্ট করে। বহুযুগ ধরে স্থানটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৫২৩-১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে (হিজরী ৯৩০) হোসেন শাহ এর পুত্র নুসরাত শাহ মসজিদটি নির্মাণ করেন। যার প্রতিকৃতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পঞ্চাশ টাকার নোটে শোভা পাচ্ছে। মসজিদের গাঁ ঘেষে উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে বিশাল এক দীঘি। যা মসজিদটির সমমাময়িক। শীতকালে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে বহু অতিথি পাখি এই দীঘিতে ভীড় জমায়।

মাদূর্গার পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভাব স্থল রাজশাহীর তাহেরপুর। ৮৮৭ বঙ্গাব্দে (১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে) কংস নারায়ণের আহবানে মাদুর্গা সাধারণ্যে আবির্ভূত হন। এই সাহনে শরৎকালে আশ্বিন মাসের মহা ষষ্ঠীতিথিতে দেবীর বোধন হয়। এই পুণ্যভূমি থেকেই শারদীয় দুর্গোৎসবের সূচনা।

প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন 'বিহারৈল' কুঠিপাড়ার 'নীলকুঠি' মাদারীপুরের 'পাগলা শাহ'র মাজার' গোলাপাড়ার 'বধ্যভূমি' সিঁধাইড়ের সুলতানী আমলের 'মসজিদ ও মাজার' তানোর উপজেলায় অবস্থিত।

চিত্র ১.৭: রাজশাহী জালার ঐতিহ্য বাঘা শাহী মসজিদ।

চিত্র ১.৮: রাজশাহী জালার ঐতিহ্য তাহেরপুর মন্দির

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ)

রাজশাহী জেলায় ধর্মীয় জমায়েত স্থান হিসেবে ৪৯১টি ঈদগাহ ময়দান রয়েছে। এর মধ্যে বাঘায় ৭৩টি, চারঘাটে ৩০টি, পবায় ২৭টি, গোদাগাড়ীতে ২২৫টি, পুঠিয়ায় ১১টি, দুর্গাপুরে ১২৫ টি, মোহনপুরে ৯২টি, তানোরে ১০৬টি এবং বাগমারায় ১৪৯টি উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ পাঠাগার

শিক্ষা ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে রাজশাহী জেলার অবস্থান অত্যন্ত চমকপ্রদ। ১৮২৮ সালে এখানে বোয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল নামে প্রথম আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। অনেকে মনে করেন, এটাই বাংলাদেশের সর্ব প্রথম আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এখানে বেশ কয়েকটি মান সম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখানে সরকারী, বেসরকারী বিদ্যালয়য়ের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাডেট কলেজ, মাদ্রাসা বিদ্যমান। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিও শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জেলার সাক্ষরতার হার ৫৩%। এখানে ৭৪টি কলেজ, ৪০৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪৩টি নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫৫৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪২১টি রেজিস্টার্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২২১টি মাদ্রাসা, ২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ১টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ২টি মেডিকেল কলেজ বিদ্যমান আছে।

উল্লেখ্য অতীতে বিভিন্ন সময়ে এলাকা ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হলেও অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ছিল অপ্রতুল। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেছে এবং বাকি গুলোর অবস্থা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে অত্যন্ত আসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় সেগুলো এখন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। যেগুলোতে ধারনক্ষমতা অনেক কম। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একতলা হওয়াতে মানুষ ও গবাদি পশুকে পৃথক রাখা সম্ভব

চিত্র ১.৯: ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।

হয় না। অতীতে এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যক্ষ ভাবে দুর্যোগের সময় অসহায় মানুষের আশ্রয় স্থল হিসেবে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়নি। উল্লেখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বসতি এলাকার কাছাকাছি খোলা জায়গা বা মাঠ সংলগ্ন উঁচু ও অপেক্ষাকৃত ভালো জায়গায় গড়ে ওঠে। যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সারাবছর যাতায়াত করে থাকে এবং সকলের কাছে পরিচিত স্থান। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণ মনে করে যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বসতি এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত এবং এখানে যাতায়াতের পথ সবার পরিচিত সুতরাং ভবিষ্যতে আকস্মিক দুর্যোগে তাৎক্ষণিক ভাবে প্রাথমিক আশ্রয়স্থল হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে যেগুলো দুর্যোগ সহনশীল সেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। অবকাঠামোগত দূর্বলতা কাটিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হলে, নিরাপদ পানি, নারীপুরুষ ভেদে পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন মাঠ উঁচু করে গবাদিপশুর জন্য নিরাপদ জায়গা নিশ্চিত করা গেলে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আদর্শ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এরফলে দুর্যোগের সময় মানুষ যেমন অল্প সময়ে আশ্রয়স্থলে যেতে পারবে তেমনই অস্থায়ী সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্য সেবা

আবকাঠামোগত দিক দিয়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের অবস্থান অনেক উঁচুতে। অন্যান্য অনেক জেলা থেকে মানুষ এখানে চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন। রাজশাহী জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বেসরকারী ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, ১টি আণবিক চিকিৎসা কেন্দ্র, ৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৩৯টি পারিবারিক কল্যাণ কেন্দ্র, ৩২টি রুরাল ডিসপেনসারী, ১টি টিভি হাসপাতাল, ১টি হেলথ টেকনোলজী ইনস্টিটিউট সর্বক্ষণ সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

টেবিল ১.৩: উপজেলাভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের পরিসংখ্যান।

জেলার নাম	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	কমিউনিটি ক্লিনিক	ডায়াগনষ্টিক সেন্টার	স্বাস্থ্য উপ কেন্দ্র
বাঘা	১ টি	৪ টি	২০ টি	৩ টি	১ টি
চারঘাট	১ টি	১ টি	২৪ টি	-	-
পবা	১ টি	৯ টি	--	-	-
দুর্গাপুর	১ টি	৩ টি	১৯ টি	-	২ টি
তানোর	১ টি	২ টি	৮ টি	-	৫ টি
মোহনপুর	১ টি	৪ টি	১৮ টি	-	১ টি
পুঠিয়া	১ টি	-	১৪ টি	-	৮ টি
গোদাগাড়ী	১ টি	৮ টি	-	২ টি	-
বাগমারা	১ টি	১০ টি	৩৮ টি	-	৬ টি

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

এছারাও রাজশাহী জেলার ৪টি উপজেলার চর অঞ্চলে প্রায় ৪৫ হাজার মানুষের বাস। অথচ মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার অভাবে এখানে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার তুলনা মূলক ভাবে অনেক বেশি। উল্লেখ্য একদিকে যেমন চর অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো না, অন্য দিকে তেমনই কবিরাজ, ঝাড়-ফু, লতা-পাতার উপর চর অঞ্চলের মানুষের অগাধ আস্থা থাকার ফলে গর্ভবতী মহিলা ও অসুস্থ রোগী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনতে আনতে পথেই অনেকের মৃত্যু ঘটে। চরের অধিবাসীদের সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে হয়, যা প্রয়োজনের সময় অনেক অর্থ ও সময় সাপেক্ষ। এলাকাবাসীর মতে বন্যার সময় ও বর্ষাকালে সাপের কামড়ে অনেক লোক মারা যায়। তাছাড়া ঘরের মাচান থেকে পড়ে অনেক শিশু মৃত্যু ঘটে। এছাড়াও গর্ভবতী মায়েরা স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত বিধায় বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম চর অঞ্চলে বেশি দেখা যায়।

ব্যাংক

১১ টি বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোঃ লিঃ, পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোঃ লিঃ, আল আরাফাহ ইসলামী ইন্সুরেন্স কো অপারেটিভ লি:, আল বারাকা লাইফ ইন্সরেন্স লিঃ, ইসলামী ব্যাংক ইন্সুরেন্স, প্রগতি লাইফ ইন্সুরেন্স লিঃ, জীবন বীমা কর্পোরেশণ, বায়রা লাইফ ইন্সুরেন্স লিঃ, আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স লিঃ,পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স লিঃ পরিচালনা করছে।

পোষ্ট অফিস/সাব পোষ্ট অফিস

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ডাক বিভাগেও আধুনিকতার ছোঁয়া বিদ্যমান। রাজশাহী জেলায় মোট ৫৫টি পোষ্ট অফিস/সাব পোষ্ট অফিস রয়েছে।

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র/বিনোদন

রাজশাহী জেলায় ২৫১টি ক্লাব রয়েছে। এর মধ্যে চারঘাটে ১১টি, বাঘায় ৪৮টি, গোদাগাড়ীতে ৪৬টি, পুঠিয়ায় ২৩টি, দুর্গাপুরে ১৯টি, বাগমারায় ৩১টি, মোহনপুরে ৩৪টি, তানোরে ২৭টি ক্লাব রয়েছে।

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

রাজশাহীর অধিকাংশ যোগাযোগ ব্যবস্থা সড়কপথের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পর রেলপথে যোগাযোগ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজশাহী জেলা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় জেলা সদর। রাজশাহী জেলা থেকে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। রাজশাহীর সাথে রংপুর, ঢাকা, খুলনা, বরিশালসহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর সাথে রয়েছে উন্নত সড়ক যোগাযোগ। এছাড়া জেলার সকল জেলা

চিত্র ১.১০: রাজশাহী রেলষ্টেশন।

এবং ইউনিয়নের সাথেই সড়ক যোগাযোগ আছে। পদ্মা নদীর নাব্যতা না থাকায় নৌপথে ঢাকার সাথে রাজশাহীর যোগাযোগ বর্তমানে নেই। আকাশ পথে ঢাকার সাথে রাজশাহীর বিমান যোগাযোগ বর্তমানে বন্ধ আছে। রাজধানীর সাথে রাজশাহীর যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ ভাল। সড়ক ও নৌ পথ ছারাও বাই-সাইকেল, মটর সাইকেল, ভ্যান গাড়ী, মটর গাড়ী, বৈঠা নৌকা, ইঞ্জিন চালিত নৌকায় জেলার সব জায়গায় চলাচল করা যায়।

বনায়ন

রাজশাহী জেলায় সামাজিক বনায়নের আওতায় ১০ হেক্টর বনায়ন রয়েছে। রাজশাহী সামাজিক বন বিভাগ রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নাটোর জেলা নিয়ে গঠিত। এ বন বিভাগের আওতায় ০৮টি সামাজিক বনায়ন ও নার্সারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা এসএফএনটিসি, ০২টি রেঞ্জ ও ২৩টি জেলা নার্সারী কেন্দ্র বা এসএফপিসি রয়েছে। ১৯৬১ সনে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের সুচনালগ্নে জনসাধারনের মাঝে বিনামূল্যে চারা বিতরনের লক্ষে আঞ্চলিক পর্যায়ে নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে এ বন বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে কমিউনিটি ফরেষ্ট্রী সেক্টর প্রকল্প চালু হলে আশির দশকে এ অঞ্চলে বৃক্ষ রোপণ, নার্সারীতে চারা উত্তোলন, প্রশিক্ষন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বহুমাত্রিক রূপ লাভ করে। বর্তমানে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। অধিকতর জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম এখন প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

এই উপজেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড় ৪৫ ইঞ্চির নীচে। এতদসত্বেও এই হার পরিবর্তনশীল অর্থাৎ কিছুটা উঠানামা করে। চরম উষ্ণ আবহাওয়া, মাত্রাধিক্য আর্দ্রতা, মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং ঋতু বৈচিত্র্যতার সমারহের কারনে এই সহানকে গ্রীষ্মীয় মৌসুমী এলাকার আদর্শ সহান বলে আখ্যায়িত করলেও অত্যুক্তি হবে না। গ্রীষ্মের সুচনা হয় এপ্রিল এবং মে মাসের দিকে। তখন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৯০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট থাকে। এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলতে এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের প্রথমার্ধের তাপমাত্রাকে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারী মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গড় ৭৬ ডিগ্রী ফারেন হাইট এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট।

বৃষ্টিপাতের ধারা

বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী রাজশাহী অঞ্চলে বিগত ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৩১ বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণের রেকর্ড অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৭৬-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এই দশকে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় ১৯৮১ সালে ২২৪১ মিলিমিটার। এই দশকে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ছিল ১৬৩৯ মিলিমিটার। ১৯৮৬-১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এই দশকে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের গড় রেকর্ড করা হয় ১৯৯৩ সালে ১৬২৩ মিলিমিটার এবং সর্বনিম্ন গড় বৃষ্টিপাত হয় ১৯৯২ সালে ৮৪৩ মিলিমিটার। এই দশকে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ছিল ১৩৯২.৫ মিলিমিটার। আবার ১৯৯৬-২০০৫ সাল পর্যন্ত এই দশকে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের গড় রেকর্ড করা হয় ১৯৯৭ সালে ২০৬২ মিলিমিটার এবং সর্বনিম্ন গড় বৃষ্টিপাত হয় ১৯৯৬ সালে ১২৬৯ মিলিমিটার। এই দশকে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ছিল ১৫৮৫.৩ মিলিমিটার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৯৯৬-২০০৫ দশকের বৃষ্টিপাত ১৯৭৬-১৯৮৫ দশকের চেয়ে ৪৩.৭ মিলিমিটার কম এবং ১৯৮৬-১৯৯৫ দশকের চেয়ে ১৯২.৮ মিলিমিটার বেশি। *(তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)।*

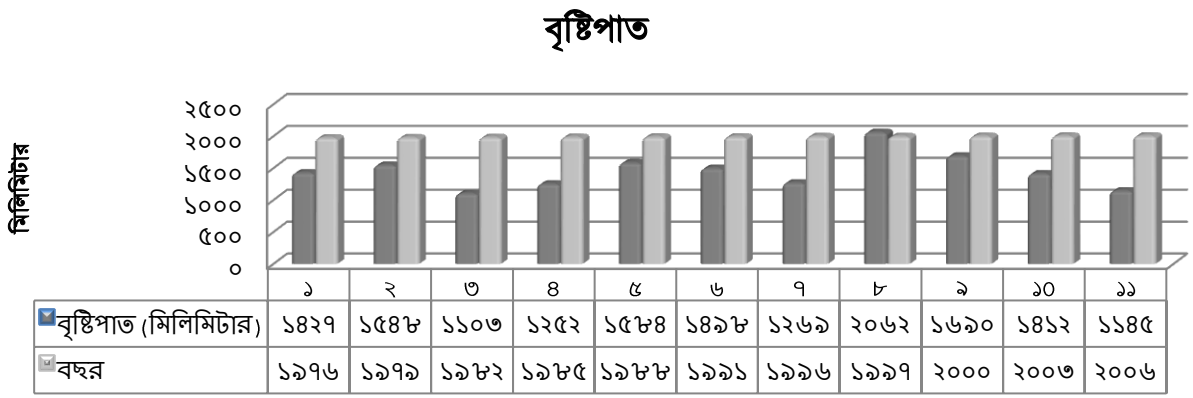

গ্রাফচিত্র ১.১: বছর ভেদে বৃষ্টিপাতের পরিমান। *তথ্যসূত্র: আবহাওয়া অফিস*

তাপমাত্রা

বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী রাজশাহী অঞ্চলে বিগত ১৯৭৯ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৩১ বছরের বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৭৯-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এই দশকে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৯৭৯ সালে ৩১.৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৯৮৩ সালে ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই দশকে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পরিমান ছিল ৩১.১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমান ছিল ২০.৫৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৮৯-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এই দশকে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৯৯২ সালে ৩১.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৯৮৯ সালে ১৯.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই দশকে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পরিমান ছিল ৩১.২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমান ছিল ২০.০৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আবার ১৯৯৯-২০০৯ সাল পর্যন্ত এই দশকে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২০০৬ সালে ৩১.৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৯৯৯ সালে ২০.১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই দশকে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পরিমান ছিল ৩১.০৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমান ছিল ২০.৬৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সুতরাং ১৯৭৯-২০০৯ সাল পর্যন্ত তিন দশকের তাপমাত্রার গড় থেকে দেখা যাচ্ছে রাজশাহী অঞ্চলে তাপমাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে যা জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে পরিবেশগত পরিবর্তনেরই বহিঃপ্রকাশ।

টেবিল ১.৪: ৩১ বছরের গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমান।

বছর	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)	বছর	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)
১৯৭৯	৩১.৮	২১.১	১৯৯৫	৩১.২	২০.৬
১৯৮০	৩১.২	২০.৯	১৯৯৬	৩১.৫	২০.৫
১৯৮১	৩০.৫	২০.৫	১৯৯৭	৩০.৫	২০.২
১৯৮২	৩১.৭	২০.৩	১৯৯৮	৩০.৯	২০.১
১৯৮৩	৩০.৯	২০	১৯৯৯	৩১.৬	২০.১
১৯৮৪	৩০.৯	২০.২	২০০০	৩০.৭	২০.৬
১৯৮৫	৩১.৩	২০.৩	২০০১	৩১.২	২০.৫
১৯৮৬	৩১.	২০.১	২০০২	৩১	২০.৬
১৯৮৭	৩১.৫	২০.৫	২০০৩	৩০.৮	২০.৭
১৯৮৮	৩১.৪	২০.৪	২০০৪	৩১.১	২০.৭
১৯৮৯	৩১.৪	১৯.৪	২০০৫	৩১.৩	২০.৯
১৯৯০	৩০.৯	১৯.৬	২০০৬	৩১.৭	২১.
১৯৯১	৩১.৩	১৯.৮	২০০৭	৩২.	২১.১
১৯৯২	৩১.৬	১৯.৭	২০০৮	৩২.২	২১.২
১৯৯৩	৩১.১	২০.১	২০০৯	৩২.৫	২১.৩
১৯৯৪	৩১.১	২০.৪			

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর

ভূমিরূপের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন, ভূ-গর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত ব্যবহার এবং জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি অত্র এলাকার ভূ-প্রকৃতির ক্রমাবনতি ঘটিয়ে চলেছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ লক্ষনগুলো এখনই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এই অঞ্চলের জলবায়ুগত পরিবেশের বর্তমান পরিস্থিতি কোন ভাবেই অনুকুল নয় বরং ক্রমেই তা ভয়ংকর রূপ ধারন করছে। বৃষ্টিপাতের ধারা আশংকাজনক হারে কমে যাওয়া, দিনের বেলা উত্তপ্ত আবহাওয়া একই সাথে রাতের শেষভাগে অধিকতর ঠান্ডা হয়ে আসা পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যার প্রভাব ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরকেও প্রভাবিত করেছে। অত্র এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনঃযোজনের প্রধান অবলম্বন বৃষ্টিপাত না হওয়া এবং একই সাথে পদ্মা

চিত্র ১.১১: পানি সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা।

নদীতে পানি কমে যাওয়া ও বনভূমির আয়তন হ্রাস পাওয়ার কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন তথা অনাবৃষ্টি ও মরুকরণ পরিস্থিতি এই অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনঃযোজন প্রক্রিয়ার প্রধান অন্তরায়।

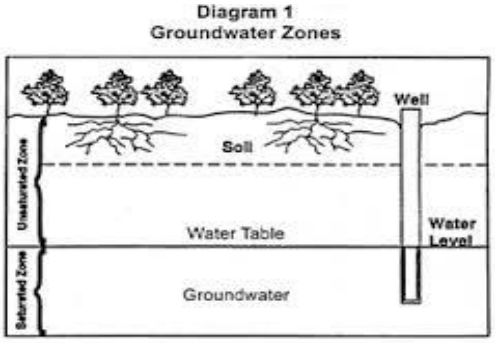

চিত্র ১.১২: উপজেলার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের

অপরিকল্পিত কৃষি পদ্ধতি, অসামঞ্জস্য শস্য-বিন্যাস এবং সেচের জন্য ব্যপক হারে পানি উত্তোলনের ফলে খরা মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ৬ মিটারের নীচে নেমে গেলে সাধারনভাবে প্রচলিত হস্তচালিত নলকুপে পানি ওঠে না। পবা উপজেলায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর স্থান ভেদে উঠা নামা করে। বর্ষা মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ভূপৃষ্ঠের খুব কাছে উঠে আসে। আবার এপ্রিল-মে মাসে তা সবচেয়ে গভীরে নেমে যায়। তবে সাধারানত ৫.৬ মিটার থেকে ২০.৫ মিটার এর মধ্যে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পাওয়া যায়।

মাঘের শেষ সপ্তাহ হতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময়ে শতকরা ৫০ শতাংশ নলকূপ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর না পেয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া এবং পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার গতি প্রকৃতি অনুসারে বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর প্রতি বছর প্রায় ২.৫০ ফুট ক্রমনিম্নমুখী হচ্ছে। ফলে যে সমস্ত নলকূপে ৩৫ থেকে ৯০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত অতি সহজেই পানি পাওয়া যেত সেগুলো অকেজো হয়ে চর ও গ্রামাঞ্চলে দেখা দিয়েছে অসহনীয় বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট। এছাড়া পদ্মা নদীতে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ না থাকা, বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে যাওয়া এবং মৌসুমী জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও দীর্ঘমেয়াদী পানি সমস্যায় এই অঞ্চলের মানুষ ঝুঁকিগ্রস্থ অবস্থায় পতিত হচ্ছে। যার ফলে ভবিষ্যতে অনাকাংখিত স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে বলে স্থানীয় এলাকাবাসী মনে করে। *(তথ্যসূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার

রাজশাহী জেলায় ১টি থানা ভূমি অফিস, ৯টি উপজেলা ভূমি অফিস, ৩৬টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস রয়েছে। রাজশাহী জেলার মোট খাস জমির পরিমাণ কৃষি ৬৯১৭.১০ একর, অকৃষি ২২৮০৪.৪৬৩১ একর, বন্দোবস্তকৃত খাস জমি কৃষি ৪৯৩৫.১১ একর, অকৃষি ২৮২.৩৯৭০ একর, যার মধ্যে মোট ফসলী জমি ৫,৯৯,৫০৪ একর, আবাদী জমির পরিমাণ ৩,৯২,৪১০ একর, সেচের আওতায় আছে ৩,০৩,৭৬৬ একর, অনাবাদী জমির পরিমাণ ১,৭১,১৫৬ একর। *(তথ্য সূত্রঃ জেলা তথ্য বাতায়ন, ২০১৩)*

কৃষি ও খাদ্য

রাজশাহী জেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য হচ্ছে আলু, আম, আখ, গম, ধান ইত্যাদি। সারাবছর ধান, গম, ভুট্টা, পাট, চাষ করা হয়। এরপরে যেসব কৃষিজাত দ্রব্যের নাম করতে হয় সেগুলো হচ্ছে মাসকলাই, মসুরি, ছোলা ইত্যাদি ডাল জাতীয় শস্য। তৈল বীজের মধ্যে রয়েছে সরিষা ও তিল। এখানকার উল্লেখযোগ্য ফল হচ্ছে আম, তরমুজ, ক্ষীরা ইত্যাদি। মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, ধনে, আদা ইত্যাদি মসলা জাতীয় শস্য, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, উচ্ছে, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, শিম, বরবটি, কাকরল, ঢেড়শ, গোল আলু, বেগুন, টমেটো ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি সবজি প্রচুর পরিমানে উৎপাদিত হয়। অন্যান্য উপজেলার চেয়ে গোদাগাড়ী, তানোর, বাগমারা ও মোহনপুর উপজেলা শাক-সব্জি উৎপাদনে অনেক এগিয়ে রয়েছে। মোহনপুর ও দুর্গাপুর উপজেলায় প্রচুর পান উৎপন্ন হয়। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

চিত্র ১.১৩: জেলার একটি কৃষিক্ষেত

নদী

রাজশাহী জেলার উপর দিয়ে অনেক নদী প্রবাহিত হয়েছে। দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে মহানন্দা নদী এরমধ্যে অন্যতম। এর সাথে এতদঞ্চলের মানুষের অনেক সুখ দুঃখের লোক গাঁথা জড়িত রয়েছে। পদ্মার কড়াল গ্রাসে যেমন বিলীন হয়েছে অনেক মানুষের সহায় সম্বল তেমনি একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জীবিকা নিবার্হ করছে অনেক মানুষ। নদীটি এতদঞ্চলের কৃষি,জীব বৈচিত্র ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া পর্যটক সহ তরুন তরুনীরা বিনোদনের উদ্দেশ্যে এই নদীতে

নৌকায় বিচরণ করে থাকে। এছাড়া অন্যান্য নদীগুলোর মধ্যে বারনই, জহাখালী, হোজা, ফকিরনী, শিব উল্লেখযোগ্য। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

লবণাক্ততা

রাজশাহী জেলায় লবনাক্ততার কোন প্রভাব নাই। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

আর্সেনিক দুষণ

বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক এলাকার মতো এইপ রাজশাহী জেলায়ও আর্সেনিক এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত ১৬ হাজার ২০৬টি নলকূপ পরীক্ষা করে ১৪ হাজার ৮৪৬টি আর্সেনিক মুক্ত এবং ১ হাজার ৩৫০ টিতে আর্সেনিক এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ১৪০ জন পুরুষ ও ১৪৩ জন নারীকে আর্সেনিক আক্রান্ত হসেবে তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে। এ অঞ্চলের আঞ্চলিক গবেষনাগার সমূহে নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে নলকূপের পানির আর্সেনিক,ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। ফিল্ড কিটস্ এর মাধ্যমেও বিনামূল্যে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

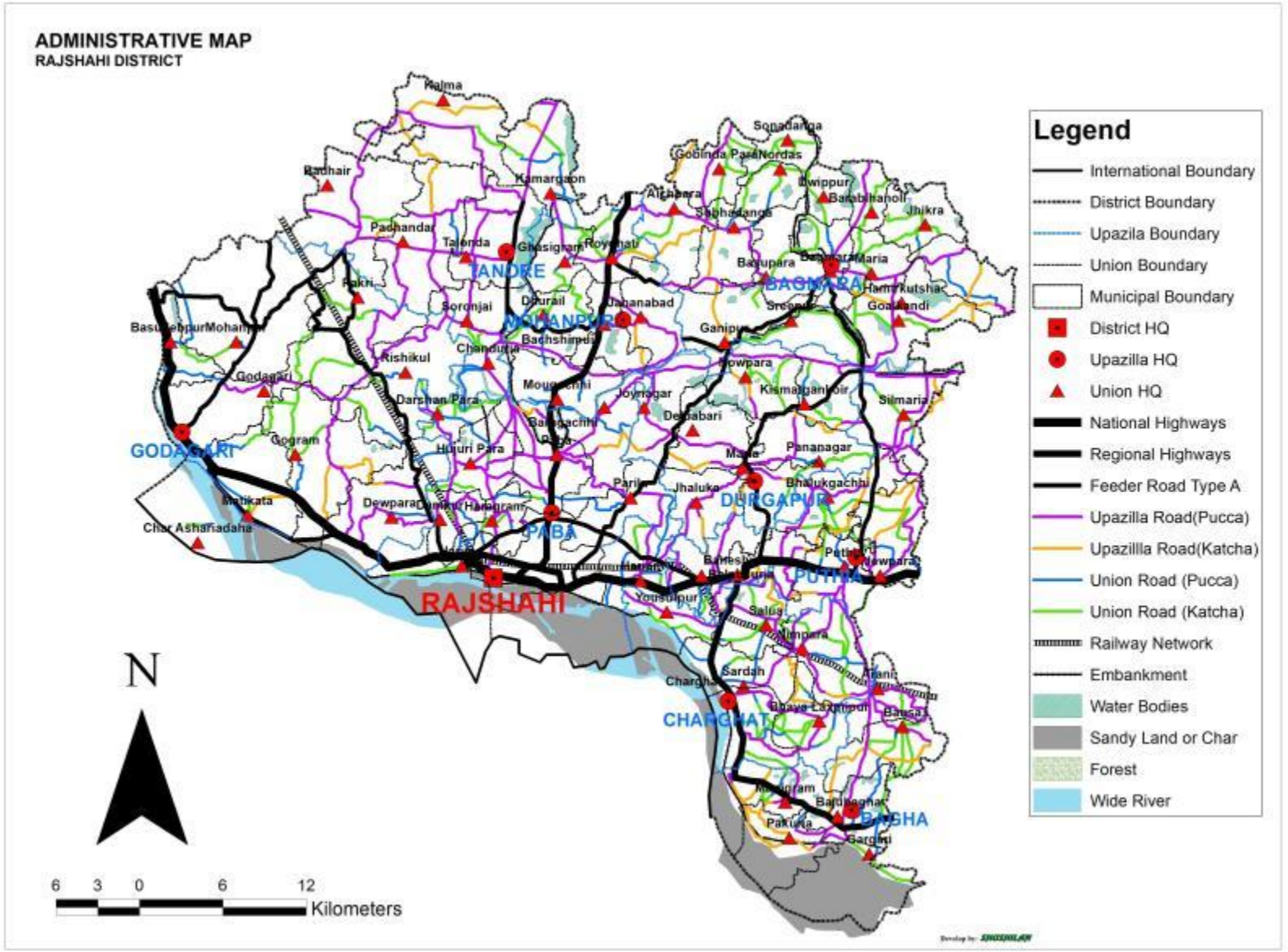
ADMINISTRATIVE MAP
RAJSHAHI DISTRICT
Legend
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
Union Boundary
Municipal Boundary
District HQ
Upazilla HQ
Union HQ
National Highways
Regional Highways
Feeder Road Type A
Upazilla Road(Pucca)
Upazillla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Railway Network
Embankment
Water Bodies
Sandy Land or Char
Forest
Wide River
TANORE
BAGHMARA
MOHANPUR
GODAGARI
PABA
DURGAPUR
PUTHIA
RAJSHAHI
CHARGHAT
BAGHA
N
6 3 0 6 12
Kilometers

দ্বিতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

ভৌগলিক অবস্থানগত ও প্রকৃতিগত কারনে বাংলাদেশ বিশ্বের দুর্যোগ প্রবন দেশের মধ্যে একটি অন্যতম দেশ হিসেবে চিহ্নিত। যুগ যুগ ধরে এ দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, আর্সেনিক, টর্নেডো, তাপদাহ ও কালবৈশাখী অন্যতম। প্রায় প্রতিবছরই কোন না কোন দুর্যোগের সন্মুখীন হয়ে রাজশাহী জেলায় যান মালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস বিশ্লেষন করলে দেখা যায় পূর্বে ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৩ ও ২০০৪ সালে রাজশাহী জেলায় ব্যাপক বন্যা হয়।

চিত্র ২দুর্যোগের সামগ্রিক চিত্র। :১.

২০০০ সালের পর প্রায় প্রতিবছরই ঝড়ের কারনে এই এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। দুর্যোগের কারনে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, পশুসম্পদ ও জীব বৈচিত্র্য সহ উন্নয়ন কর্মকান্ড মারাত্নক ভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ হচ্ছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হঠাৎ করে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে চরাঞ্চলের প্রায় ১৩০০ পরিবারকে গৃহহারা হতে হেয়েছে। এছাড়া অন্যান্য দুর্যোগগুলি যেমন ২০০৩ সালে অতিবৃষ্টির কারনে প্রায় ১৫০০টি মাটির ঘর ধ্বসে পড়ে এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে প্রায় ১২০০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এছারা ২০০৩ সালে সংগঠিত টর্নেডোতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

২০০৫ সালে খরার কারনে ৫০০০০ একর জমির ফসল পুড়ে যায় এবং পানির স্তর নেমে যাওয়ায় প্রায় ২৬০০ পুকুরের মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ২০০৪-২০০৬ সালে ঝড়ের কারনে এলাকার আম বাগান, ফসলী জমি সহ ঘর বাড়ীর ব্যাপক ক্ষতি হয়। কালবৈশাখীর কারণে মানুষের কৃষি ফসল ও ঘরবাড়ি ব্যাপকভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ সহ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ, ঘটার সময়কাল এবং ঝুঁকিগ্রস্থ খাতসমূহ ছক আকারে নিম্নে দেয়া হলোঃ

টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষাতসমূহ।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাত /উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
খরা	১৯৭৬, ১৯৯২, ১৯৯৬, ১৯৯৯, ২০০৫, ২০০৭,	বেশি	মৎস্য, গবাদিপশু
	১৯৭৯, ১৯৮৯, ২০০৪, ২০১০, ২০১১, ২০১২	মাঝারী	কৃষি সম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা
বন্যা	১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪	বেশি	মৎস্য, স্বাস্থ্য খাত, অবকাঠামো, যোগাযোগ
	২০১৩	মাঝারী	কৃষি সম্পদ, প্রানীসম্পদ
কালবৈশাখী ঝড়	১৯৮৮, ১৯৯২, ২০০৪, ২০০৬, ২০১৪	বেশি	মৎস্য, প্রানীসম্পদ, যোগাযোগ
	১৯৯৫, ১৯৯৭, ২০০৯, ২০১১	মাঝারী	কৃষি, মানব সম্পদ, অবকাঠামো
নদীভাঙ্গন	১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০১৩	বেশি	অবকাঠামো, রাস্তাঘাট ইত্যাদি
	১৯৯৯, ২০০০, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬	মাঝারী	কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু, মানব সম্পদ

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.২ জেলার আপদ সমুহ

রাজশাহী জেলার সকল উপজেলা ও পৌরসভায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আপদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি করে থাকে। এর মধ্যে যেমন প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ রয়েছে তেমনই মানব সৃষ্ট আপদও রয়েছে। স্থানীয় সাধারণ জনগণের সাথে সাথে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মতামতের উপর ভিত্তি করে সকল আপদের মধ্য থাকে ৮টি আপদ বাছাই করা হয়েছে। এলাকাবাসী মনে করে এই ৮টি আপদের ফলে প্রতিবছর তাদের সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হছে এবং দিন দিন এর প্রভাব তীব্রতর হচ্ছে। সুতরাং এখন থেকে যদি কালবিলম্ব না করে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া না হয় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অমানবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হব।

টেবিল ২.২ :আপদ ও আপদের চিহ্নিত করণ ও অগ্রাধিকার।

জেলার সকল ইউনিয়নের সম্মিলিত আপদ সমূহ		জেলার চিহ্নিত আপদ সমূহ ও আপদের অগ্রাধিকার
প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ		
১. তাপদাহ	১২. ভূমিকম্প	১. খরা
২. বন্যা	১৩. লুহাওয়া-	২. বন্যা
৩. পানির স্তর	১৪. জলাবদ্ধতা	৩. কালবৈশাখী ঝড়
৪. অতিবৃষ্টি	১৫. অনাবৃষ্টি	৪. নদীভাঙ্গন
৫. শৈত্যপ্রবাহ	১৬. টর্নেডো	৫. পানির স্তর
৬. খরা	১৭. শিলাবৃষ্টি	৬. তাপদাহ
৭. নদীভাঙ্গন	১৮. বজ্রপাত	৭. ফাঁপি
৮. ঘনকুয়াশা	১৯. ইঁদুরের আক্রমণ	৮. আর্সেনিক
৯. ফাঁপি	২০. ফসলে পোকার আক্রমণ	
১০. আর্সেনিক		
মানবসৃষ্ট আপদ		
২১. অগ্নিকান্ড	২৩ ভূমি দখল .	
২২. অপরিকল্পিত অবকাঠামো স্থাপন		

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

ঝুঁকির অগ্রাধিকারকরণ

রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলা/পৌরসভায় কর্মশালার মাধ্যমে সংগৃহীত ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ক তথ্যের উপরে ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝুঁকির অগ্রাধিকারকরণ করা হয়। প্রথমত উপজেলা/পৌরসভার তিনটি ওয়ার্ডের ৪ শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ এক একটি স্টেকহোল্ডার দল ভিত্তিক একত্রীকরণ করা হয়। অর্থাৎ উপজেলা/পৌরসভার কৃষক/জেলে, বয়স্ক/প্রতিবন্ধী, মহিলা, ভূমিহীন এ চার শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের জন্য মোট চারটি তথ্য তালিকা তৈরি করা হয় এবং পরবর্তীতে উপজেলা/পৌরসভাকে একত্রীকরণ করে জেলার অগ্রাধিকারকরণ করা হয়। দ্বিতীয়ত উপজেলা/পৌরসভার সাবেক ৩টি ওয়ার্ডের ৪ শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে দলীয় আলোচনার জন্য প্রতি দলে আট থেকে দশজন নিয়ে আলোচনা করে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রতিটি দল থেকে ২জন করে পারদর্শী ব্যক্তিকে বাছাই করে ছয়জন সদস্যের প্রত্যেককে ৮টি করে জিপস্টিক প্রদান করা হয় যার মাধ্যমে ভোট প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। যার একটি দলে একজন ব্যক্তি নির্ধারিত ৮টি ভোট একত্রীকরণকৃত ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন তালিকা থেকে ভোট গণনার মাধ্যমে যে ঝুঁকিটি সর্বাধিক ভোট পেয়েছে সেটিকে অগ্রধিকার তালিকায় প্রথমে আনা হয়েছে। একই ভাবে ২য় ও ৩য় ক্রমান্বয়ে সাজানো হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ যথাক্রমে খরা ,বন্যা ,কালবৈশাখী ঝড় ,নদীভাঙ্গন ,পানির স্তর ,তাপদাহ ,ফাঁপি , টি আপদকে চিহ্নিত ও অগ্রাধিকারকরণ করেছে৮ আর্সেনিক এইন।

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র

খরা

জলবায়ুর পরিবর্তন এবং শুকনা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে যাওয়রা কারণে এই অঞ্চলে খরার সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি বছর গুলোতে অত্র অঞ্চলে খরার ঘন ঘন প্রাদুর্ভাব এখানকার একটি সাধারণ চিত্র। এই জেলায় বছরে দুইবার যেমন চৈত্র হতে জ্যৈষ্ঠ এবং ভাদ্র হতে কার্তিক মাসে খরা দেখা দেয়। প্রথম খরা জলবায়ুগত নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সংগঠিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় খরা বৃষ্টি না হওয়ার ফলে বা বৈরি আবহাওয়ার কারণে ঘটে থাকে। দিন দিন খরার তীব্রতা ও স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে কৃষি, মৎস্য, গাছপালা ও পশুপাখির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এ সময় খাল, বিল, নদী-নালা শুকিয়ে যায় ও পানির স্তর নীচে নেমে যায়, ফলে খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। এসময় নারী ও শিশুদের দূর-দূরান্ত থেকে কষ্টকরে পানি বয়ে আনতে হয়। এই জেলায় বিগত কয়েক বছরে আষাঢ় শ্রাবন-মাসেও বৃষ্টি হচ্ছে না। যার ফলে খরায় ক্ষতির পরিমানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিনের পর দিন এই অবস্থার বৃদ্ধি পেতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এ জেলায় পরিবেশের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

চিত্র ২.২ :ভয়াবহ খরায় বিপর্যস্ত জনজীবন-।

বন্যা (আকাশ)

প্রতি বছরই রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কম-বেশী বন্যা হয়, তবে তেমন কোন ক্ষতি হয় না। সাধারনত বর্ষাকালে একটানা কয়েকদিন বৃষ্টি হলে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। জেলার বিভিন্ন উপজেলা, ইউনিয়ন ও পৌরসভার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জোয়ারের পানি এলাকাতে বন্যা ঘটায়। পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় বন্যা অত্র এলাকার জীবন-জীবিকার মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। সঠিকভাবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ও নদীগুলোর বেড়িবাঁধ উঁচু ও মজবুত করা নাহলে ভবিষ্যতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রতি বছর বন্যা হলেও ১৯৮৮, ২০০৩ সালের অতি বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট বন্যা ছিলো লক্ষ্যনীয়। এসময় ফসলী জমি, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, হাটবাজার ও যান মালের ব্যপক ক্ষতি হয়েছিল। যদিও ১৯৮৮ সালের থেকে ১৯৯৮ সালে কম এলাকায় বন্যা হয়েছিল কিন্তু বহুদিন পানি স্থায়ী থাকার কারণে এর ক্ষয়ক্ষতি বেশী হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের পড়ে এই এলাকায় আর বড় কোন বন্যা দেখা যায়নি এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও লক্ষ্য করা যায়নি।

চিত্র ২.৩জীবন-ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত জন :।

নদী ভাঙ্গন

রাজশাহী জেলায় ২০১৩ সালে ভয়াবহ নদীভাঙ্গন পরিলক্ষিত হয়। নদী ভাঙনে ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব ছিল অনেক বেশী। প্রতি বছর নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে। বর্তমানে এর ব্যপকতা বেড়েই চলেছে। এর কারণ হচ্ছে নদীর নাব্যতা কমে গিয়ে পানি বেশী ফুলে ওঠা এবং নদীর স্রোত ও পানির ধারন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি। নদী ভাঙ্গন সাধারনত আষাড় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত হয়। যার ফলে এলাকার কৃষি ফসল, ঘর-বাড়ী, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যাপক হারে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।নদী ভাঙ্গানের ফলে মানুষের শত শত একর ফসলী জমি ভিটে মাটি সহ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এইক্ষেত্রে চরাঞ্চলের মানুষের দুর্দশা চরম আকার ধারন করে। সরকারী ভাবে নদীতে ব্লক দ্বারা বাঁধ দেয়া ও নদীর পাড়ে শিকড় বহুল গাছ লাগানো না হলে ভবিষ্যতে আরো বেশী করে নদী ভাঙ্গন হতে পারে।

চিত্র ২:৪. ভয়াবহ নদী ভাঙ্গনে ঝুঁকির মুখে স্থানীয় অবকাঠামো।

কালবৈশাখী ঝড়

চিত্র ২:৫. ভয়াবহ কালবৈশাখী ঝড়ে বিধস্ত এলাকা।

সাধারনত এপ্রিল মে মাসে এ-*জেলার* উপর দিয়ে উত্তর পশ্চিমাভিমুখী প্রচন্ড বজ্র ও বিদ্যুতসহ কালবৈশাখী ঝড় সংগঠিত হয়। তবে মাঝে মাঝে এর সাথে শিলা বৃষ্টিও দেখা দেয়। এই ঝড়ের প্রবনতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শেষ বিকেলে ঘটেকারণ ঐ সময় , পৃষ্ঠের বিকিরণকৃত তাপ প্রবাহ বায়ু মন্ডলে দেখা-ভূযায়। জেলায় বিগত কয়েক দশক আগে কালবৈশাখীর ঝড় হতো ২/৩ বছর পরপর। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ২০১৪ সালের মে মাসে ঘটে যাওয়া কালবৈশাখী ঝড় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন রেখে গেছে। যার ফলে কাঁচা ঘরবাড়ি ও অন্যান্য কাঁচা অবকাঠামো ,আম, লিচুসহ বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রতিবছর এখানে কাল বৈশাখী ঝড়ের তান্ডবলীলা লক্ষ্য করা গেলেও ক্ষতির পরিমান এবং ব্যপকতা অনুসারে ১৯৯১সালের ঝড় উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে জনগণের ২০১৪ ও ২০০৪ ,১৯৯৭ , সচেতনতার কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। তবে এভাবে প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে এ জেলার মানুষের চরম বিপর্যয় দেখা দিবে।

তাপদাহ

বর্তমানে রাজশাহী জেলায় তাপদাহের প্রবনতার পরিবর্তন হয়েছে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে প্রচন্ড তাপদাহ। এছাড়া আষাঢ়, শ্রাবন ও ভাদ্র মাসেও খরা বিরাজ করে যা আগের তুলনায় অনেক বেশি। বছর বছর এর প্রবনতা বেড়েই চলেছে যা ফসল, গাছপালা এবং মানুষের জীবন-যাপনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। তাপদাহের প্রবনতার এরূপ বৃদ্ধি চলতে থাকলে ভবিষ্যতে জেলার পরিবেশের ভয়াবহ বিপর্যয় হবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

চিত্র ২.৬: প্রচন্ড তাপদাহের ফলে বিপর্যস্ত জনজীবন।

ভূ গর্ভস্থ-পানির স্তর

রাজশাহী জেলায় এলাকা ভিত্তিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের পরিবর্তন হয়। জেলার কোন কোন এলাকায় ৬০-৭০ ফুটের মধ্যেই পানি পাওয়া যায়। আবার কোন কোন এলাকায় পানির স্তর আরও নিচে নেমে গেছে যেখানে ৮০-৯০ ফুট নিচেও পানি পাওয়া যায় না। খরা মৌসুমে যখন পানির স্তর নেমে যায় তখন খাবার পানির প্রচন্ড সংকট দেখা দেয়। নারী ও শিশুরাই সাধারনত পরিবারের পানি সংগ্রহের দায়িত্ব পালিন করে থাকে। ফলে তাদের উপর পানি সংকটের মারাত্নক প্রভাব পড়ে। পানীয় জলের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন পুরুষের চেয়ে নারীদের উপর অধিক বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে।

চিত্র ২.৭: পরিবারের পানি সংগ্রহে ন্যাস্ত শিশু।

আর্সেনিক

রাজশাহী জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলার কিছু কিছু নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এখন থেকে যদি এ সমস্যা সমাধানের বিকল্প ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে আর্সেনিক দূষণ এ অঞ্চলের জন্য চরম হুমকির কারণ হতে পারে।

চিত্র ২.৮: আর্সেনিকে আক্রান্ত মানব শরীর।

ফাঁপি

প্রতি বছর আশ্বিন মাসে এই জেলায় একটানা কয়েকদিন বৃষ্টিপাত সহ ঝোড়হাওয়া প্রবাহিত হয় যা আঞ্চলিক ভাবে- ফাঁপি নামে পরিচিত। ফলে অত্র এলাকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাজশাহী পদ্মা নদীর ধারে থাকায় প্রচন্ড বাতাসের সাথে অধিক মাত্রায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির কারণে

চিত্র ২.৯: ফাঁপির ফলে ঝুঁকিগ্রস্ত জনজীবন।

মানুষের কাঁচা ঘরবাড়ি, বিভিন্ন গাছপালা ও পেঁপে, কলা, ইক্ষুসহ বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এ *জেলায়* অর্থনৈতিক সংকটসহ পরিবেশের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

বিপদাপন্নতাঃ বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত ,অর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা ,যা দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবেলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে।

সক্ষমতাঃ সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক ,সামাজিক ,অর্থনৈতিক ,পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকূল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে।কোন কোন এলাকা কি কি কারণে কিভাবে বিপদাপন্নের সম্মুখীন হয় তা নিম্নরুপ

টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা।

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
খরা	খরায় ফসলের ক্ষতি হয় মানব সম্পদের ক্ষতি হয় মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয খাবার খাবার পানির অভাব হয় পশু সম্পদের ক্ষতি হয়	রাজশাহী জেলায় -গভীর নলকুপের মাধ্যমে সেচের সুবিধা রয়েছে -পানি নিষ্কাশনের জন্য স্লুইসগেট রয়েছে টি করে১-ফল গবেষনা কেন্দ্র ,কৃষি গবেষনা কেন্দ্র ,বেতার কেন্দ্র ,টিভি কেন্দ্র রয়েছে -১৮১ টি হাট/বাজার রয়েছে
বন্যা	বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয় যোগাযোগের কষ্ট হয় কবরস্থান ডুবে যায় মানব সম্পদের ক্ষতি হয় অবকাঠামোর ক্ষতি হয় মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয খাবার পানির অভাব হয় পশু সম্পদের ক্ষতি হয় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	রাজশাহী জেলায় টি১-বেতার কেন্দ্র টি১ ,টিভি কেন্দ্র টি৫-ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টিশন -৩৩০কিমি পাকাকিমি আধাপাকা৩২৯৫ ,, ৭৩কিমি রেলপথ , কিমি১বিমান পথ রয়েছে ৯-টি উপজেলাটি ইউনিয়ন৭৩/ স্বাঃকেঃ এবং ৩৯টি পাঃকঃকেঃ রয়েছে -১০টি পশু চিকিৎসালয় টি১৭ ,পশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে
কালবৈশাখী ঝড়	কালবৈশাখী ঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয় যোগাযোগের কষ্ট হয় মানব সম্পদের ক্ষতি হয় অবকাঠামোর ক্ষতি হয় পশু সম্পদের ক্ষতি হয় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	রাজশাহী জেলায় -৫৫৯টি সপ্রাবি ,৪২১টি রেজি সপ্রাবি ,২২১টি মাদ্রাসা ,৭৪টি কলেজ রয়েছে ৯-টি উপজেলাটি ইউনিয়ন৭৩/ স্বাঃকেঃ এবং ৩৯টি পাঃকঃকেঃ রয়েছে -১০টি পশু চিকিৎসালয় টি১৭ ,পশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে -সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম চালু রয়েছে
নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গনে কৃষি জমিসহ ফসলের ক্ষতি হয়। যোগাযোগের কষ্ট হয় মানব সম্পদের ক্ষতি হয় অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয়। পশু সম্পদের ক্ষতি হয়।	রাজশাহী জেলায় শহর রক্ষা বাঁধ -রয়েছে -T বাঁধ রয়েছে(টি) ঢালাই ব্লক দিয়ে সুরক্ষা বাঁধ রয়েছে - নতুন বাঁধ তৈরির সুযোগ আছে -

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
ফাঁপি	অবকাঠামোর ক্ষতি হয় মানব সম্পদের ঝুঁকিতে থাকে মৎস্য সম্পদের ঝুঁকিতে থাকে প্রানীসম্পদের ঝুঁকিতে থাকে	-৫৫৯টি সপ্রাবি ,৪২১টি রেজিঃসপ্রাবি ,২২১টি মাদ্রাসা ,৭৪টি কলেজ রয়েছে -১০টি পশু চিকিৎসালয় টি১৭ ,পশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে ৯-টি উপজেলা ও ৭৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ কেন্দ্র এবং ৩৯টি পারিবারিক কল্যান কেন্দ্র রয়েছে
তাপদাহ	ফসলের ক্ষতি হয় মৎস্য সম্পদ ঝুঁকিতে থাকে। মানব সম্পদের ক্ষতি হয়। খাবার পানির অভাব দেখা দেয়।	রাজশাহী জেলায় -গভীর নলকুপের মাধ্যমে সেচের সুবিধা রয়েছে -পুকুর ও খালে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাদ্ধমে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে
পানির স্তর	ফসলের ক্ষতি হয় মৎস্য সম্পদ ঝুঁকিতে থাকে মানব সম্পদের ক্ষতি হয়	রাজশাহী জেলায় -গভীর নলকুপের মাধ্যমে সেচের সুবিধা রয়েছে -পুকুর ও খালে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাদ্ধমে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে
আর্সেনিক	ফসলের ক্ষতি হয় মানব সম্পদের ক্ষতি হয়।	রাজশাহী জেলায় নলকূপের পানি পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু আছে- -১০টি পশু চিকিৎসালয় টি১৭ ,পশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

রাজশাহী জেলায় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব পরিলক্ষিত হয় তাই মাঠ ঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায় আর বিপদাপন্ন হয় এ জেলার সকল জনগোষ্ঠী ,প্রাণীকুল ,মৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামো। আবার হঠাৎ করে অতিবৃষ্টির কারণে বন্যায় ভেসে যায় কৃষি জমি ,গাছপালা ,মৎস ,প্রাণী এবং অবকাঠামো। আবার কখনওবা নদীভাঙনে গৃহহারা হয় পদ্মা , মহানন্দাজোহাখালী ও বারনই ,ফকিরনী , নদী তীরবর্তী মানুষ। জেলার সব স্থানের বিপদাপন্নতা সমান নয় তাই আপদের ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারন ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা নিম্নক্ত টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা।

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
খরা	তানোর, গোদাগাড়ী, বাঘা, চারঘাট, পবা, পুঠিয়া বাগমারা	খরার কারনে এখানে প্রচুর কৃষি সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	৪৫০০০০-৫৪৯০০০ জন
বন্যা	গোদাগাড়ী, বাঘা, চারঘাট, বাগমারা	বন্যার কারনে এখানে প্রচুর কৃষি জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, এছাড়া মৎস্য, অবকাঠামো, মানব সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	২৫৬৫০০-২৬০০০০ জন
কালবৈশাখী ঝড়	তানোর, মোহনপুর, দুর্গাপুর, পুঠিয়া, গোদাগাড়ী, পবা, বাঘা, চারঘাট	কালবৈশাখী ঝড়ের কারনে প্রচুর ঘরবাড়ী, কৃষি জমির ফসল নষ্ট হতে পারে। এছাড়াও পশু ও মানব সম্পদের প্রচুর ক্ষতি হতে পারে।	২৪০৭৫০-২৯০২৫০ জন
নদীভাঙ্গন	গোদাগাড়ী, পবা, বাঘা, চারঘাট	রাজশাহী জেলায় নদীভাঙ্গনের কারনে শত শত একর আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে অনেক মানুষ। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামোর ক্ষতি হতে পারে।	১৮০০০০-২০২৫০০ জন

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
ফাঁপি	দুর্গাপুর, পুঠিয়া, গোদাগাড়ী, পবা, বাঘা, চারঘাট	ফাঁপির কারণে অবকাঠামোর ও কৃষি সম্পদের প্রচুর ক্ষতি হতে পারে।	১০৯৫০০-১৩০৫০০ জন
তাপদাহ	বাগমারা, মোহনপুর, তানোর, গোদাগাড়ী, পবা, বাঘা, চারঘাট	তাপদাহের কারণে *জেলার* রবি শস্য সহ বিভিন্ন ফসল ক্ষতগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুরা নানান ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।	৫৬৩০০০-৬৭৫০০০ জন
পানির স্তর	তানোর, বাগমারা, মোহনপুর, পুঠিয়া, বাঘা, চারঘাট, গোদাগাড়ী, পবা	পানির স্তরের কারনে এখানে প্রচুর কৃষি সম্পদের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া কৃষকদের চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় এবং খাবার পানির অভাব দেখা দিতে পারে।	১৪৫০০০-১৫৪০০০ জন
আর্সেনিক	গোদাগাড়ী, পবা, পুঠিয়া, চারঘাট, বাঘা	রাজশাহী জেলার প্রায় প্রতিটি *জেলায়* নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও রাজশাহী জেলায় এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।	৯৩৬০০-১৪৫০০০ জন

তথ্য সূত্রঃ সকল উপজেলা পরিষদ, এফজিডি, কমিউনিটি মিটিং

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ

রাজশাহী জেলাটি কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন নির্ভর। এ জেলার অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রাধান্য দিলেও আপদ ও ঝুঁকি হ্রাসের জন্য মৎস, প্রাণী, স্বাস্থ্য, জীবিকা, অবকাঠামো সব দিকেই উন্নয়ন প্রয়োজন। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল:

টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়।

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	রাজশাহী জেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ১২৭৮৮৭ একর উঁচু জমির ও ১২৭৭০ একর নিচু জমির কৃষি ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু, রবিশস্য, শাক-সবজী) ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে ১২৫৭৫০ একর জমির উৎপাদন / কৃষি ফসল (ধান, গম, পাট, ইক্ষু, মসুর, মুগ, ভুট্টা, আলু, রবিশস্য, শাক-সবজী) চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে খরার ফলে ১৪৫৭৫৬ একর জমির উৎপাদন/কৃষি ফসল (ধান, গম, পাট, ইক্ষু, মসুর, মুগ, ভুট্টা, আলু, রবিশস্য, শাক-সবজী) চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজশাহ জেলাতে পানির স্তর ক্রমেই নীচে নেমে যাওয়ার ফলে সেচের অভাবে কৃষি জমির উৎপাদন/কৃষি ফসল (ধান, গম, পাট, ইক্ষু, মসুর, মুগ, ভুট্টা, আলু, রবিশস্য, শাক-সবজী) চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	ধান, গম, পাটের জলাবদ্ধতা সহনশীল জাত সরবরাহ আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা কলমের ফল গাছ (রুট কাটিং/খাসিকরণ) সরবরাহ জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা কালবৈশাখী ঝড় ও জলাবদ্ধতার পূর্বে খাড়া ধান গাছ (পাকা) মাটির সাথে চাপা দেওয়া ভেড়ী-বাঁধ শক্ত ও মজবুত করা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (ড্রেন) উন্নয়ন করা

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	রাজশাহী জেলাতে আর্সেনিকের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও আর্সেনিকের মাত্রা নিয়ন্ত্রনে এখন থেকে যদি বিকল্প ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে তা জনস্বাস্থ্য সহ কৃষি জমির ও চাষের উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।	খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
মৎস্য	রাজশাহী জেলাতে খরার কারণে মোট ১১৯৫০টি ঘের/পুকুরের (১৪১০ হেক্টর) আনুমানিক মোট ১২৯৭০ মেঃটন মাছ উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এছাড়াও এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে নদী তীরবর্তী এলাকা বেশী ঝুঁকিগ্রস্থ হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে কালবৈশাখী ঝড়ের কারনে মোট ১১৯৫০ টি পুকুরের মধ্যে ছোট-বড় ১১১৫৭টি মৎস্য পুকুরের আনুমানিক মোট ১৫৩০ মেঃটন মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে তাপদাহের কারনে পানি শুকিয়ে ও বিভিন্ন রোগে মোট ১১৯৫০টি পুকুরের আনুমানিক মোট ১১২০০ মেঃটন মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে বন্যার কারণে মোট ১৪১০ হেক্টর ঘের/পুকুরের আনুমানিক মোট ১৯৩০ মেঃটন মাছ উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এছাড়াও এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি ঘটতে পারে।	পুকুরের পাড় মজবুত ও উঁচু করা বাঁধ মেরামত ও তৈরী করা মৎস্যচাষীদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা পুকুরের চার পাশে ধইঞ্চা গাছ লাগানো সুস্থ সবল পোনা সরবরাহ করা প্রতিবছর পুকুর/ঘের সেচ দিয়ে কাঁদা কালো হলে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ, পুকুরের বাঁধ উচু করা ৩ স্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা বন্যা/জলাবদ্ধতার সময় পুকুরের চারপাশে নেট/ টিন/ জালবেষ্টিত রাখা ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্যচাষীদের জন্য সহায়তা প্রদান করা মাছের বাজার উন্নতকরন
প্রানীসম্পদ	রাজশাহী জেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে জেলার ৬টি উপজেলার কমপক্ষে ১১১৫০ টি হাঁস-মুরগীর খামার ও ১১১০০ টি গবাদি পশুর খামারের মধ্যে প্রায় ১১০০০০ গরু, ১২৫০০০ ছাগল, ১৭০০ মহিষ ১১২০০০০ হাঁস-মুরগী ঝড়ের আঘাতে অথবা ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ঝুঁকিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজশাহী *জেলা*তে একনাগারে তাপদাহ হলে আনুমানিক ১১৫০ টি হাঁস-মুরগীর খামার ও ১৫০ টি গবাদি পশুর খামারের মধ্যে ১৫৮০০ গরু, ১৪২০০ ছাগল, ১৫৫০ টি মহিষ ১১৫০০০০ হাঁস-মুরগী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, উল্লেখযোগ্য পরিমানে মারাও যেতে পারে। রাজশাহী জেলাতে ১৯৮৮ ও ২০১৩ সালের মত বন্যা হলে আনুমানিক প্রায় ১১৫৬ টি হাঁস-মুরগীর খামার ও ১১৪০ টি গবাদি পশুর খামারের মধ্যে ১৩০০০০ গরু, ১১৫০০০০ ছাগল, ১১৫০০ মহিষ ১২৭০০০০ হাঁস-মুরগী ঝুঁকিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফাঁপির কারণে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলা, পৌরসভার কমপক্ষে ১১৫০০টি হাঁস-মুরগীর খামার ও ১১১৫০টি গবাদি পশুর	মাটির কিল্লা নির্মান করা সরকারী পতিত জমিতে গবাদি পশুর চারনভুমি তৈরি করা পশুরখাদ্য তৈরি করার জন্য মিল তৈরি করার জন্য উদ্ভুদ্ধ করা পশাপাশি জমিতে একত্রে পাতি হাঁস, মৎস্য, সবজি চাষ করা আপদ সহনশীল সংকর জাতীয় পশুপাখি চাষে উদ্ভুদ্ধ করা পশুর টিকা সরবারহ নিশ্চিত করা

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	খামারের আবকাঠামো ঝুঁকিগ্রস্থ হয়ে এবং গরু, ছাগল, মহিষ ও হাঁস-মুরগী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	
স্বাস্থ্য	রাজশাহী জেলাতে বন্যার কারণে মোট ৩১৪১৯৬ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ১০% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। এসময় শিশু, বৃদ্ধ, প্রসূতি মহিলারা বেশি ঝুঁকিতে থাকে। যার ফলে জেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অস্বচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে মোট ১১০০০০ দরিদ্র কৃষক পরিবার ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গিয়ে গৃহহারা হতে পারে। এছাড়া বড় বড় গাছপালা উপড়ে গিয়ে আহত হতে পারে। অনেকে মারাও যেতে পারে। রাজশাহী জেলাতে প্রতি বছর পানির স্তর ক্রমেই নীচে নেমে যাওয়ার ফলে সুপেয় নিরাপদ খাবার পানির অভাবে সকল ইউনিয়নের ও পৌরসভার মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি ক্রমেই বেরে যাচ্ছে। রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলা গুলোতে খরা ও তাপদাহ বৃদ্ধি পেতে থাকলে জেলার মোট ৩১৪১৯৬ জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়রিয়া, ১% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ১% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। রাজশাহী জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলার নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফাঁপির কারণে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও পৌরসভার মোট ৩১৪১৯৬ জনসংখ্যার মধ্যে ৩% ডায়রিয়া, ২% আমাশয়, ২% চর্মরোগ, ২% নিউমোনিয়া, ৭% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৮% বিভিন্ন ঠান্ডা জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে।	স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দুর্যোগে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বিষয়ে ডাক্তারদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা উপজেলা পর্যায়ে স্বস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি করা প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবারহ নিশ্চিত করা বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা দুর্যোগের কারনে পঙ্গু ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা
জীবিকা	রাজশাহী জেলায় মোটামুটি ৪ ধরনের জীবিকার লোক আছে। যার মধ্যে কৃষিজীবি পরিবার ১৩৩৫৩৩, মৎস্যজীবি পরিবার ১২৩৪৫, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী পরিবার ১৯৩৪৪ এবং অকৃষি শ্রমিক পরিবার ১১৪৮৯।	টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীতে আয়ের ব্যবস্থা

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	কালবৈশাখী ঝড়: কালবৈশাখী ঝড়ের কারনে রাজশাহী জেলার ১৩৩৫৩৩ কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে ১২৯৭২২ জন, ১২৩৪৫ মৎস্যজীবি পরিবারের মধ্যে ১০৩২২ জন, ১১৯৩৪৪ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবারের মধ্যে ১৩৮০৫৫ জন ও ১১১৪৮৯ অকৃষি শ্রমিক পরিবারের মধ্যে১ ১৬০৪৪ জন প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। খরা: ১৩৩৫৩৩ কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে ১২৯৭২২ জন তীব্র ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে তীব্র খরার কারনে প্রায় ১১০০০ মৎস্যজীবি পরিবার প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ফাঁপি: ফাঁপির কারনে ১১২৩৪৫ মৎস্যজীবি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১১০৩২২ জন, ১১২৯৭২২ জন কৃষিজীবির মধ্যে ১৯২০৪৩ জন কৃষিজীবি পেশার মানুষ ও ১৪৫০ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাপদাহ: রাজশাহী জেলার ১২৩৪৫ মৎস্যজীবি পরিবারের মধ্যে ১৫৬২৯ জন মৎস্যজীবি, ১৩৩৫৩৩ কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে ১১৫৬৫০০ জন কৃষিজীবি, ১৯৩৪৪ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবারের মধ্যে ১৬৮০০ জন ব্যবসায়ী ও ১১৪৮৯ অকৃষি শ্রমিক পরিবারের মধ্যে ১২০০০ জন অকৃষি শ্রমিক প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। নদীভাঙন: নদী ভাঙনের কারনে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও পৌরসভার কিছু অংশের কৃষি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। যার ফলে উক্ত ইউনিয়নের কৃষিজীবি ,মৎস্যজীবি ,ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশার সাধারণ মানুষ প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। বন্যা: বন্যার কারনে রাজশাহী জেলার ১১৭৪৫ মৎস্যজীবি পরিবারের মধ্যে ১৪১৬২৯ জন মৎস্যজীবি, ১২৭৮৯৬ কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে ১১১৬৯৩৩ জন কৃষিজীবি, ১৯১৪৪ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবারের মধ্যে ১২১৩৭১ জন ব্যবসায়ী ও ১৩০৯৩ অকৃষি শ্রমিক পরিবারের মধ্যে ১২২৭৮ জন অকৃষি শ্রমিক প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	করা স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জীবিকার ব্যবস্থা করা জনগোষ্ঠী ভিত্তিক বনায়ন সৃষ্টি করা সমাজিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করা টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা
গাছপালা	রাজশাহী জেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে জেলার মোট ১৭০০০ ফলজ গাছ ১২০০০ বনজ গাছ এবং ১১০০০ ঔষধি গাছসহ ১৬০০০০ টি নার্সারির চারা গাছের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে পানির স্তর নেমে যাওয়ার কারনে জেলার মোট ২০০০০ ফলজ গাছ ১৫০০০ বনজ গাছ এবং ৮০০০ ঔষধি গাছসহ ১০০০০০ টি নার্সারির চারা গাছের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে একটানা প্রচন্ড তাপদাহের কারণে জেলার মোট ১৩০০০০ ফলজ গাছ ৬০০০ বনজ গাছ এবং ১৮০০ ঔষধি গাছসহ	নিচু জমিতে অধিক শাখা মূল যুক্ত (নারিকেল) বড়গাছ লাগাতে হবে। বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করন। রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে গুচ্ছমূলী বৃক্ষ রোপণ করা পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; মাটির আর্দ্রতা রক্ষার জন্য গাছের গোড়ায় মাদা তৈরী করতে হবে। যা খরার সময় বাষ্পীভবন রোধ করবে।

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	১৮০০০০ টি নার্সারির চারা গাছের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে বন্যার কারণে জেলার মোট ১২০০০০ ফলজ গাছ ১৪০০০ বনজ গাছ এবং ৯১০০ ঔষধি গাছসহ ১১১০০০ টি নার্সারির চারা গাছের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।	অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।
ঘরবাড়ী	রাজশাহী জেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে ২টি পৌরসভা ও ৮টি ইউনিয়নের আনুমানিক ৫৫০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি ও ২০০০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে ফাঁপি বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১০৩০০ কাঁচা ঘরবাড়ি, ২৮০০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি পানির চাপে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে তাপদাহ বৃদ্ধি পেতে থাকলে আনুমানিক ২৫০০ কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫০ পাকা ঘরবাড়ি, ১০০০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে হরিপুর ,হরিয়ান উপজেলা , কাটাখালী পৌরসভার কাঁচা ও আধাপাকা ঘরবাড়ি ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাঁস মুরগী ও গরু ছাগলের খামার আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে হরিপুর ,হরিয়ান উপজেলা ,কাটাখালী পৌরসভার মোট ৩০০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩০০টি পাকা ঘরবাড়ি, ২০০০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।	বসত বাড়ীর ভিটা উঁচু করতে হবে। সাথে সাথে ঝোপ জাতীয় গাছের চারা রোপন করার জন্য মাটির মাদা তৈরী (১.৫-২ ফুট ব্যাসের) ও উচু করতে হবে দুর্যোগ সহনশীল বাড়ী নির্মান করা দুর্যোগ সহনশীল বাড়ী নির্মান করার জন্য সুদমুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করা; বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার চারিদিকে , রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা; বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা নদী হতে দূরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা;
অবকাঠামো	রাজশাহী জেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে আনুমানিক ৩০টি বিদ্যালয়, ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৬টি মাদ্রাসা, ১০টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ১টি হাসপাতাল, ৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ২টি আশ্রয়ন প্রকল্প, ৫১৪টি ব্রিজ-কালভার্ট আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে হরিপুর ,হরিয়ান উপজেলা , কাটাখালী পৌরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, অফিস, ক্লিনিক, স্কুল কাম শেল্টার, কালভার্ট, পুল, কাঁচা রাস্তা, আধাপাকা ও পাকা রাস্তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে।	রাস্তা উচু ও পাকা করা প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা স্লুইসগেট নির্মান করা বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করা পর্যাপ্ত সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা অবকাঠামো স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা
স্যানিটেশন	রাজশাহী জেলাতে খরা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ২৫০টি সংরক্ষিত পুকুর, ৫০০টি পাকা পায়খানা ঝুঁকিগ্রস্থ হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে আনুমানিক ১০০০টি কাঁচা, ৫০০ আধাপাকা পায়খানা ১৫০টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ার হার ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ২৬০টি সংরক্ষিত পুকুর ঝুঁকিগ্রস্থ হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে তাপদাহ বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১০০টি	স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো পকুর খনন ও সংরক্ষিত পুকুর পুন:খনন পর্যাপ্ত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার ও রেইন ওয়াটার হারভেস্টার স্থাপন করা দুর্যোগ সহনশীল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মান করা পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	সংরক্ষিত পুকুর, ১৯০০টি কাঁচা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। রাজশাহী জেলাতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ২৮০টি সংরক্ষিত পুকুর, ৩৫০০টি কাঁচা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে।	পর্যাপ্ত সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা

তথ্য সূত্রঃ এফজিডি ও মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৭ সামাজিক ম্যাপ

রাজশাহী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, জেলার বিভিন্ন উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে বসে রাজশাহী জেলার মানচিত্র দেখিয়ে সামাজিক মানচিত্র করার উদ্দেশ্য ,গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় রাজশাহী জেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। সামাজিক মানচিত্রে জেলার বিভিন্ন উপজেলার অবকাঠামোসমূহ ,রাস্তা-ঘাট ,ব্রিজ ,কালভার্ট , বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ,হাট-বাজার ,নদী-খাল ,ফসলের মাঠসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক মানচিত্রে রাজশাহী জেলার সার্বিক অবস্থা পৃষ্ঠা নং ২৮ (এ দেখানো হয়েছে।

২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি ম্যাপ

রাজশাহী জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, রাজশাহী জেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে বসে রাজশাহী জেলার মানচিত্র দেখিয়ে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র করার উদ্দেশ্য ,গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় এলাকার আপদসমূহ চিহ্নিত করে রাজশাহী জেলার আপদকিদুর্যোগ ও ঝুঁ/ মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। জেলার কোন ইউনিয়নে কি ধরনের আপদ সংঘটিত হয় তা ঝুঁকি মানচিত্রে অংশগ্রহনকারীদের দ্বারা প্রদর্শন করা হয়েছে। দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্রে রাজশাহী জেলার সার্বিক অবস্থা পৃষ্ঠা নং ২৯ (এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেকটা আপদের জন্য আলাদা ভাবে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র সংযুক্তি ৮ এ দেখানো হয়েছে।

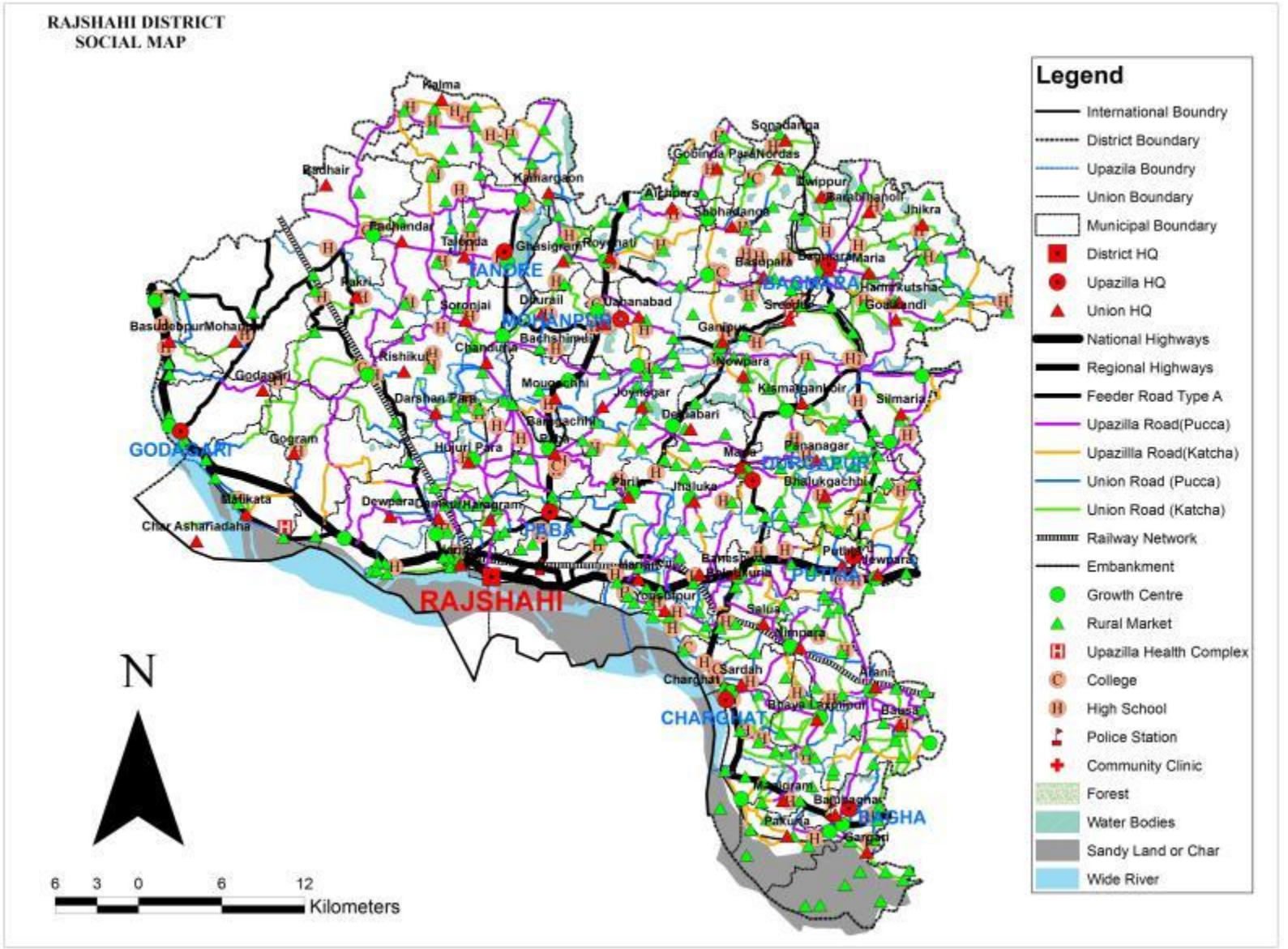

RAJSHAHI DISTRICT
SOCIAL MAP
Legend
International Boundry
District Boundary
Upazila Boundry
Union Boundary
Municipal Boundary
District HQ
Upazila HQ
Union HQ
National Highways
Regional Highways
Feeder Road Type A
Upazilla Road(Pucca)
Upazillla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Railway Network
Embankment
Growth Centre
Rural Market
Upazilla Health Complex
College
High School
Police Station
Community Clinic
Forest
Water Bodies
Sandy Land or Char
Wide River
RAJSHAHI
GODAGARI
TANORE
MOHANPUR
BAGMARA
DURGAPUR
PABA
PUTHIA
CHARGHAT
BAGHA
N
6 3 0 6 12
Kilometers

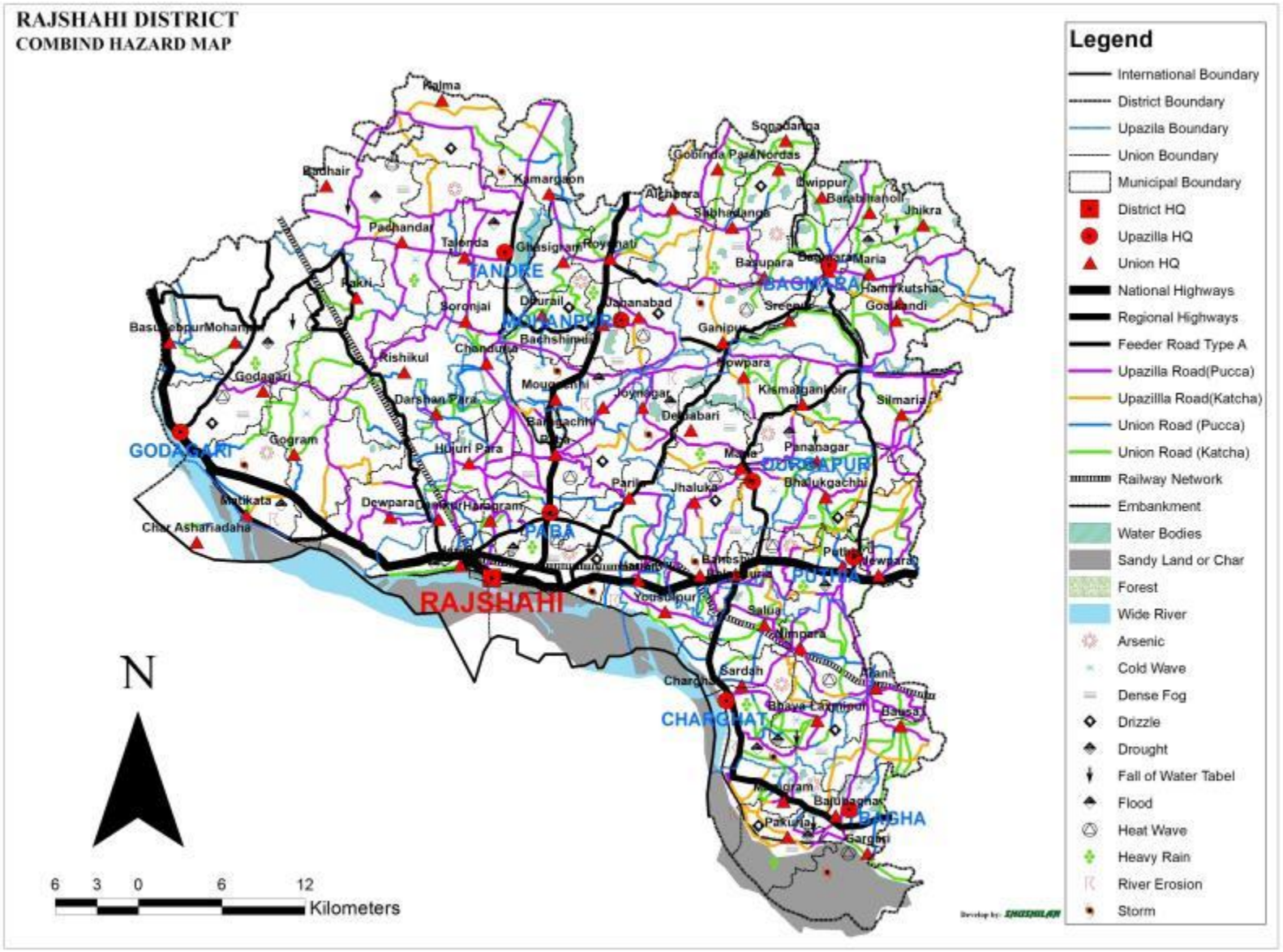
RAJSHAHI DISTRICT
COMBIND HAZARD MAP
Legend
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
Union Boundary
Municipal Boundary
District HQ
Upazilla HQ
Union HQ
National Highways
Regional Highways
Feeder Road Type A
Upazilla Road(Pucca)
Upazillla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Railway Network
Embankment
Water Bodies
Sandy Land or Char
Forest
Wide River
Arsenic
Cold Wave
Dense Fog
Drizzle
Drought
Fall of Water Tabel
Flood
Heat Wave
Heavy Rain
River Erosion
Storm
TANORE
MOHANPUR
BAGHMARA
GODAGARI
PABA
PUTHIA
DURGAPUR
CHARGHAT
RAJSHAHI
N
6 3 0 6 12
Kilometers

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

রাজশাহী জেলায় খরার প্রবনতা বেশি হলেও সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন আপদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চৈত্র মাস থেকেই খরার প্রবনতা বাড়তে থাকে এবং বৈশাখ ,জৈষ্ঠ মাসে তীব্র রুপ ধারন করে। মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায় ,অধিকাংশ নলকূপে পানি থাকে না। এ সময় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে থাকে তাই শুধু গভীর নলকূপ ছাড়া পানি উত্তলন সম্ভব হয় না। এছাড়া হঠাৎ বন্যা বা উজান থেকে ঢল নামলে নদী সংলগ্ন এলাকা ও জনসাধারন আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত যে কোন সময় বিপুল পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এছাড়া অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত আবহাওয়ার বৈরী প্রভাবে রবি শষ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি তুলে ধরা হল:

টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি।

আপদসমূহ	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
খরা	বেশী	বেশী	মাঝারী	কম							কম	বেশী
নদীভাঙন	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	বেশী	কম						কম
আর্সেনিক	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী	মাঝারী
বন্যা			কম	মাঝারী	বেশী	মাঝারী	কম					
কালবৈশাখী	মাঝারী	মাঝারী	কম									কম
ফাঁপি				কম	মাঝারী	মাঝারী	বেশী	মাঝারী				
তাপদাহ	বেশী	বেশী				কম						বেশী
পানিরস্তর		কম	মাঝারী	বেশী	কম							

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

বেশী মাঝারী কম নাই

আপদের দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন কোন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন কোন মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সিআরএ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়:

খরাঃ এই এলাকার প্রধান আপদ হল খরা। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খরার উপস্থিতি দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত খরা এখানকার কৃষির ব্যাপক ক্ষতি করে। মার্চ মাসের প্রথম দিকে এবং জুন মাসের শেষের দিকে খরার প্রভাব মধ্যম পর্যায়ে থাকলেও বছরের বাকি সময় এর মাত্রা কিছুটা কম থাকে। খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুঁকিয়ে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সংকট।

বন্যাঃ মূলত নদী ভরাটের কারণে ও পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকায় বন্যা হয়। প্রচুর পরিমাণ পলি জমে নদীগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং নদীর মাঝে চর জেগে উঠায় অতিরিক্ত পানির চাপে নদীর পাড় উপচে বন্যার সৃষ্টি করে। রাজশাহী জেলায় জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

নদীভাঙ্গনঃ রাজশাহী জেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এখানে নদীভাঙ্গন প্রকট না হলেও আগস্টের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নদীভাঙ্গন প্রকট আকার ধারন করে।

পানির স্তরঃ ভূ গর্ভস্থ পানির স্তর-নেমে যাওয়াকে এলাকাবাসী আপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। মে মাস থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পানির স্তর নামতে থাকে এবং জুন থেকে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত প্রকট আকার ধারন করে।

ফাঁপিঃ এই এলাকার আর একটি আপদ হল ফাঁপি। এটি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে। এর ফলে কাচা স্থাপনা ধ্বসে পড়ে।

তাপদাহঃ এই এলাকার অন্যতম প্রধান আপদ হল তাপদাহ। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত তাপদাহ দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত তাপদাহ এখানকার মানবসম্পদ প্রানীসম্পদ ও ,কৃষির ব্যাপক ক্ষতি করে। বাকি সময় তাপদাহ মাত্রা কিছুটা কম থাকে।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

কৃষি অত্র এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা হলেও এ *জেলায়* মৎসজীবিও রয়েছে। এছাড়া ভূমিহীন শ্রমীক আছে যারা দিনমজুর হিসাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হাট বাজার থাকায় এবং বিপুল পরিমান কৃষিপন্য রপ্তানির জন্য ব্যবসায়ী জীবিকাও গড়ে উঠেছে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি দেখানো হল:

টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

জীবিকার উৎস	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষক												
কৃষি শ্রমিক												
অকৃষি শ্রমিক												
মৎস্য চাষি												
মৎস্যজীবি												
আম চাষি												
মাঝি												
ব্যবসায়ী	ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীও অনুষ্ঠানের সময় কাজের চাপ বেশি থাকে											
চাকুরীজীবি	সারা বছরই সমান ব্যস্ত থাকে											
নসিমন ভ্যান চালক /												
কুটির শিল্পের কাজ												
কাঠ মিস্ত্রির কাজ												
রাজ মিস্ত্রির কাজ												

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

বেশী মাঝারী কম নাই

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

পূর্বে আলোচিত আপদ /দূর্যোগ সমূহ স্বাভাবিক জীবন জীবিকা নির্বাহে বাঁধার সৃষ্টি করে। কৃষি,মৎস, দিনমজুর ও ব্যবসায়ী সকলেই কম বেশি বিপদাপন্ন হয়। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা দেওয়া হল:

টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা।

জীবিকাসমূহ	আপদ /দুর্যোগসমূহ							
	খরা	বন্যা	পানির স্তর	নদীভাঙন	শৈতপ্রবাহ	ঘনকুয়াশা	অনাবৃষ্টি	কালবৈশাখী ঝড়
কৃষি	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
মৎস্য	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
দিনমজুর	☑	☑		☑	☑	☑	☑	
ব্যবসায়ী	☑	☑			☑	☑		☑

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

প্রতিটি জেলা আপদ সমূহ চিহ্নিতকরণ ও তার সংশ্লিষ্ট বিপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এলাকা সমূহ নির্ধারণের পর আপদ সমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিত, তালিকা প্রস্তুত ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুই জন করে প্রতিনিধি নিয়ে চারটি (কৃষক, ভূমিহীন, মহিলা ও মৎস্যজীবী) দলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৬ জন করে মোট ২৪ জন প্রতিনিধির সাথে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকি সমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি সমূহের উপর ভোটাভুটির মাধ্যমে (জিপস্টিকের মাধ্যমে ভোট প্রদান) ঝুঁকির অগ্রাধিকার করণ করা হয়েছে। চারটি দলের অগ্রাধিকার কৃত ঝুঁকিসমূহ একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে তার কারণ বিশ্লেষণ সহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকি সমূহ নিম্নরূপ। এগুলো পরবর্তীতে গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পরোক্ষ স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে।

টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি।

	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
বন্যা	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
নদীভাঙ্গন	☑	☑		☑	☑	☑		☑		☑
খরা	☑	☑	☑	☑					☑	
কালবৈশাখী ঝড়	☑	☑	☑		☑			☑	☑	
ফাঁপি			☑						☑	
পানির স্তর	☑	☑	☑	☑					☑	
তাপদাহ	☑	☑	☑	☑		☑			☑	
আর্সেনিক	☑	☑	☑	☑						

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

কোন স্থানের বা অঞ্চলের (৩০ বছর বা তার বেশী সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ু মন্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর (বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা মেঘের পরিমান ও প্রকারভেদ এবং বৃষ্টিপাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌঁছায়, ভূপৃষ্ট তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। তাই প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কোন কোন খাতসমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে বর্ননা করা হল:

টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব।

আপদ	বিপদাপন্ন খাত	ঝুঁকির বিবরণ
খরা	কৃষি	খরার কারণে বোরো ধান ,আউশ ধান ,গম ,আখ ,আম ,লিচু ,ভুট্টা ,তিল ,পেঁয়াজ ,রসুন ,মরিচ ,ছোলা , শাক-সবজী এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নষ্ট হয়ে মানুষের খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। রাজশাহী জেলায় খরার তীব্রতা অনেক বেশী এবং এর প্রভাবে এ অঞ্চলে আরো ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।
	মৎস্য	খরার কারণে নদী ,পুকুর ও জলাশয়ের পানি শুকিয়ে ছোট বড় এবং পোনা মাছ নষ্ট হয়ে মৎস্য চাষীরা অর্থনৈতিক ভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ হতে পারে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়াও এলাকার মানুষের আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

আপদ	বিপদাপন্ন খাত	ঝুঁকির বিবরণ
	গবাদিপশু	প্রচন্ড খরার ফলে গবাদিপশুর ও হাঁস-মুরগীর চারণভূমি শুকিয়ে গিয়ে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ যেমন পেটফোলা ,গলাফোলা ,পাতলা পায়খানা ,আমাশয় ইত্যাদি রোগে মারা গিয়ে কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	পানি সরবরাহ	খরার ফলে পানির স্তর নীচে নেমে গিয়ে অধিকাংশ পরিবারের মানুষ বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট সহ শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।
	জনস্বাস্থ্য	খরা স্থায়ী হলে জেলার পানির স্তর নীচে নেমে গিয়ে নলকূপ অকেজো হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে নিরাপদ পানির অভাবে নানাবিধ রোগ যেমন ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ, বসন্ত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে চরম স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। ফলে চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।
বন্যা	কৃষি	১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের মত বন্যা হলে ধান ,পাট ,পান ,সবজী ,বীজতলা এবং ফলের গাছ যেমন কলা , পেঁপে ইত্যাদি ফসলের ক্ষতিসহ অধিকাংশ সেচ যন্ত্র ডুবে গিয়ে বিকল হতে পারে। এর ফলে খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।
	বসতবাড়ি	বন্যার কারণে অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। পদ্মা নদীর বাঁধ প্লাবিত হয়ে মানুষ গৃহহীন হয়ে আবাসন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে রাজশাহী জেলার মাটির ঘর সহ আধাপাকা ঘর বেশী ক্ষতি হতে পারে।
	অবকাঠামো	বন্যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডুবে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে জেলার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পানিমগ্ন হয়ে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও রাজশাহী জেলার কিছু মসজিদ ,মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীও প্রতিষ্ঠান ,কবরস্থান ,ঈদগাহ ,শ্মশানঘাট , দোকান ঘর ,ধানের মিল ,স্বাস্থ্যকেন্দ্র ,ক্লাবঘর প্লাবিত হয়ে ধর্মীও কাজে ব্যাঘাত ঘোটতে পারে ও ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে।
	যোগাযোগ	বন্যায় কাঁচা ,আধাপাকা ও পাকা রাস্তা ডুবে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় বৃদ্ধ ,মহিলা ও স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের ও মালামাল পরিবহনে অসুবিধা হয় ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়। বন্যার পানির চাপে কাঁচা রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকিগ্রস্থ হয়।
	মৎস্য	বন্যার পানির সাথে পুকুরে চাষকৃত মাছগুলো বের হয়ে যায় ফলে বন্যায় মৎস্য চাষীরা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে জেলার প্রায় সব পুকুরের কার্প জাতীয় মাছ বের হয়ে যেতে পারে। ফলে মৎস্যচাষী পরিবার আর্থিক সঙ্কটে পড়তে পারে এবং বেকারত্ব দেখা দিতে পারে।
	গবাদিপশু	বন্যার সময় চারনভূমি ডুবে যাওয়ায় গো-খাদ্যের অভাব দেখা দেয়ার এবং বন্যা পরবর্তী সময় কাঁচা ঘাস খাওয়ার ফলে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
	গাছপালা	বন্যার সময় গাছের গোড়ায় বন্যার পানি জমে গাছ মারা যেতে পারে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে রাজশাহী জেলায় অনেক কাঁঠাল গাছ ,আম গাছ ,আমড়া গাছ সহ অন্যান্য গাছ মারা যেতে পারে।
	নার্সারি	নার্সারিতে বন্যার পানি জমে চারা গাছ মারা যায়। বন্যার কারণে রাজশাহী জেলায় অনেক নার্সারির চারাগাছ ডুবে গিয়ে নষ্ট হতে পারে।
	জনস্বাস্থ্য	বন্যা ও বন্যা পরবর্তী সময়ে নানাবিধ পানিবাহিত রোগ দেখা দেয় যেমন ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ, টাইফয়েড, সর্দিজ্বর ইত্যাদি। এ সময় বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও শিশুরা বেশী আক্রান্ত হয়। এছাড়াও গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানের অভাব ও ব্যাহত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে প্রানহানির সম্ভাবনা আছে। ছোট ছোট বাচ্চারা পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ফাঁপি	কৃষি	ফাঁপির কারণে কৃষি ফসলসহ কলা ,পেঁপে ,পান বরজ ও আঁখ পড়ে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি ,ফলের অভাব সহ খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।
	অবকাঠা	ফাঁপির ফলে কাঁচা রাস্তাঘাট ও কাঁচাঘরবাড়ি ভেঙ্গে গিয়ে মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ সহ

আপদ	বিপদাপন্ন খাত	ঝুঁকির বিবরণ
	মো	আশ্রয়হীন হতে পারে ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে।
	গবাদিপশু	এই সময় গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে।
	স্বাস্থ্য	অতিরিক্ত ফাঁপির কারণে মানুষ রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। এ সময় বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও শিশুরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।
তাপদাহ	কৃষি	তাপদাহের কারণে জেলার রবি শস্য সহ বিভিন্ন ফসল ক্ষতগ্রস্ত হতে পারে।
	জনস্বাস্থ্য	প্রচন্ড তাপদাহের ফলে জনস্বাস্থ্য বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুরা হিটস্ট্রোক ও চর্মরোগ সহ নানান ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।
কালবৈশাখী	কৃষি	বৈশাখের শুরু হতে জ্যৈষ্ঠের শেষ সময় কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে বোর ধানের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেতে পারে। ঝড়ের কারণে পান বরজ ,গম ,ভুট্টা ,ছোলা ,শাকসবজি মারাত্নক ঝুঁকিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে কৃষি খাত সামগ্রিক ভাবে প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
	বসতবাড়ী	কালবৈশাখী ঝড়ের সময় বাতাসের বেগ অধিক হওয়ায় টিনের চালা ,বেড়া ,খড়ের চালার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ও উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝড় চলাকালীন অবস্থায় বাতাসের সাথে বৃষ্টি থাকায় ঘরের চার পাশের মাটি নরম হয়ে যায় এবং কাঁচা ঘরবাড়ী অধিক ঝুকিতে থাকে। হঠাৎ ঝড়ের আক্রমনে জেলার অধিক সংখ্যক কাঁচা ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
	অবকাঠামো	কালবৈশাখীর তান্ডবে মসজিদ ,মন্দির ,গির্জা ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঝুঁকিগ্রস্থ আথবা ভেঙ্গে যেতে পারে। এছাড়াও বসতবাড়ি ,দোকান-পাট ,ক্লাব ঘর ঝুঁকিগ্রস্থ হয়ে আবাসন ও ব্যবসা সংকট দেখা দিতে পারে।
	গবাদিপশু	কালবৈশাখীর তান্ডবে জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গরু ,মহিষ ,ছাগল ,ভেরা ,বসত বাড়ীর হাঁস-মুরগী , খামারের মুরগী ,কবুতর প্রভৃতি মারা যেতে পারে। যার ফলে গবাদি পশুর সংকট সহ আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে এবং অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।
	জনস্বাস্থ্য	এই আপদের সময় মহিলা ,শিশু ,প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধ মানুষ বেশী ঝুঁকিতে থাকে। পদ্মা নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের ঝুঁকিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।
নদীভাঙ্গন	কৃষি	জেলার নদী ভাঙ্গনের প্রবনতা বেশী। নদীভাঙ্গনের কারণে নদীর তীরবর্তী এলাকার কৃষি জমি এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে মানুষের খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।
	অবকাঠামো	নদীভাঙ্গনের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ,দোকানঘর ,কবরস্থান ,মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে এলাকাবাসী আর্থিক ভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ হতে পারে ,পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।
	যোগাযোগ	নদীভাঙ্গনের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার কাঁচা এবং পাকা রাস্তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে নদী তীরবর্তী জনগণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।
	বসতবাড়ি	নদীভাঙ্গনের কারণে মাটির ঘর ও পাকা দালান বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে অনেক পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে বিপন্ন জীবন-যাপন করতে পারে।
	গবাদিপশু	নদীভাঙ্গনের কারণে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী মারা গিয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
আর্সেনিক	জনস্বাস্থ্য	রাজশাহী জেলার প্রায় প্রতিটি জেলায় নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এখন থেকে যদি এ সমস্যা সমাধানের বিকল্প নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে আর্সেনিক দূষণ এ অঞ্চলের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।
	গাছপালা	সাম্প্রতিক সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খুব সীমিত মাত্রায় হলেও বিভিন্ন ফল ও ফসলে আর্সেনিকের উপস্থিতি দেখা গেছে। যা অত্যান্ত উদ্বেগ জনক। এখন থেকে যদি এ সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হিসেবে

আপদ	বিপদাপন্ন খাত	ঝুঁকির বিবরণ
		ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে আর্সেনিক দূষণ এ অঞ্চলের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।
পানির স্তর	কৃষি	ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর এই অঞ্চলের জন্য একটি বড় সমস্যা। পানির স্তর ক্রমেই নেমে যাওয়ার ফলে ধান , ধানের বীজতলা ,রবিশস্য ,আলু ,বেগুন ,করলা ,শিমসহ অন্যান্য সবজি চাষে সেচের মারাত্নক সংকট দেখা দেয়। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। চাষিদের অতিরিক্ত দামে পানি কিনতে হয়।
	গাছপালা	এ অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় আম ,লিচু ,নারিকেল প্রভিতি ফলজ গাছ খরার সময় পানি না পাওয়ায় বেশী ঝুঁকিগ্রস্থ হয়। অল্পকিছু গাছ যেটুকু পানি পায় তাতে ফলন অনেক কমে যায়।
	জনস্বাস্থ্য	খাবার পানির সংকট চরম আকার ধারন করে। শিশু ও বৃদ্ধরা এসময় বিভিন্ন উৎসের অনিরাপদ পানি পান করে বিভিন্ন রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

তৃতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

কোন আপদ বা আপদসমূহ ,রাজশাহী জেলার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয় ,সম্পদ এবং পরিবেশ -এ তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভবনা অর্থাৎ কোন আপদ ঘটার সম্ভবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভবনা এই দুইয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি। রাজশাহী জেলার ঝুঁকি ও ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিত করে নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল :

টেবিল ৩.১ :রাজশাহী জেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
খরার কারণে বোরো ধান ,আউশ ধান ,গম ,আখ ,আম ,লিচু ,ভুট্টা ,তিল , পেঁয়াজ ,রসূন ,মরিচ ,ছোলা ,শাক-সবজী এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নষ্ট হয়ে মানুষের খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। *রাজশাহী জেলায়* খরার তীব্রতা অনেক বেশী এবং এর প্রভাবে এ অঞ্চলে আরো ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।	- সেচ ব্যবস্থা না থাকা - অতিরিক্ত তাপখরা ও , বৃষ্টিহীনতা	-কৃত্রিম সেচের খরচ বহনে গরিব কৃষক অপর্যাপ্ত শ্যালো মেশিন ও -গভীর নলকুপের স্বল্পতা অপর্যাপ্ত বনায়ন- খালগুলোতে পানি না থাকা -	-খাল সংস্কার না করার কারণে -বারনই নদী ভরাট হওয়ার কারণে পানির স্তর নীচে নামা যাওয়াতে -
বন্যার কারণে অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। পদ্মা নদীর বাঁধ প্লাবিত হয়ে মানুষ গৃহহীন হয়ে আবাসন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে *রাজশাহী জেলার* মাটির ঘর সহ আধাপাকা ঘর বেশী ক্ষতি হতে পারে।	- উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানির চাপের কারণে	-নীচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা -অপরিকল্পিত ভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করা	-সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকা
খরার কারণে নদী ,পুকুর ও জলাশয়ের পানি শুকিয়ে ছোট বড় এবং পনা মাছ নষ্ট হয়ে মৎস্য চাষীরা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়াও এলাকার মানুষের আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।	বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া - পুকুরের পানি সংরক্ষনের ব্যবস্থা - না থাকা	বি-কল্প উপায়ে পর্যাপ্ত পানির ব্যাবস্থা না থাকা পুকুর ভরাট ও শুকিয়ে যাওয়া - গাছপালা না থাকা -	স্থানীয় সরকারের এই বিষয়ে - পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব বাজেটের সল্পতা- আবহাওয়ার ভারসাম্যহীনতা -
আষাঢ়ের মাঝামাঝি হতে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত সময়ে নিচু এলাকায় বিশেষ করে বিল ও খালের পানি নিষ্কাশনের অভাবে জেলার প্রায় সব ইউনিয়নে কম বেশী	-পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে	- খাল ভরাট হয়ে যাওয়া	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে খাল খনন না থাকার কারণে।

বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার কারণে *জেলার* কৃষি খাত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	-অতিবৃষ্টির কারণে		-স্লুইচ গেটের স্বল্পতা
প্রচন্ড খরার ফলে গবাদিপশুর ও হাঁস-মুরগীর চারণভূমি শুকিয়ে গিয়ে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ যেমন পেটফোলা , গলাফোলা ,পাতলা পায়খানা ,আমাশয় ইত্যাদি রোগে মারা গিয়ে কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	-সচেতনার ব্যবস্থা না থাকার কারণে	-গবাদিপশুর চিকিৎসার অভাব।	-গবাদিপশুর চিকিৎসা কেন্দ্রের অভাব।
১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের মত বন্যা হলে ধান ,পাট ,পান ,সবজী ,বীজতলা এবং ফলের গাছ যেমন কলা ,পেঁপে ইত্যাদি ফসলের ক্ষতিসহ অধিকাংশ সেচ যন্ত্র ডুবে গিয়ে বিকল হতে পারে। এর ফলে খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	অতিবৃষ্টি - -বাঁধ ভেসে যাওয়ার কারণে -ফারাক্কা খুলে দেওয়ার ফলে -উজানের ঢল নামার কারণে আবহাওয়ার বিপর্যয় -	পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকা - খাল ও স্লুইসগেট না থাকা - খাল ভরাট হওয়া - অপরিকল্পিত চাষাবাদ -	-সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদী ও খাল ড্রেজিং ব্যবস্থা না থাকা উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে - ধারনা না থাকা প্রয়োজনীয় স্লুইসগেট না থাকা -
খরা স্থায়ী হলে জেলার পানির স্তর নীচে নেমে গিয়ে নলকূপ অকেজো হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে নিরাপদ পানির অভাবে নানাবিধ রোগ যেমন ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ, বসন্ত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে চরম স্বাস্থ্যহানি ঘোটতে পারে। ফলে চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধির পেতে পারে।	-অতিরিক্ত খরা ও বৃষ্টি না হওয়া -সেচ ও পানি সংরক্ষন ব্যবস্থা না থাকা	গভীর নলকূপ স্থাপন না করা ও - গাছপালা না থাকা	জনগণের অসচেতনতা ও - জনসংখ্যা বৃদ্ধি সরকারের বাজেটের কমতি-
বন্যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডুবে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত হবে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে জেলার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পানিমগ্ন হয়ে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও রাজশাহী জেলার কিছু মসজিদ ,মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীও প্রতিষ্ঠান ,কবরস্থান ,ঈদগাহ ,শ্মশানঘাট ,দকান ঘর ,ধানের মিল ,স্বাস্থ্যকেন্দ্র ,ক্লাবঘর প্লাবিত হয়ে ধর্মীও কাজে ব্যাঘাত ঘোটতে পারে ও ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে।	-উজানের ঢল অতিবৃষ্টি - -পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে	-পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে খাল ও পকুর ভরাট হওয়া -	খাল ও পকুর পনঃখননের - কর্মসূচী না থাকা।
ফাঁপির কারণে কৃষি ফসলসহ কলা ,পেঁপে ,পান বরজ ও আঁখ পড়ে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি ,ফলের অভাব সহ খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	তীব্র বাতাসের সাথে অধিক বৃষ্টি -	-পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে গাছের গরা নরম হওয়া -	আবহাওয়ার ভারসাম্যহীনতা - যথাযথ সরকারী উদ্দ্যোগের - অভাব
বৈশাখের শুরু হতে জ্যৈষ্ঠের শেষ সময় কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে বোর ধানের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেতে পারে। ঝড়ের কারণে পান বরজ ,গম ,ভুট্টা ,	হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া - প্রচন্ড গরমের কারণে -	-আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো	-সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে বৃক্ষ রোপণের কোন নীতিমালা না

ছোলা ,শাকসবজি মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে কৃষি খাত সামগ্রিক ভাবে প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।		পরিবেশ দূষণ -	থাকা
ফাঁপির জন্য জেলার বিভিন্ন এলাকায় বীজতলা ,ভুট্টা ,টমেটো ,সবজি ,পেঁয়াজ , রসূন ,আলু ,সরিষা ,গম ,ছোলা ,মসুর ,মরিচ ,পান ,আমের মুকুল এবং নারিকেল গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-পালা নষ্ট হতে পারে। এর ফলে চরম খাদ্যাভাব ,অর্থ ও পুষ্টি সংকট দেখা দিতে পারে।	-আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌছান জনসচেতনতার অভাব -	-কৃষি প্রশিক্ষনের অভাব	-সরকারীভাবে পর্যাপ্ত বালাই নাশক সরবরাহ না থাকা
নদীভাঙ্গানের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ,দোকানঘর , কবরস্থান ,মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে এলাকাবাসী আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ,পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	-অতিবৃষ্টিতে নদীর পাড় নরম হবার কারণে	-নদীর গভীরতা কমে যাওয়া	-নদীর পাড় মজবুত না করা
নদীভাঙ্গানের কারণে মাটির ঘর ও পাকা দালান বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে অনেক পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে বিপন্ন জীবন-যাপন করতে পারে।	- পানির প্রবল চাপ থাকার কারণে - শ্রাবণ মাসে প্রবল বৃষ্টির কারণে	- নদীর গভীরতা কম থাকার কারণে	- নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব - নদীর বাঁধ তদারকি বাস্তবায়ন কমিটির অভাব
কালবৈশাখী ঝড়ের সময় বাতাসের বেগ অধিক হওয়ায় টিনের চালা ,বেড়া , খড়ের চালার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ও উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝড় চলাকালীন অবস্থায় বাতাসের সাথে বৃষ্টি থাকায় ঘরের চার পাশের মাটি নরম হয়ে যায় এবং কাঁচা ঘরবাড়ী অধিক ঝুকিতে থাকে। হঠাৎ ঝড়ের আক্রমনে জেলার অধিক সংখ্যক কাঁচা ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	- আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো	-বড় বড় বৃক্ষ নিধনের কারণে। -সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকার কারণে।	-ঘরবাড়ি মজবুত করে তৈরি না করার কারণে। -সরকারিভাবে বৃক্ষ রোপণ নীতিমালা না থাকার কারণে।
বন্যায় কাঁচা ,আধাপাকা ও পাকা রাস্তা ডুবে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় বৃদ্ধ ,মহিলা ও স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের ও মালামাল পরিবহনে অসুবিধা হয় ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়। বন্যার পানির চাপে কাঁচা রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	- পানির প্রবল চাপে বাঁধ ভেসে যাওয়ার কারণে - উজানের ঢল নামার কারণে	- নদীর পাড় ভেঙ্গে ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া - প্রয়োজনীয় স্থানে বাঁধ না থাকার কারণে	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে ড্রেজিং ব্যবস্থা না থাকা
জেলার নদী ভাঙ্গানের প্রবনতা বেশী। নদীভাঙ্গানের কারণে নদীর তীরবর্তী এলাকার কৃষি জমি এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে	- পানির প্রবল চাপ থাকার কারণে - শ্রাবণ মাসে প্রবল বৃষ্টির কারণে	- নদীর গভীরতা কম থাকার কারণে।	- নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব

মানুষের খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।			- নদীর বাঁধ তদারকি ও বাস্তবায়ন কমিটির অভাব
রাজশাহী জেলার প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নের নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এখন থেকে যদি এ সমস্যা সমাধানের বিকল্প নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে আর্সেনিক দূষণ এ অঞ্চলের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।	-জনসচেতনতার অভাব	-চিকিৎসা কেন্দ্রের স্বল্পতা	-স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার অভাব

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উঠান বৈঠক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনা থেকে উঠে আসা ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরসনের সম্ভব্য উপায়সমূহ খুঁজে বের করা হয় যা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

টেবিল ৩.২: রাজশাহী জেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়।

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
খরার কারণে বোরো ধান ,আউশ ধান ,গম ,আখ ,আম ,লিচু ,ভুট্টা , তিল ,পেঁয়াজ ,রসুন ,মরিচ ,ছোলা ,শাক-সবজী এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নষ্ট হয়ে মানুষের খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। *রাজশাহী জেলায়* খরার তীব্রতা অনেক বেশী এবং এর প্রভাবে এ অঞ্চলে আরো ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।	- সেচ ব্যবস্থা করা বনায়নের মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বৃদ্ধি - করা জলাশয়ের পানি সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা - গভীর নলকূপ স্থাপন ও সেচের ব্যবস্থা করা -	কৃষি পন্যের মূল্য কমানো - -বৃক্ষ নিধন না করা ও পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা নদী খাল পুনঃখনন করা - জমিতে কম খরচে পানি সরবরাহের - জন্য পাকা ড্রেনের ব্যবস্থা করা	গুরুত্ -ব প্রদান সহ সরকারের আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু নীতিনালা প্রয়গ করা সুলভ মূল্যে কৃষি সামগ্রী বিতরন ও - বাজার মূল্য নয়ন্ত্রন করা
বন্যার কারণে অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। পদ্মা নদীর বাঁধ প্লাবিত হয়ে মানুষ গৃহহীন হয়ে আবাসন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে *রাজশাহী জেলার* মাটির	-বাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে পানি আটকানোর ব্যবস্থা করা	-উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা	-সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
ঘর সহ আধাপাকা ঘর বেশী ক্ষতি হতে পারে।			
খরার কারণে নদী ,পুকুর ও জলাশয়ের পানি শুকিয়ে ছোট বড় এবং পনা মাছ নষ্ট হয়ে মৎস্য চাষীরা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়াও এলাকার মানুষের আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।	পুকুরের পানি সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা- প্রচুর গাছপালা লাগানো -	র নলকূপ স্থাপন করাঅগভী - বিকল্প উপায়ে পর্যাপ্ত পানি সেচের - ব্যবস্থা করা পুকু -র পুনঃখনন করা সচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা -	দাতাগোষ্ঠীর এই বিষয়ে ,স্থানীয় সরকার - বাজেট বৃদ্ধি সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন
আষাঢ়ের মাঝামাঝি হতে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত সময়ে নিচু এলাকায় বিশেষ করে বিল ও খালের পানি নিষ্কাশনের অভাবে জেলার প্রায় সব ইউনিয়নে কম বেশী বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার কারণে জেলার কৃষি খাত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	-পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা করা সচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা -	-খাল পুনঃখননের ব্যবস্থা করা দখল হয়ে যাওয়া খাল গুলো উদ্ধার ও - সংরক্ষন করা	-খাল পুনঃখননপাড় বাধাই ও গাছ , লাগানো সরকারের আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা - দাতা সংস্থার সাহায্য গ্রহন ও - প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন
প্রচন্ড খরার ফলে গবাদিপশুর ও হাঁস-মুরগীর চারণভূমি শুকিয়ে গিয়ে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ যেমন পেটফোলা ,গলাফোলা ,পাতলা পায়খানা ,আমাশয় ইত্যাদি রোগে মারা গিয়ে কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	-জনসচেতনতার ব্যবস্থা করা।	-গবাদিপশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।	-সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা।
১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের মত বন্যা হলে ধান ,পাট ,পান ,সবজী , বীজতলা এবং ফলের গাছ যেমন কলা ,পেঁপে ইত্যাদি ফসলের ক্ষতিসহ অধিকাংশ সেচ যন্ত্র ডুবে গিয়ে বিকল হতে পারে। এর ফলে খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	স্লুইস গেট খুলে দেওয়া - দ্রুত ফসল কাটা -	উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ- খাল পুনঃখনন করা - কালভাট ও বাঁধ নির্মা -ণ করা	বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মাণ করা- উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের - প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা আয় বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা -
খরা স্থায়ী হলে জেলার পানির স্তর নীচে নেমে গিয়ে নলকূপ অকেজো হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে নিরাপদ পানির অভাবে নানাবিধ রোগ যেমন ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ, বসন্ত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে চরম স্বাস্থ্যহানি ঘোটতে পারে। ফলে চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধির পেতে পারে।	-জন সেচতনতা সৃষ্টি করা	-চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা	-স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা
বন্যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডুবে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত হবে। ১৯৯৮	-আগাম বার্তা পৌঁছানোর	বসত বাড়ি পরিকল্পনা মাফিক উঁচু -	বেড়ী বাঁধ নির্মাণ-

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
সালের মত বন্যা হলে জেলার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পানিমগ্ন হয়ে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও রাজশাহী জেলার কিছু মসজিদ ,মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীও প্রতিষ্ঠান ,কবরস্থান , ঈদগাহ ,শ্মশানঘাট ,দকান ঘর ,ধানের মিল ,স্বাস্থ্যকেন্দ্র ,ক্লাবঘর প্লাবিত হয়ে ধর্মীও কাজে ব্যাঘাত ঘোটতে পারে ও ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে।	ব্যবস্থা করা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহন করা - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িক বন্ধ করে দাওয়া - -জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা	স্থানে তৈরী করা রাস্তা ঘাট উঁচু ও সংস্কার করার - ব্যবস্থা করা	খাল পুনঃখনন - স্লুইসগেট স্থাপনের ব্যবস্থা করা - কাঁচা রাস্তা সমূহ পাকা করার ব্যবস্থা - করা
ফাঁপির কারণে কৃষি ফসলসহ কলা ,পেঁপে ,পান বরজ ও আঁখ পড়ে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি ,ফলের অভাব সহ খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	-সময়মত আবহাওয়া বার্তা পৌঁছানো ও বার্তার ব্যাখা সঠিকভাবে জানানো	- বার্তার ব্যাখার সাথে জনগণকে অভ্যন্ত করার ব্যবস্থা করা	-সরকারের সঠিক নীতিমালার মাধ্যমে কৃষকদের প্রসিক্ষন প্রদানের ব্যবস্থা করা
বৈশাখের শুরু হতে জ্যৈষ্ঠের শেষ সময় কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে বোর ধানের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেতে পারে। ঝড়ের কারণে পান বরজ ,গম ,ভুট্টা ,ছোলা ,শাকসবজি মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে কৃষি খাত সামগ্রিক ভাবে প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।	-সময় মত আবহাওয়া বার্তা পৌছানো ও বার্তার ব্যাখা -সঠিকভাবে জানানো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহন করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িক বন্ধ করে দাওয়া -	ব্যপক ভাবে গাছ লাগানো - পরিবেশ দূষণ রোধ করা - বসত বাড়ি সংস্কার করা - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার করা - টেকসই বাড়ি নির্মাণ করা -	সরকারী ভাবে পরিবেশ দূষণ কারীদের - জন্য আইন তৈরী ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায় - বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির নীতিমালা গ্রহন
ফাঁপির জন্য জেলার বিভিন্ন এলাকায় বীজতলা ,ভুট্টা ,টমেটো ,সবজি , পেঁয়াজ ,রসূন ,আলু ,সরিষা ,গম ,ছোলা ,মসুর ,মরিচ ,পান ,আমের মুকুল এবং নারিকেল গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-পালা নষ্ট হতে পারে। এর ফলে চরম খাদ্যাভাব ,অর্থ ও পুষ্টি সংকট দেখা দিতে পারে।	আগাম বার্তা -পৌছানোর ব্যবস্থা করা জনসচেতনতার ব্যবস্থা করা -	সময়োপযোগী বালাই নাশক ব্যাবহার - করা কৃষি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা -	সরকারীভাবে পর্যাপ্ত বালাই নাশক - সরবরাহ না থাকা দ্ধি করাজাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃ -
নদীভাঙ্গানের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান , দোকানঘর ,কবরস্থান ,মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে এলাকাবাসী আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে , পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	-নদীর ধার দিয়ে বালির বস্তা দেয়া	- ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা	- সরকারের সঠিক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ করা
নদীভাঙ্গানের কারণে মাটির ঘর ও পাকা দালান বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে অনেক পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে বিপন্ন জীবন-যাপন	-টিন,বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	- নদীর নব্যতা বৃদ্ধি করা - টি বাঁধের ব্যবস্থা করা	- নদী ড্রেজিংকরা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
করতে পারে।			- বাঁধ নির্মাণ করা ও বাজেট বরাদ্দ দেয়
কালবৈশাখী ঝড়ের সময় বাতাসের বেগ অধিক হওয়ায় টিনের চালা , বেড়া ,খড়ের চালার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ও উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝড় চলাকালীন অবস্থায় বাতাসের সাথে বৃষ্টি থাকায় ঘরের চার পাশের মাটি নরম হয়ে যায় এবং কাঁচা ঘরবাড়ী অধিক ঝুকিতে থাকে। হঠাৎ ঝড়ের আক্রমনে জেলার অধিক সংখ্যক কাঁচা ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	-আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা	-বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা -সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা	-ঘরবাড়ি মজবুত করে তৈরির ব্যবস্থা করা। -সরকারিভাবে বৃক্ষরোপণের নীতিমালা গ্রহণকরা
বন্যায় কাঁচা ,আধাপাকা ও পাকা রাস্তা ডুবে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় বৃদ্ধ , মহিলা ও স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের ও মালামাল পরিবহনে অসুবিধা হয় ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়। বন্যার পানির চাপে কাঁচা রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গান সৃষ্টি হয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	-বাঁধ তদারকি করা	- নদী ড্রেজিং করা - নদীর ধার ব্লক দ্বারা বেঁধে দেয়া	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদীর ধারে পাথর ফেলে পাড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া
জেলার নদী ভাঙ্গানের প্রবনতা বেশী। নদীভাঙ্গানের কারণে নদীর তীরবর্তী এলাকার কৃষি জমি এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে মানুষের খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।	-টিন, বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	- নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা - টি বাঁধের ব্যবস্থা করা	- নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা। - নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা - বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা
রাজশাহী জেলার প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নের নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এখন থেকে যদি এ সমস্যা সমাধানের বিকল্প নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে আর্সেনিক দূষণ এ অঞ্চলের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।	-জন সেচতনতা সৃষ্টি করা	- চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা	-স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা দাতা সংস্থার সাহায্য গ্রহন ও - প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

রাজশাহী জেলায় ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগের কারনে আপদ চিহ্নিত করে প্রশমনের ব্যবস্থাকে অবহেলার চোখে দেখা হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে ইদানিংকালে দুর্যোগের প্রবনতা বেরে গেছে। তাই কিছু কিছু এনজিও দুর্যোগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে যা আরও বেগোবান হওয়া প্রয়োজন। এখানে রাজশাহী জেলার কিছু উল্ল্যেখযোগ্য এনজিও প্রতিষ্ঠানের তথ্য উল্লেখ করা হলঃ

টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	কারিতাস	প্রত্যক্ষ ভাবে দুর্যোগ বিষয়ে কোন কাজ করছে না। তবে পরোক্ষ ভাবে ঝুঁকি নিরসনে অবদান রাখছে।	১২০০ জন(আনু)	৪৫০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
২	ব্রাক	ঐ	১২০০ জন(আনু)	২৫০০ টাকা ১০০০০-	০১ থেকে ০৫ বছর
৩	বিকাশ	ঐ	১২০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৪	কমিউনিটি রিফরম সার্ভিস (সিআরএস)	ঐ	১২০০ জন(আনু)	৫০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৫	তরুন সংঘ	ঐ	১২০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৬	মহিলা সংহতি পরিষদ	ঐ	২০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৭	ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ	ঐ	১৫০০ জন(আনু)	৩৫০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৮	স্বনির্ভর কর্মসংস্থা	ঐ	৮০০ জন(আনু)	২৫০০টাকা ৭০০০-	০১ থেকে ০৫ বছর
৯	সচেতন	ঐ	৮০০ জন(আনু))	২৫০০টাকা ১০০০০-	০১ থেকে ০৫ বছর
১০	নিষ্কৃতি	ঐ	৬০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
১১	বস্তি উন্নয়ন কর্মসংস্থা	ঐ	৭০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৫ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
১২	সেডাইপো	ঐ	৬০০ জন(আনু)	২৫০০টাকা ১০০০০-	০১ থেকে ০৫ বছর
১৩	সামিট সোসাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসএসডিও)	ঐ	৪০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৩ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
১৪	সোসাল ইউনিটি ফর ভলান্টারী অর্গানাইজেশন(শুভ)	ঐ	১২০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৫ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
১৫	প্রতিবন্ধী স্বেচ্ছাসেবী সোসাইটি	ঐ	১২০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ১৫০ জন	০১ থেকে ০৫ বছর
১৬	পার্টনার	ঐ	৭০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ১৫০জন ২০০-	০১ থেকে ০৫ বছর
১৭	সিএমইএসগ্রামীণ প্রযুক্তি কেন্দ্র ,	ঐ	৬০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
১৮	ভার্ক	ঐ	৭০০ জন(আনু)	২৫০০টাকা ১০০০০-	০১ থেকে ০৫ বছর

ক্রমিক	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১৯	সিডিও	ঐ	১২০০ জন(আনু))	২৫০০টাকা ১০০০০-	০১ থেকে ০৫ বছর
২০	মুক্তি	ঐ	১২০০ জন(আনু)	১টি ঘর	০১ থেকে ০৫ বছর
২১	আশা	ঐ	৯০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৪ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
২২	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	ঐ	৯২০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৩	স্বকর্ম সেবা সংস্থা	ঐ	২০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৪ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
২৪	ডেসকোহ	ঐ	৮২০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৫	আশার প্রদীপ সংস্থা	ঐ	৬৫০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৬	দেশ	ঐ	৪২০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৭	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফউন্ডেশন	ঐ	২৯০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ১৩ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
২৮	সোনালী স্বপ্ন সংস্থা	ঐ	৭৫০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৯	অন্তর	ঐ	৫৮০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৩০	বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন সোসাইটি	ঐ	৭০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ	০১ থেকে ০৫ বছর
৩১	ওয়াল্ড ভিশন	ঐ	৭২০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ	০১ থেকে ০৫ বছর
৩২	উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি	ঐ	১২০০ জন(আনু)	৪৫০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৩	ওয়েভ ফউন্ডেশন	ঐ	৮০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৪	কৈননীয়া উইমেন্স ক্রেডিট প্রোগ্রাম	ঐ	১২০০ জন(আনু)	৫০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৫	তরী ফউন্ডেশন	ঐ	৮০০ জন(আনু)	৪৫০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৬	এসিডি	ঐ	৪০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৭	ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার	ঐ	৪৭০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৮	মানব কল্যাণ পরিষদ	ঐ	৪০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৮ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৯	প্রতিবন্ধী স্বনির্ভর সংস্থা-	ঐ	৪৫০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৭ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
৪০	টি.ই.ডি.	ঐ	৮০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৪১	প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন।	ঐ	৭৫০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৪২	দিশা	ঐ	৪৫০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৪৩	এম এস পি	ঐ	৭০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি সময়ে করনীয়

টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	উপজেলা	এনজিও	
১	সংকেত প্রচর করা	স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হবে	-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারীমার্চ-	১৫	১৫	৫০	১০	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে।
২	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন		-	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারীমার্চ-	১০	৪৫	৪৫		
৩	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ		-	ইউপিপৌরসভা ,ওয়ার্ড ও গ্রাম ,	ফেব্রুয়ারীমার্চ-	--	৫০	৫০	--	
৪	দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন		-	ইউপিপৌরসভা ,ওয়ার্ড ও গ্রাম ,	ফেব্রুয়ারীমার্চ-	৫০	--	৫০	--	
৫	অস্থায়ী সম্পদ স্থানান্তর করা		-	ইউপিপৌরসভা ,ওয়ার্ড ও গ্রাম ,	ফেব্রুয়ারীমার্চ-	২০	৫০	২৫	৫	
৬	মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা		-	ইউপিপৌরসভা ,	অক্টোবরমে -	২০	--	২০	৬০	
৭	মহড়ার আয়াজন		-	ইউপিপৌরসভা ,	ফেব্রুয়ারীমার্চ-	১৫	৫	৩০	৫০	
৮	দুযোর্গ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ		-	ইউপিপৌরসভা ,	ফেব্রুয়ারীমার্চ-	২০	--	২০	৬০	
৯	শুকনা খাবার, জীবনরক্ষা কারী ঔষধ প্রস্তুত রাখা		-	ইউপিপৌরসভা ,ওয়ার্ড ও গ্রাম ,	ফেব্রুয়ারীএপ্রিল-	২০	৫০	৩০		
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হবে	-	প্রতিটি ইউনিয়নের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	ফেব্রুয়ারীএপ্রিল-	৫০	--	--	৫০	
১১	সংশিস্নষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ফোন নং সংরক্ষণ করা		-	জেলা পরিষদ	ফেব্রুয়ারীএপ্রিল-	৩০	১০	৩০	৩০	
১২	দুযোর্গের পূর্বে সর্তকবার্তা ও জরুরী সর্তক বার্তা প্রচার (জেলেদের নিরাপদ স্থানে আসার জন্য জোর তাগিদ ঘের এর পাড় মজবুত করতে বলা মাছ ধরে বাজারে বিক্রয় করতে বলা পাকা ধান কর্তন, মাড়ায় করতে বলা		-	পৌরসভা, ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে	দুযোর্গের ঠিক পূর্ব মূহর্তে	৫০	--	৫০	--	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	উপজেলা	এনজিও	
	খাড়া ধান মাটির সাথে পাড়িয়ে শুয়ে দেওয়া পশুদের নিরাপদ স্তানে নিয়ে আসতে বলা খাবার পানির টিউবওয়েলের মুখ ভালো ভাবে বেধে রাখা শুকনা খাবার সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (দলিল, গহনা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি) মাটির নিচে পুতে রাখতে বলা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী নিরাপদ স্থানে নিতে বলা গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যেতে বলা বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহ করে রাখতে বলা সতর্ক সংকেত অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলা)								

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন সময়ে করনীয়

টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	উপজেলা	এনজিও	
১	জরুরী অপারেশন সেন্টার) EOC(খোলা	স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হবে	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় নির্ধারিত হবে	জেলা পরিষদে	জরুরী মুহূর্তে	১০০	-	-	-	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচার			উপজেলা ব্যাপি	ঐ	৩৫	-	৩০	৩০	
৩	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচার করা।			ঝুঁকিগ্রস্ত এলাকায়	ঐ	৫০	-	২৫	২৫	
৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার উপযোগী রাখা			ঐ	ঐ	২৫	৫০	২৫	-	
৫	আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	আক্রান্ত এলাকার জনসংখ্যা অনুসারে		ঐ	ঐ	৫০	-	৫০	-	
৬	চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫০	-	৫০	-	
৭	প্রাথমিক ত্রান বিতরন	ঐ		ঐ	ঐ	৮০	-	২০	-	
৭	বিপদ সঙ্কেত পাওয়া মাত্র শিশুগর্ভবতী ও প্রসুতি ,প্রতিবন্ধী ,বৃদ্ধ , মহিলাদের নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	ঐ		ঐ	ঐ	-	৭৫	২৫	-	
৮	গবাদি পশু ওষুধ মজুদ করা ,খাবার ,পাখি রাখার স্থান উঁচু-	ঐ		ঐ	ঐ	৪০	১০	২০	৩০	
৯	জরুরী খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫৫	১৫	২৫	৫	
১০	নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫৫	১৫	২৫	৫	
১১	স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫৫	১৫	২৫	৫	
১২	আলোবাতি ও জ্বালানী সরবরাহ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫৫	১৫	২৫	৫	
১৩	কৃষি ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ		৩৫	৫	৩০	৩০	
১৪	বাসস্থান মেরামত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৫	শিশু খাদ্য মজুদ করাদিয়াশলাই ও কেরোসিন ,ভোজ্য তেল ,লবন , তেল ইত্যাদি মজুদ রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৬	আলগা চুলা ও শুকনা খড়ি মজুদ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	উপজেলা	ইউজিও	
১৭	স্যালাইন তৈরির উপকরণ মজুদ রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৮	নৌকা তৈরী ও মেরামত করাতৈরি করা ভেলা ,	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৯	ঘড়ের বেড়া ও খুঁটি লাগানোমেরামত এবং মাচা উঁচু করা /	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২০	জন প্রতি ১ টি রাবার টিউববয়া সংগ্রহ করা /	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২১	টিউবওয়েলের মাথা খুলে পৃথক ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং খোলা মুখে পলিথিন দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২২	অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য চালস্যালাইন ,চিনি ,ফিটকারী ,পানি ,ম্যাচ ,ডাল , ইত্যাদি পলিথিনে মুরে মাটিতে পুঁতে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৩	নারিকেল গাছের ডাব ও পাকা নারিকেল থাকলে তা পেড়ে মাটিতে পুঁতে রাখা অথবা কলসীতে পানি ভরে মুখ মোটা পলিথিন দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৪	হাঁস মুরগী মজবুত খাঁচায় ভরে উঁচু গাছের যে গাছ ভেঙ্গে বা উপরে) সাথে বেধে (পড়ার সম্ভাবনা নাইরাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৫	শক্ত গাছের সাথে কয়েক গাছা লম্বা মোটা শক্ত রশি বেঁধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৬	মহাবিপদ সংকেত পেলে ট্রলার ও নৌকা নিকটস্থ কোন জলায় বা পুকুরে ডুবিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখানৌকার মধ্যে মাটি ভরে রাখতে / হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৭	মহাবিপদ সংকেত পেলে রেডিওটেলিভিশনে প্রাপ্ত নির্দেশ পালন করা / মিনিট পর পর খবর শুনতে থাকা ১৫ এবং	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৮	মাছ ধরার জাল শক্ত গাছের সাথে পেঁচিয়ে রাখা অথবা পুকুরে ডুবিয়ে বেঁধে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৯	যেসকল ঘর বন্যাকালবৈশাখী ঝড় প্রতিরোধক , নাবাড়ি -সে সকল ঘর , ছেড়ে যাওয়ার আগে ঘরের ছাদ ও বেড়া খুলে মাটির উপর ভারী কিছু দিয়ে চাপা দিয়া রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	উপজেলা	ওয়ার্ড	
৩০	দলিল পত্র ও টাকা পয়সা পলিথিনে মুরে শরীরের সঙ্গে বেঁধে রাখা অথবা পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করনীয়

টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	উপজেলা	ওয়ার্ড	
১	দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা	আক্রান্ত এলাকার জনসংখ্যা ও ক্ষতির পরিমান অনুসারে	ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ও বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	ইউপি, পৌরসভা	দূর্যোগ পরবর্তী তাৎক্ষণিক সময়ে	৫০	২০	২৫	৫	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। দ্রুত পুণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা হলে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২	আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হলে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৩০	১০	৫০	১০	
৩	মৃত মানুষ দাফন ও গবাদি পশু অপসারণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৫০	০	৫০	০	
৪	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৫০	০	৫০	০	
৫	অধিক ক্ষতিগ্রস্থদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৫০	০	৫০	০	
৬	ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৭৫	০	২৫	০	
৭	প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৭৫	০	২৫	০	
৮	জরুরী জীবিকা সহায়তা প্রদান	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৭৫	০	২৫	০	
৯	জনসেবা পুনরাম্ভ করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৭৫	০	২৫	০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
১০	রাস্থা ঘাট তৈরি ও সংস্কার	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	২৫	০	০	৭৫	
১১	ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	২৫	০	২৫	৫০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে

টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (টাকা)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	উপজেলা	এনজিও	
১	পুকুর সংস্কার ও পাড় উঁচু করা এবং সরকারী জমিতে জলাধার খনন করে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা	স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হবে	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	জেলা পর্যায়ে গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়	সেপ্টেম্বরমে-	২০	১০	২০	৫০	পানি ও জলের সুবিধা এবং মৎস্য উন্নয়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে
২	খাল পূনঃ খনন			ঐ	সেপ্টেম্বরমে-	৩০	১০	২০	৪০	মৎস্য, কৃষি উৎপাদন সহ সারা বছর পানীয় জলের সংস্থান
৪	স্লুইসগেট নির্মাণ			ঐ	সেপ্টেম্বরমে-	৩০	১০	২০	৪০	
৫	ড্রেন নির্মাণ			ঐ	সেপ্টেম্বরমে-	৩০	১০	২০	৪০	
৬	বাঁধ সংস্কার ও নির্মাণ			ঐ	সেপ্টেম্বরমে-	৩০	১০	২০	৪০	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হবে
৭	আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ			ঐ	সেপ্টেম্বরমে-	৩০	১০	২০	৪০	
৮	আপদ সহনশীল ঘর নির্মাণ	জনসংখ্যা অনুসারে	বিস্তারিত পরিকল্পনা	ঐ ঐ	নভেম্বরমে -	৬০	--	১৫	২৫	কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (টাকা)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						জেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	উপজেলা	এনজিও	
৯	বসতবাড়ির ভিটা উঁচু করা	ঐ	অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে		নভেম্বরমে -	২০	--	--	৮০	জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
১০	দুর্যোগের আগাম প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	ঐ		ঐ	নভেম্বরমে -	৩৫	৫	৩০	৩০	
১১	বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	ঐ		ঐ	নভেম্বরমে -	৩৫	৫	৩০	৩০	
১২	বনায়ন কর্মসূচী গ্রহন	ঐ		ঐ	নভেম্বরমে -	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৩	বাড়ীর আশেপাশে পর্যাপ্ত গাছ লাগানো	ঐ		ঐ	নভেম্বরমে -	৩৫	৫	৩০	৩০	কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
১৪	গবাদি পশুর চিকিৎসার জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করা	ঐ		ঐ	নভেম্বরমে -	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৫	মৌসুম শুরুর সাথে সাথে চাষাবাদ শুরু ও সল্প মেয়াদি ফসলের বীজ বপন	ঐ		ঐ	নভেম্বরমে -	৩৫	৫	৩০	৩০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

চতুর্থ অধ্যায়
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার(EOC)

যে কোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যে কোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সম্বনয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘণ্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষন, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারে একটি অপারেশন রুম, একটি কন্ট্রোল রুম ও একটি যোগাযোগ রুম থাকে।

টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	জেলা প্রশাসক, রাজশাহী	সভাপতি	০১৭১৩২০০৫৬৯
২	পুলিশ সুপার, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭২২৫০
৩	জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১১ ১৭৩৮৪৫
৪	জেলা কৃষি অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৭ ১২৫৪৩১
৫	জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৬ ৪০৭৮৮৩
৬	জেলা মৎস্য অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১২ ৮০৩০১২
৭	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৬১৫২১
৮	নির্বাহী প্রকৌশলী ,বিএমডিএ, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১২১৩৩১৪৩
৯	জেলা শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৬ ১৯৩৩৯৯
১০	জেলা সমাজসেবা অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৮ ৬২০৩১০
১১	জেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৪ ০৪৯৩৩৫
১২	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১১ ৪৩৩৫০৩
১৩	জেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৫ ২৭২৫৮৭
১৪	জেলা সমবায় অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৯২০ ৫২৮৭৩৭
১৫	জেলা পরিসংখ্যান অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৮১৩৭৪৫১২২
১৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭৪৯৮৭
১৭	জেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৯১২ ৩৭১৪৯৭
১৮	জেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৫ ০৪০০০৪
১৯	জেলা হিসাব রক্ষন অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৯১৭০৬৩২৯৮
২০	জেলা নির্বাচন অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭৩৩২৫৯৩৪৫
২১	জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৯১১৬০০৩৪৫
২২	জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৮৭৮৩৪৯৮
২৩	জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, রাজশাহী	সদস্য সচিব	০১৭৬৮২৩৭২১৮

তথ্যসূত্র: রাজশাহী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৪ ১.১.জরুরী কন্ট্রোলরুম পরিচালনা

- দূর্যোগ সংঠিত হওয়ার পর পরই জেলা কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে

- জেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- বিভাগ/জেলা সদরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিস্ট্রার থাকবে। উক্ত রেজিস্ট্রারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীণ সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল, এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি জেলা ম্যাপ বিভিন্ন উপজেলা/ ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাধ ইত্তাদি চিহ্নিত থাকবে। দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক।

ক্রমিক	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কার সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১	সেচ্ছাসেবক-দল প্রস্তুত রাখা	প্রতিটি উপজেলা এবং পৌরসভা থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক উৎসাহী পুরুষ ও মহিলা সমন্বয়ে। ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০ জন করে।	প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে	উপজেলা ও পৌরসভার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	প্রোগ্রাম সিডিউল ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মাধ্যমে।	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২	সতর্ক বার্তা প্রচার করা	স্থানীয় মেম্বারদের সহযোগিতায় সচেতনতা সৃষ্টি করা।	দুর্যোগের মৌসুমে	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	আবহাওয়া অধিদপ্তর /পানি উন্নয়ন বোর্ড ,স্বেচ্ছাসেবক দল	মাইকিং ,পোস্টার ,মুখে - মুখে	জরুরী কন্ট্রোল রুম
৩	নৌকা ,গাড়ি ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রতি ইউনিয়নে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিন চালিত নৌকা, ভ্যান ,ট্রাক মজুত থাকবে	দুর্যোগের মৌসুমে	উপজেলা / পৌরসভার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	স্বেচ্ছাসেবক দল	নৌকা ,গাড়ি ভ্যান মালিকের সাথে যোগাযোগ করে	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৪	উদ্ধার কাজ	দুর্গত এলাকার আক্রান্ত জনসংখ্যা অনুসারে	দুর্যোগের আগে ও পরে	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	স্বেচ্ছাসেবক দল ,কমিউনিটি ও এনজিও	জরুরী কন্ট্রোল রুমের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে	জরুরী কন্ট্রোল রুম
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা/ মৃত ব্যবস্থাপনা	প্রতিটি উপজেলা /পৌরসভায় ১টি করে দল	দুর্যোগের পরে	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	স্বেচ্ছাসেবক দল ,কমিউনিটি ও এনজিও	স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে তদারকি করা।	জরুরী কন্ট্রোল রুম

ক্রমিক	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কার সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
৬	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	তাৎক্ষণিকভাবে বিতরনের জন্য স্থানীয় বাজার থেকে পর্যাপ্ত শুকনা খাবার ও ঔষধপত্র সংগ্রহ করতে হবে	প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে তদারকি করা।	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৭	গবাদি পশু চিকিৎসা/ টিকা	বিভিন্ন রোগ থেকে গবাদিপশু রক্ষা পাবে।	প্রতি বছর দুর্যোগের মৌসুমে	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সেচ্ছাসেবক দল, জেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র	স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে তদারকি করা।	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮	আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে আশ্রয় কেন্দ্রকে ব্যবহার উপযোগী রাখা	প্রতি বছর দুর্যোগের মৌসুমে	আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন কমিটি	সেচ্ছাসেবক দল	প্রয়োজনীয় শ্রমিক নিয়োগ করে ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে।	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৯	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	বিভিন্ন ত্রান ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করতে হবে	দুর্যোগের মৌসুমে	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সেচ্ছাসেবক দল	স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে তদারকি করা।	জরুরী কন্ট্রোল রুম
১০	মহড়ার আয়োজন করা	ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবন এলাকা সমূহে অব্যাহত ভাবে মহড়ার আয়োজন করতে হবে	দুর্যোগ মৌসুমের পূর্বে	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	কমিউনিটি ,এনজিও ,ইউপি	সম্মিলিত ভাবে	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১১	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা	জেলা পরিষদে ১টি)৩ কক্ষ বিশিষ্ট(	দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জেলার সরকারী কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের সমন্বয়ে	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

তথ্যসূত্র: রাজশাহী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

আপদ কালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নির্দেশনা

৪.২.১ সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।
- সেচ্ছা সেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা।
- সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার ও অপসারণ, আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন।
- ৫ নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল-মাদ্রাসার ঘণ্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন ।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট *জেলা* দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধারকাজ পরিচারনার জন্য *জেলা* দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদী পশি মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপ্রাণী, হাঁস-মুরগী, জরিরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিনচালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সাহায্য প্রদান করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যবহিত পর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে "এস ও এস ফর্ম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড ফর্ম" *উপজেলা* পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা

- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রাণসামগ্রী ও পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোলরুমকে জানাতে হবে।
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনো খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিকভাবে বিতরনের জন্য শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরন ও গৃহ নির্মানের উপকরন যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়জনীয় ঔষুধ পত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ত্রানসামগ্রী পরিবহন ও ত্রানকর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীট্যাক্সি, ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব *উপজেলা* চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদী প্রাণীর চিকিৎসা/টিকা

- জেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা।
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণি চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণি চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করা।

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- কালবৈশাখী ঝড়/ বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ন গ্রামে করা।

৪.২.১২ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা পরিষদ কার্যালয়ের মাধ্যমে জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে এক সঙ্গে কম পক্ষে ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- উপজেলা পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোলরুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কম পক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। উপজেলা পরিষদ সচিব সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উচুঁ রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ জেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ণনা

টেবিল ৪.৩: জেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	এলাকার নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
উপজেলা পরিষদ ভবন	সকল উপজেলার উপজেলা পরিষদ ভবন	-	৫০০ থেকে ৬০০ জন প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ ভবন	-
স্কুলকাম শেল্টার	বিলধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দর্শনপাড়া	৩০০ জন	-
	প্রসাদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দর্শনপাড়া	৩০০ জন	
	জোতরাঘব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাজুবাঘা	১৫০ জন	
	পলাশীফতেপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গড়গড়ি	৬০ জন	
	টাঙ্গান সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	ইউসুফপুর	৫০ জন	
	ইউসুফপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	ইউসুফপুর	১৫০ জন	
	মাড়িয়া সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	শালুয়া	৬০ জন	
	তাতারপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	শালুয়া	১২০ জন	
	চক ঝিকরা বে-সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	সরদহ	১০০ জন	
	ঝিকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	সরদহ	৪৫০ জন	
	নিমপাড়া সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	নিমপাড়া	৪০০ জন	
	কামিনী গঙ্গারামপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	নিমপাড়া	৫০০ জন	
	পরানপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	চারঘাট	৬০০ জন	
	রাওথা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	চারঘাট	২০০ জন	
	ডাকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	ভায়ালক্ষীপুর	৪০০ জন	
	বাঁকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	ভায়ালক্ষীপুর	৫০০ জন	
	পিরজপুর-২ সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	চারঘাট পৌরসভা	৬০ জন	
	মোক্তারপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	চারঘাট পৌরসভা	৫০০ জন	
	আলীপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	গোগ্রাম	২০০ থেকে ৩০০ জন	
	হরিণ বিস্কা উচ্চ বিদ্যালয়	গোগ্রাম	৬০০ থেকে ৭০০ জন	
	ফরাদপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	গোগ্রাম	২০০ থেকে ৩০০ জন	
	হজরত শাহ্ আলী আঃকুলী বেগ দাখিল মাদ্রাসা	গোগ্রাম	৬০০ থেকে ৭০০ জন	
	দিয়াড়মানিক চক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	চর আষাড়িয়াদহ	৫০০ থেকে ৬০০ জন	
সরকারী /	রাজশাহী জেলা পরিষদ ভবন	রাজশাহী	২০০০ থেকে ৩০০০ জন	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	এলাকার নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	রাজশাহী জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ	রাজশাহী	১৪০০০ থকে ১৫০০০ জন	

বিলধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৭২ ইং সালে তৈরি ৩ কক্ষ বিশিষ্ট টিনের ছাদ দেয়া পুরাতন ভবন। অপরটি ২০০৮-০৯ সালে তৈরি ৪ কক্ষ বিশিষ্ট ঢালাই ছাদ দাওয়া নতুন ভবন।
- কয়তলা ভবন: ৪টি কক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতলা ভবন এবং সামনে খেলার মাঠ আছে। ৩ কক্ষ বিশিষ্ট একতলা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ বর্তমানে স্কুল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি নষ্ট
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ১টি। ব্যবহার অযোগ্য। কোন রকমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রসাদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৯০ ইং সালে তৈরি।
- কয়তলা ভবন: ৬টি কক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতলা ভবন এবং সামনে খেলার মাঠ আছে।
- বর্তমান ব্যবহারঃ বর্তমানে স্কুল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি নষ্ট ও ১টি ব্যবহার হচ্ছে, তবে সংস্কার প্রয়োজন।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ৪টি। একটি শিক্ষকদের জন্য অপরগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। ল্যাট্রিন ব্যবহার হচ্ছে তবে পানি সরবরাহ অপর্যাপ্ত।

জোতরাঘব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৭২ ইং সালে তৈরি ৩ কক্ষ বিশিষ্ট টিনের ছাদ দেয়া পুরাতন ভবন। অপরটি ২০০৮-০৯ সালে তৈরি ৪ কক্ষ বিশিষ্ট ঢালাই ছাদ দাওয়া নতুন ভবন।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: ২টি ভবনই তৈরির পর থেকে সংস্কার হয় নাই।
- কয়তলা ভবন: ৪টি কক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতলা ভবন এবং সামনে খেলার মাঠ আছে। ৩ কক্ষ বিশিষ্ট একতলা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ বর্তমানে স্কুল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি নষ্ট
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ১টি। ব্যবহার অযোগ্য। কোন রকমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ব্যবহার করা হচ্ছে।

পলাশীফতেপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৯০ ইং সালে তৈরি বিদ্যালয়টি রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার অমর্ত্মগত ২নং গড়গড়ী ইউনিয়নের ফতেপুর পলাশি গ্রামের অবস্থিত।
- কয়তলা ভবন: ৬টি কক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতলা ভবন এবং সামনে খেলার মাঠ আছে।
- বর্তমান ব্যবহারঃ বর্তমানে স্কুল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি নষ্ট ও ১টি ব্যবহার হচ্ছে, তবে সংস্কার প্রয়োজন।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ৪টি। একটি শিক্ষকদের জন্য অপরগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। ল্যাট্রিন ব্যবহার হচ্ছে তবে পানি সরবরাহ অপর্যাপ্ত।

টাঙ্গন সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৫০ ইং সালে। পূর্বে এটি ছিল টিন ও ছনের তৈরী। এরপর ১৯৭৩ ইং সালে সরকারী অর্থায়নে আরও একটি পাকা ভবন তৈরী করা হয়।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: ছোটখাট কিছু সংস্কার হলেও বড় আকারে হয় নাই।

- কয়তলা ভবন: ৭ কক্ষ বিশিষ্ট ১ তলা ভবন। ৪টি কক্ষ টিন সেড বিশিষ্ট এবং দুটি কক্ষ পাকা।
- বর্তমান ব্যবহারঃ নদীভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গিয়েছে।
- কয়টি টিউবওয়েল: নাই
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ল্যাট্রিন আছে ৪টি। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যমান। পর্যাপ্ত পানির সংকট রয়েছে। নিরাপত্তা জনিত সংস্কার প্রয়োজন।

ইউসুফপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯২২ইং সালে। বিদ্যালয় থেকে উপজেলা সদরের দূরত্ব ৮ কিমি।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: ২০০১-০২ সালের পরে হয় নাই।
- কয়তলা ভবন: ১ তলা ভবন। ভবনের সংখ্যা ৩, দুইটি পাকা, ১টি আধাপাকা, ভবনের মোট শ্রেণী সংখ্যা-৬টি।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১ টি তবে নষ্ট।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ২টি, আলোবাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যমান। পর্যাপ্ত পানির সংকট রয়েছে।

মাড়িয়া সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: ছোটখাট কিছু সংস্কার হলেও বড় আকারে হয় নাই।
- কয়তলা ভবন: ২ টি কক্ষ বিশিষ্ট ১ তলা পাকা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ২টি, ১টি ব্যবহার যোগ্য, অন্যটিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যমান। পর্যাপ্ত পানির সংকট রয়েছে।

তাতারপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। ধারন ক্ষমতা ১২০ জন।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: ২০০৬ সালে ছোটখাট কিছু সংস্কার হলেও বড় আকারে হয় নাই।
- কয়তলা ভবন: ৪ টি কক্ষ বিশিষ্ট ১ তলা পাকা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: ২টি, একটি নষ্ট।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ১টি ভাল এবং ব্যবহার যোগ্য।

চক ঝিকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ধারন ক্ষমতা ১০০ জন।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: হয় নাই।
- কয়তলা ভবন: ৩ তলা পাকা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: নাই।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ৩টি, একটির সংস্কার প্রয়োজন। অন্যগুলো ভাল এবং ব্যবহার যোগ্য।

ঝিকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। ধারন ক্ষমতা ৪৫০ জন।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: ছোটখাট কিছু সংস্কার হলেও বড় আকারে হয় নাই।

- কয়তলা ভবন: ৭ টি কক্ষ বিশিষ্ট ১ তলা পাকা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: ২টি, ১টি নষ্ট।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ২টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যমান। পর্যাপ্ত পানির সংকট রয়েছে।

নিমপাড়া সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: ছোটখাট কিছু সংস্কার হলেও বড় আকারে হয় নাই।
- কয়তলা ভবন: ৭ টি কক্ষ বিশিষ্ট ১ তলা ২ টি ভবন (১ টি নতুন পাকা ও ১ টি পুরাতন)।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি, নষ্ট।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ২টি। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যমান। পর্যাপ্ত পানির সংকট রয়েছে। পুরাতন ১টির সংস্কার প্রয়োজন।

কামিনী গঙ্গারামপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। ধারন ক্ষমতা ৫০০ জন।
- কয়তলা ভবন: ১০ টি কক্ষ বিশিষ্ট ২ তলা পাকা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: নাই।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ২টি, পর্যাপ্ত পানির সংকট রয়েছে। সংস্কার প্রয়োজন।

পরানপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: বিদ্যালয়টি ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। জমির পরিমান ৫০ শতাংশ।বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে। বিদ্যালয়ের সামনে পূর্ব দিকে খেলার মাঠ, দক্ষিণ দিকে পরানপুরহাট, উত্তর দিকে পরানপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদ অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে থেকে পাকা রাস্তা পশ্চিম দিকে উপজেলার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করছে।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: ২০০৮-০৯ সালের আগে ছোটখাট কিছু সংস্কার হলেও সাম্প্রতিক সময়ে কোন সংস্কার কাজ করা হয় নাই।
- কয়তলা ভবন: ০৩ টি ভবন রয়েছে, কক্ষের সংখ্যা ১০ টি।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: নাই।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যমান। পর্যাপ্ত পানির সংকট রয়েছে। সবগুলোর সংস্কার প্রয়োজন।

রাওথা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। চারঘাট উপজেলা সদর থেকে ০৮ (আট) কিলোমিটার দক্ষিণে উপজেলার শেষ সীমানায় এবং বাঘা মহাসড়ক হতে ১ কিলোমিটার পশ্চিমে বিদ্যালয়টি অবস্থিত।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: ২০১১ সালের আগে ছোটখাট কিছু সংস্কার হলেও পরে কোন সংস্কার কাজ করা হয় নাই।
- কয়তলা ভবন: ৪ টি কক্ষ বিশিষ্ট ১ তলা পাকা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ১টি এবং ব্যবহার যোগ্য।

ডাকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: ২০০৫ সালের আগে ছোটখাট কিছু সংস্কার হলেও সাম্প্রতিক সময়ে কোন সংস্কার কাজ করা হয় নাই।
- কয়তলা ভবন: ৮ টি কক্ষ বিশিষ্ট ১ তলা পাকা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ২টি, পর্যাপ্ত পানির সংকট রয়েছে। সংস্কার প্রয়োজন।

বাঁকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: ২০০৩ সালের আগে ছোটখাট কিছু সংস্কার হলেও পসাম্প্রতিক সময়ে কোন সংস্কার কাজ করা হয় নাই।
- কয়তলা ভবন: ১১ টি কক্ষ বিশিষ্ট ২ তলা পাকা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: ২টি।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ২টি। ব্যবহার যোগ্য। পর্যাপ্ত পানির সংকট রয়েছে।

পিরজপুর-২ সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনটি পদ্মানদীর ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গিয়াছে।
- কয়তলা ভবন: ৩ টি কক্ষ বিশিষ্ট ১ তলা টিনের ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: ৩টি, এরমধ্যে ২টি নষ্ট।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ১টি, টিনের চাল দেওয়া। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যমান। পর্যাপ্ত পানির সংকট রয়েছে।

মোক্তারপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- শেষ কবে মেরামত হয়েছে: সাম্প্রতিক সময়ে কোন সংস্কার কাজ করা হয় নাই।
- কয়তলা ভবন: ৪ টি কক্ষ বিশিষ্ট ১ তলা পাকা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ স্কুল কাম শেল্টার।
- কয়টি টিউবওয়েল: নাই।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ১টি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যমান। পর্যাপ্ত পানির সংকট রয়েছে।

আলীপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৬৮ সালে গোগ্রাম ইউনিয়নের দক্ষিন প্রান্তে আলীপুর গ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- কয়তলা ভবন: ১৩টি কক্ষ (৬টি পাকা ও ৭টি টিন শেড) বিশিষ্ট ১ তলা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ বর্তমানে স্কুল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ৩টি। ব্যবহার যোগ্য এবং আরও কয়েকটি প্রয়োজন। ল্যাট্রিনগুলো কোন রকমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- শেষ কবে সংস্কার হয়েছেঃ ২০১৩ সালে।

হরিণ বিস্কা উচ্চ বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। আলীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পদ্মার ভাঙ্গানে ভেঙ্গে গিয়ে আলীপুর হতে হরিণ বিস্কা গ্রামে স্থানান্তর হওয়াই এই এলাকার বেশ কিছু শিক্ষা উৎসাহী ব্যাক্তি এলাকায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয় এবং গ্রামের নাম অনুসারে বিদ্যালয়টি নাম করণ করা হয়।
- কয়তলা ভবন: ৩টি কক্ষ বিশিষ্ট ১ তলা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ বর্তমানে স্কুল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি টিউবওয়েল: ২ টি। ১টি নষ্ট এবং সাপ্লাই পানির ব্যবস্থা রয়েছে।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ৪টি। ভাল এবং ব্যবহার যোগ্য।
- শেষ কবে সংস্কার হয়েছেঃ সরকারী ভাবে ১৯৯৮-৯৯ সালের পরে আর সংস্কার কাজ হয় নাই, তবে ব্যাক্তি উদ্যোগে বর্তমানে ২টি কক্ষ নির্মাণ কাজ চলছে।

ফরাদপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৯২ সনের ১লা জানুয়ারী, বিদ্যালয়টির ভিক্তি প্রস্থর স্থাপিত হয়।
- কয়তলা ভবন: ১ তলা পাকা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ বর্তমানে স্কুল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি ব্যবহার হচ্ছে। তবে খরা মৌসুমে পানির ওঠে না।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ২টি ল্যাট্রিন। সবগুলোই ভাল এবং ব্যবহার যোগ্য।
- শেষ কবে সংস্কার হয়েছেঃ ২০১৩ সালে।

হজরত শাহ্ আলী আঃকুলী বেগ দাখিল মাদ্রাসা

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- কয়তলা ভবন: ১টি ২ তলা পাকা ভবন এবং ২টি ১ তলা পাকা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ বর্তমানে মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি টিউবওয়েল পার্শ্ববর্তী মসজিদের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। নিজস্ব মোটর এর সাহায্যে সাপ্লাই পানি ব্যবহার করা হয়।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ৩টি। ২ তলা ভবনে ২ টি অন্যটি ১ তলা ভবনে। সবগুলোই ভাল এবং ব্যবহার যোগ্য।
- শেষ কবে সংস্কার হয়েছেঃ ২০১২-১৩ সালে।

দিয়াড়মানিক চক নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়

- কবে তৈরী হয়েছে: ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- কয়তলা ভবন: ৬টি কক্ষ বিশিষ্ট এবং নিচে ফাঁকা জায়গা সহ ২ তলা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ বর্তমানে স্কুল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি ভাল এবং ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ৫টি ল্যাট্রিন। বর্তমান অবস্থা ভাল এবং ব্যবহার যোগ্য, নারী-পুরুষের আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে তবে পানি সরবরাহের সমস্যা রয়েছে।
- শেষ কবে সংস্কার হয়েছেঃ ২০১৪ সালে।

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রঃ

দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো

- দুর্যোগের সময় গবাদী প্রাণীর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি:

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)।
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।
- কমিটি নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বণ্টন এবং সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেন:

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার:

- আশ্রয় কেন্দ্র মূলত দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়্যারলেস স্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষনঃ

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইড লাইন অনুসরন করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

টেবিল ৪.৪: জেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা।

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
স্কুলকাম শেল্টার	বিলধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলহাজ মোঃ আবুল কালাম সরকার	০১৭৫২০৯৮৭৪৮	--
	জোতরাঘব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ জাহানারা খাতুন	০১৭৩৭৬৬৫৮৮৫	--
	পলাশীফতেপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ গোলাম মোস্তসা	০১৭১৪৯১০০৩৩	--
	প্রসাদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১৭১৮৬২৬২৪৯	--
	টাঙ্গান সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ আরজিনা খাতুন	০১৭১৭২২৯৭৯৫	--
	ইউসুফপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	আব্দুল কুদ্দুস	০১১৯৮১৬৬৪৮৮	--
	মাড়িয়া সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ নিলুফার ইয়াসমিন	--	--
	তাতারপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুল হামিদ	০১৮১১৭৮২৫১৩	-
	চক ঝিকরা বে-সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ সুলতানা রাজিয়া	০১৭৩৬২৩৫৩০৯	-
	ঝিকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ জেসমিন আক্তার	০১৭১৫৩৬৬৯৪৩	-
	নিমপাড়া সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ ইকতেয়ার হোসেন	০১৭২১২০৬৩৮৫	-
	কামিনীগঙ্গারামপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ আক্তার বানু	০১৭১৪৬৫৯৩৫৩	-
	পরানপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	শ্রীমতি মালা রানী সেন	০১৭১৫৮৩৫৫৬৭	-
	রাওথা রেজিঃ প্রথমিক বিদ্যালয়	শ্রী অমল বোস	০১৭২১৭১৩১৪০	-
	ডাকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ জিল্লুর রহমান	০১৭২৬৮০৯৬২০	-
	বাঁকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ ফজল আলী	০১৭৪৫৩৩৩১৩০	-
	পিরজপুর-২ সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুর রহিম	০১৭৪৫১৭১১৯১	-
	মোক্তারপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ নুর উদ্দিন	০১৭৪০৯৭৯৭২০	-
	আলী পুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	সিরাজুল ইসলাম	০১৭২৭ ২২৭২২৫	-
	হরিণ বিস্কা উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	০১৯১৫১৮৫৪০৬	-
	ফরাদপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আমিনুল ইসলাম	০১৭২৫৮৭৮৩৮৫	-
	হজরত শাহ্ আলী আঃকুলী বেগ দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ আবুল কাসেম	০১৭১৩৩৯৯০৬৫	-
	দিয়াড়মানিক চক নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোঃ সাইদুর রহমান	০১৭৪০৯১২৩৬১	--
সরকারী/ প্রতিষ্ঠান	রাজশাহী জেলা পরিষদ ভবন	মুজিবুর রহমান	০১৭৬৮২৩৭২১৮	--
	রাজশাহী এল এস ডি	মোঃ তারিকুল ইসলাম	-	-
	গোদাগাড়ী এল এস ডি	মোঃ সালাহ উদ্দিন	-	-
	ভবানীগঞ্জ এল এস ডি	মোঃ পারভেজ আনোয়ার	-	-
	চারঘাট এল এস ডি	মোঃ মোশারাফ হোসেন	-	-
	পবা এল এস ডি	নরত্তম কুমার প্রামানিক	-	-
	দুর্গাপুর এল এস ডি	মোঃ মোকলেছুর রহমান	-	-
	কামারগা এল এস ডি	মোঃ হাফিজুর রহমান	-	-
	বাঘা এল এস ডি	মোঃ ফজলুল হক	-	-
	পুঠিয়া এল এস ডি	মোঃ শফিকুল ইসলাম	-	-
	মোহনপুর এল এস ডি	মোঃ আব্দুল হান্নান	-	-
	বোয়ালিয়া এল এস ডি	মোঃ আজাহার আলী	-	-
	খেতুর রোড এল এস ডি	মোঃ এজাজ উদ্দিন	-	-
	তানোর এল এস ডি	মোঃ মইনুল ইসলাম	-	-

তথ্য সূত্রঃ সকল উপজেলা পরিষদ সচিব, রাজশাহী

৪.৫ জেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

টেবিল ৪.৫: জেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	২৩ টি	জেলা শিক্ষা অফিসার	--
গোডাউন	১৩টি	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	--
ইঞ্জিন নৌকা	৪৮ টি	--	--
গাড়ী	৯৪৫ রিক্সা, ১২৯০ ভ্যান, ১৬০ ইজিবাইক, ৯৬৫ নসিমন	--	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.৬ অর্থায়ন

উপজেলা পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার ইজারা, খাল/বিল ইজারার মাধ্যমে এবং ব্যবসা/বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানীং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারা ব্যবস্থা *উপজেলা* পরিষদের হাতে নেই যাতে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ *উপজেলা* পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন পূর্বে পুরপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানীং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পরিষদের আয়ঃ

প্রত্যেক *উপজেলা* পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (*উপজেলা* কর, রেট ও ফিস)

- বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর(ট্রেড লাইসেন্স)
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি
    - হাট-বাজার ইজারা বাবদ
    - ঘাট ইজারা বাবদ
    - খাস পুকুর ইজারা বাবদ
    - খোয়াড় ইজারা বাবদ
- মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
- সম্পত্তি হতে আয়
- জেলা পরিষদের সাধারণ তহবিল

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ

- উন্নয়ন খাত
    - কৃষি
    - স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী
    - রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত
    - উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজিএসপি)
- সংস্থাপন
    - চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা
    - সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি
- অন্যান্য
    - ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

- এনজিও
- সিডিএমপি

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে *উপজেলা* পররেছে সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে *উপজেলা* পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর। *উপজেলা* পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গূলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাঁধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

পরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য ২টি ফলোআপ কমিটি গঠন করতে হবে।

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

টেবিল ৪.৬: ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	উপ পরিচালক স্থানীয় সরকার, রাজশাহী	চেয়ারম্যান	০১৭১৮৬৮৬১৬৬
২	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, রাজশাহী	সদস্য সচিব	০১৫৫৮৩২৬৫১৬
৩	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হবেন	এনজিও প্রতিনিধি	--
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী (পাউবো),রাজশাহী	সাধারণ সদস্য	০৭২১-৭৬১৫২১
৫	নির্বাহী প্রকৌশলী (এলজিইডি),রাজশাহী	সাধারণ সদস্য	০১৭১১১৮৪৪৭১

তথ্যসূত্র: রাজশাহী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

কমিটির কাজ

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রনয়ণ।
- বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া।
- দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

টেবিল ৪.৭: ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাজশাহী	চেয়ারম্যান	০১৭১২ ১৯২৩৪৪
২	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, রাজশাহী	সদস্য সচিব	০১৫৫৮৩২৬৫১৬
৩	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, রাজশাহী	মহিলা সদস্য	০৭২১-৭৬১৭৩৬
৪	পুলিশ কমিশনার এর প্রতিনিধি, রাজশাহী	সরকারী প্রতিনিধি	--
৫	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হবেন	এনজিও প্রতিনিধি	--
৬	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, রাজশাহী	সাধারণ সদস্য	০৭২১০৭৬১০০৫
৭	উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ আধিদপ্তর, রাজশাহী	সাধারণ সদস্য	০১৭১২০৭৭১০৪

তথ্যসূত্র: রাজশাহী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

কমিটির কাজ

- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা, আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ।

পঞ্চম অধ্যায়
উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন

টেবিল ৫.১: জেলা পর্যায়ে খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন।

খাত সমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে রাজশাহী জেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ১০০৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে। ৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় নদীভাঙ্গনের কারণে ৫৬০০ হেক্টর আখ ও ধানের জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫০০০ টি পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০১ সালের মত প্রচন্ড খরা হলে ১১,৩২০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, ১৮২৭২টি পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অতিবৃষ্টির কারণে ১০,১৪০ হেক্টর ফসলী জমির ফসল পানিতে ডুবে যেতে পারে যার ফলে উপজেলায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে। ঘনকুয়াশার কারণে ৪০,৫০০টি আম (মুকুল ঝড়ে যাওয়া) সহ অন্যান্য ফলের বাগান এবং ২,৯৪০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে। উপজেলায় জলাবদ্ধতার কারণে আনুমানিক ২,৯৩০ হেক্টর ফসল নষ্ট হয়ে ১১,৩২৫টি পরিবারের ৪৪,১০০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
মৎস্য	পবা উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ১৬৯০ টি মাছ চাষের পুকুরের মাছের ক্ষতি হতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। পবা উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ১৩৫৬ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পবা উপজেলায় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ৫,৮৫০ টি গাছ ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনের কারণে হরিপুর, হরিয়ান ইউনিয়ন বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ব্যহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	রাজশাহী জেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানীর আসংখ্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানি বাহিত রোগের প্রাদুরভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে পবা উপজেলায় প্রায় ৫০% জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। ফাঁপির কারণে ৩২০ জন লোক বিভিন্ন রোগ আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যের অবনতিসহ অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ বজ্রপাতের কারণে ১২ টি পরিবারের ১২ জন মানুষ মারা যাওয়ার কারনে উক্ত পরিবার গুলো ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ছাড়া খরার কারণে চর্ম রোগ সহ বিভিন্ন ভাবে সাস্থ্যহানী ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে রাজশাহী জেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষি সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশু সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত সহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে পবা উপজেলার ২৫% মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে রাজশাহী জেলায় অর্থনীতিতে ভয়াভয়তা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পবা উপজেলায় ৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় প্রচন্ড খরা এবং ভূ- গর্ভস্ত পানির স্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ১১৩২০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, ১৮২৭২ টি পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্ম রোগ সহ বিভিন্ন রোগের ভয়াভয়তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। এবং কৃষি সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশু সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ১৬০৩০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১১৮৩০টি পরিবারের ৩৭৪৭৫ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৯৬ কিঃমিঃ রাস্থার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যহত হতে পারে। অতিবৃষ্টির কারণে প্রায় ৯৭ কিমি রাস্থার ক্ষতি হতে পারে যার ফলে যোগাযোগর অসুবিধা হতে পারে। এর ফলে শিক্ষার উপর প্রভাব পড়তে পারে। ৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় নদীভাঙ্গনে কারণে প্রায় ৪৫ কিঃমিঃ রাস্তা, স্কুল, কলেজ অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ৪১৬০টি কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৪১৬০টি পরিবারের ২৪৮৮০জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন,২০১৪

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসন সুসংহতকরণ

টেবিল ৫.২: উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক সুসংহতকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক),রাজশাহী	চেয়ারম্যান	০১৭১২১৯২৩৪৪
২	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রাজশাহী	সদস্য সচিব	০১৭১৩-৩৭৩৭৯৩
৩	উপ-সহকারী পরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী	সদস্য	০১৭৫১২০৬৪১৯
৪	জেলা কমান্ড্যান্ট আনসার ভি ডি পি, রাজশাহী	সদস্য	০১৭৩০০৩৮০৮৬
৫	জেলা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিনিধি, রাজশাহী	সদস্য	--

তথ্য সূত্রঃ রাজশাহী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

টেবিল ৫.৩: উপজেলা পর্যায়ে ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	
১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাজশাহী	চেয়ারম্যান	০১৭১২১৯২৩৪৪
২	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী (এলজিইডি), রাজশাহী	সদস্য সচিব	০১৭১৫০৮৬৩৬৩
৩	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৩৩৭৩৭৯৩
৪	জেলা কমান্ড্যান্ট আনসার ভি ডি পি, রাজশাহী	সদস্য	০১৭৩০০৩৮০৮৬
৫	জেলা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিনিধি, রাজশাহী	সদস্য	--

তথ্য সূত্রঃ রাজশাহী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৫.২.৩ জনসেবা পুনরাম্ভ

টেবিল ৫.৪: উপজেলা পর্যায়ে জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাজশাহী	চেয়ারম্যান	০১৭১২১৯২৩৪৪
২	নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী	সদস্য সচিব	০১৭১৫০২৩০২২
৩	সিভিল সার্জন, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১২-২৮৪৮৭১
৪	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৩৩৭৩৭৯৩
৫	উপ-পরিচালক) জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়(, রাজশাহী	সদস্য	--

তথ্য সূত্রঃ রাজশাহী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

টেবিল ৫.৫: উপজেলা পর্যায়ে জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাজশাহী	চেয়ারম্যান	০১৭১২১৯২৩৪৪
২	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী	সদস্য সচিব	০১৭১১৯৮০৭৬২
৩	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৩৩৭৩৭৯৩
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৬৪২৭৫৫৫৯
৫	জেলা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিনিধি, রাজশাহী	সদস্য	--

তথ্য সূত্রঃ রাজশাহী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও /টিভির মাধ্যমে ৫নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণিত "ছক) "চেক লিস্ট (পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রমিক	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	না
২.	ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি আছে কিনা।	না
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে।	না
৪.	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	না
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রন কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	না
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ ত্রান গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হাঁ
৭.	অন্যান্য	

বি: দ্র:

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যে ক্ষেত্রে নানারূপ ত্রুটি দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট বিশেষ প্রয়োজন।

চেকলিষ্ট

প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেকলিস্ট পূরণ করে উপজেলার নির্বাহি অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রমিক	বিষয়	হ্যা/ না
১	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য মজুদ আছে	হাঁ
২	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	হাঁ
৩	১থেকে ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	হাঁ
৪	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	হাঁ
৫	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	না
৬	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	না
৭	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	না
৮	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নলকূপ আছে	না
৯	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	না
১০	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে	না
১১	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	না
১২	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	না
১৩	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে	না
১৪	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	না
১৫	আশ্রায়কেন্দ্র গুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	হাঁ
১৬	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	না
১৭	কমপক্ষে২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষ করার জন্য জনগনকে সজাগ করা হয়েছে	না
১৮	অন্যান্য	

সংযুক্তি ২

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী- ১নির্বাচনী এলাকা রাজশাহী	উপদেষ্টা	--
২	মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-২নির্বাচনী এলাকা রাজশাহী	উপদেষ্টা	--
৩	মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৩ নির্বাচনী এলাকা রাজশাহী	উপদেষ্টা	--
৪	মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৪ নির্বাচনী এলাকা রাজশাহী	উপদেষ্টা	--
৫	মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৫ নির্বাচনী এলাকা রাজশাহী	উপদেষ্টা	--
৬	মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৫ নির্বাচনী এলাকা রাজশাহী	উপদেষ্টা	--
৭	জেলা প্রশাসক, রাজশাহী	সভাপতি	০৭২১৭৭২০৫০
৮	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭৬৩৪৮
৯	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭২৬৯৭
১০	পুলিশ সুপার, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭২২৫০
১১	সিভিল সার্জন, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭২০৩০
১২	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭১৫০৩
১৩	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭০২৪৫
১৪	জেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭০১০২
১৫	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭২১৮৭
১৬	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭৬২৫৩
১৭	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭১৭৩৬
১৮	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭৪৮২১
১৯	নির্বাহী প্রকৌশলী, জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭৪৯৮৭
২০	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় প্রকৌশলী অধিদপ্তর, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭৫৫৫৩
২১	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭২২৭৮
২২	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭২৬০৪
২৩	জেলা সমবায় কর্মকর্তা, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭০৮১৩
২৪	জেলা কমান্ডেন্ট আনসার ও ভিডিপি, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭৬৩৪৬
২৫	উপ-পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৬০০৮৯
২৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৬১৫২১
২৭	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৮১২২৭১
২৮	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৮১২২১৫
২৯	উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭২১৫৭
৩০	মহাব্যবস্থাপক, শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৬০৫১৪
৩১	ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭৩৪৫৯
৩২	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গোদাগাড়ী রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৪৪২৫২২৯
৩৩	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, তানোর রাজশাহী	সদস্য	০১৭১১-০০১৪০৪
৩৪	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পবা রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৩ ৯৯১৩৫৫
৩৫	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, মোহনপুর রাজশাহী	সদস্য	০১৭৬১৫০৩২৫২
৩৬	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বাগমারা রাজশাহী	সদস্য	০১৭৩০১৯০৫৭৭
৩৭	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পুঠিয়া রাজশাহী	সদস্য	০৭২২৮৫৬২১৮
৩৮	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দুর্গাপুর রাজশাহী	সদস্য	০১৭১১৮২৫৭২৪
৩৯	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চারঘাট রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৩৭৬৯২৭০
৪০	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বাঘা রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৬৮৯৩১৪১
৪১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোদাগাড়ী রাজশাহী	সদস্য	০৭২২৫৫৬০০৭
৪২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তানোর রাজশাহী	সদস্য	০৭২২৯৫৬০০২
৪৩	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পবা রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৬১৭৯৯

ক্রমিক	পদবী	সদস্য	মোবাইল
৪৪	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মোহনপুর রাজশাহী	সদস্য	০৭২২৬৫৬০০২
৪৫	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগমারা রাজশাহী	সদস্য	০৭২২২৫৬০০১
৪৬	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুঠিয়া রাজশাহী	সদস্য	০৭২২৮৫৬১২১
৪৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুর্গাপুর রাজশাহী	সদস্য	০৭২২৪৫৬০০১
৪৮	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চারঘাট রাজশাহী	সদস্য	০৭২২৩৫৬০০১
৪৯	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাঘা রাজশাহী	সদস্য	০৭২২৩৫৬০০২
৫০	চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৬৩৩৪৪৬৪
৫১	আবহাওয়া অধিদপ্তরের স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য	০৭২১৭৫০৪৫৪
৫২	ভাইচ চেয়ারম্যান, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, রাজশাহী জেলা ইফনিট, রাজশাহী	সদস্য	--
৫৩	নির্বাহী প্রধান, সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ভল্টানারী অরগানাইজেশন(সিসিডিভিও), মহিশবাথান, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭১৪৫২
৫৪	উপ-পরিচালক, টিএমএসএস, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১৩৩৭৭২৫৮
৫৫	আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৭৭৪৬১০
৫৬	নির্বাহী পরিচালক, এ.সি.ডি, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১১৮১৯৫১৩
৫৭	জেলা ব্রাক প্রতিনিধি, ব্রাক, রাজশাহী	সদস্য	০১৭২৯০৭০০২০
৫৮	সভাপতি, রাজশাহী প্রেস ক্লাব, রাজশাহী	সদস্য	০১৭২১৭৭২০৬৪
৫৯	সভাপতি, জেলা আইন জীবী সমিতি, রাজশাহী	সদস্য	০১৭২১৭৭৩১৪৬
৬০	সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স, রাজশাহী	সদস্য	০৭২১৮১২১২২
৬১	সভাপতি, প্রথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, রাজশাহী	সদস্য	--
৬২	অধ্যক্ষ, রাজশাহী কোর্ট কলেজ, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১১০০০২২০
৬৩	ডঃ আইনুল হক সিনিয়র রিপোর্টার বাসস, রাজশাহী	সদস্য	০১৭১২০১১০১২
৬৪	কমিউনিটি রেডিও বা বেতারের প্রতিনিধি, রাজশাহী	সদস্য	--
৬৫	সভাপতি, শ্রমিক পরিবহন সমিতি, রাজশাহী	সদস্য	--
৬৬	জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭৬৮২৩৭২১৮

তথ্য সূত্রঃ রাজশাহী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

সংযুক্তি ৩

জেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকাঃ

বিঃদ্রঃ রাজশাহী জেলাতে কোন সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা নাই। সুতরাং এই জেলাতে সেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় নাই। তবে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতে সকল কাউন্সিলরদেরকে সেচ্ছাসেবক হিসেবে তালিকাভুক্ত করে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
জোতরাঘব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ জাহানারা খাতুন	০১৭৩৭৬৬৫৮৮৫	-
পলাশী ফতেপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ গোলাম মোস্তসা	০১৭১৪৯১০০৩৩	-
বিলধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলহাজ মোঃ আবুল কালাম সরকার	০১৭৫২ ০৯৮৭৪৮	-
প্রসাদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১৭১৮ ৬২৬২৪৯	-
টাঙ্গান সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	আরজিনা আক্তার	০১১৯৩২২০৪১১	-
ইউসুফপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	জনাব আব্দুল কুদ্দুস	০১১৯৮১৬৬৪৮৮	-
মাড়িয়া সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ নিলুফার ইয়াসমিন	০১৭১৮-১৩২০৫৯	-
তাতারপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুল হামিদ	০১৮১১৭৮২৫১৩	-
চক ঝিকরা বে-সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ সুলতানা রাজিয়া	০১৭৩৬২৩৫৩০৯	-
ঝিকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ জেসমিন আক্তার	০১৭১৫৩৬৬৯৪৩	-
নিমপাড়া সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ ইকতেয়ার হোসেন	০১৭২১২০৬৩৮৫	-
কামিনীগঞ্জারামপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ আক্তার বানু	০১৭১৪৬৫৯৩৫৩	-
পরানপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	শ্রীমতি মালা রানী সেন	০১৭১৫৮৩৫৫৬৭	-
রাওথা রেজিঃ প্রথমিক বিদ্যালয়	শ্রী অমল বোস	০১৭২১৭১৩১৪০	-
ডাকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ জিল্লুর রহমান	০১৭২৬৮০৯৬২০	-
বাঁকরা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ ফজল আলী	০১৭৪৫৩৩৩১৩০	-
পিরজপুর-২ সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আব্দুর রহিম	০১৭৪৫১৭১১৯১	-
মোক্তারপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ নুর উদ্দিন	০১৭৪০৯৭৯৭২০	-
আলী পুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	সিরাজুল ইসলাম	০১৭২৭ ২২৭২২৫	-
হরিণ বিস্কা উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	০১৭২৪৮৪১১৬৭	-
ফরাদপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আমিনুল ইসলাম	০১৭২৫৮৭৮৩৮৫	-
হজরত শাহ্ আলী আঃকুলী বেগ দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ আবুল কাসেম	০১৮২৫৪৬৪৭২১	-
দিয়াড়মানিক চক নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোঃ সাইদুর রহমান	০১৭৪০৯১২৩৬১	-

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন ওয়ার্ডের /নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ তাহাসের পাতনি	০১১৯৮৩৬৬৬৯২	পারাপারের নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ টাবু আলী	০১১৯১৮৮৮৩০৮	পারাপারের নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ সেলিম	০১১৯১৮৮৮৩০৬	পারাপারের নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ আরমান আলী	০১৮৫৩৭৯৮১০৭	পারাপারের নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ সাদেক আলী	০১৭৪৩২৭৮৯২৩	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ হাসিবুল	০১১৯৫৩২৮৮২০	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ সহিদুল ইসলাম	০১১৯৭৩৯৩৮৫০	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ বাবুল	০১১৯৫৩৫৭১৫৬	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ সবুজ	০১১৯৩১৮৮২৮০	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ ফারুক	০১১৯৫২৫২৫১৬	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ জালাল	০১৮১১৭৯৬৮০৩	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মেজর	০১১৯৮৩৯৩৮৫৩	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ রহিম	০১৮১৩৬০২০৪১	পারাপারের নৌকা

ইউনিয়ন ওয়ার্ডের /নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
চর মাঝার দিয়ার হরিপুর)ইউনিয়ন(	মোঃ কালাম	০১৮২০৩৯৫৫১১	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মমিন	০১১৯৭১১০৯৮১	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ আজাদ	০১৮১৪১১৭৮৬২	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ আজাহার	০১৮২৯৯৬৬৩০৩	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ তুফানি	০১৮২৪৪৮৩০৪৫	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ রুবেল	০১৮২৮৬০১৫২০	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ হাবিবুর	০১১৯১৮৮৫৭২২	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ রাজ্জাক	০১১৯২০২৭১০৫	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ বাবু	০১৮১৪৫০৪০৩৪	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ সামসুল	০১৭১৩৬০০০৬৫	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ হানিফ	০১৮১১৮৮২৬৬৩	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ারহরিপুর) ইউনিয়ন(	মোঃ ফারুক	০১৮১৩৭৪৬৭৮৪	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ আসা	০১৮১৫২৭১৭৩৩	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ আসাদ	০১৮৩১৬২৩৩৮৪	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মাইনুল	০১১৯৪০৮৯৯৮৮	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মনারুল	০১১৯৩১৩৪০৭০	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মিনারুল	০১৮৪০১৫২০৯১	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মতি	০১৭৬৫৭১৮৪৫৯	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ জিল্লুর	০১১৯৫৫৫৫৬২৫	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ নওসাদ	০১৭১৮০১৭৫১৯	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ নুরনবী	০১৮৫১৭৮৯০৯৯	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ রেন্টু	০১৮১৮১৮৫৯৯৮	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ সাহারুল	০১১৯০৭৪৬৫১২	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মহাসিন	০১১৯৭৫৯৪৮৬৯	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ সুকর	০১৮৩৪৯১৬৬২৩	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ কামরুল	০১১৯৫৫০৭৮৩১	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মওলা	০১১৯২০৩২৪৭৩	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ পিয়া	০১৮১২৩৯৭০২৯	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ কালু	০১১৯১৮৮৫৮০২	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ লালন	০১১৯৮৩৫২৮৩৪	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ সরিফুল	০১৮২৩৩৬৮১৭৭	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ নাজমুল	০১৮১৮৯৮১৯০৫	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ পেনু	০১১৯৮৩৩৭৩২৭	মাছ ধরা নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ লালন	০১৯৩৩৯৭৪১০১	মাছ ধরা নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ মুসা	০১৮১৫৭৬০০৩০	মাছ ধরা নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ সহিদুল	০১৯২৯৪২৮৫০৫	মাছ ধরা নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ রানা	০১৮৫৮১০০০২৯	মাছ ধরা নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ মফিকুল ইসলাম	০১৭৪৮৬৯৫৮৪৭	মাছ ধরা নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ সফিকুল ইসলাম	০১৮৩২০৫৬৪৪৮	মাছ ধরা নৌকা
প্রেমতলী ঘাট (চর আষাড়ীয়াদহ ইউনিয়ন)	মোঃ আশরাফুল	০১৯২২২৭৫৩৮৫	মোট ১২ টি ইঞ্জিন নৌকা
বিদিরপুর ঘাট (চর আষাড়ীয়াদহ ইউনিয়ন)	মোঃ এনতাজুল হক	০১৮৩১৯৮৩৩২৯	মোট ৪৫ টি ইঞ্জিন নৌকা
হরিসংকরপুর ঘাট (চর আষাড়ীয়াদহ ইউনিয়ন)	ভোলা	০১৮৩৪১০০৭৬৯	মোট ৪৫ টি ইঞ্জিন নৌকা
ফুলতলা ঘাট (চর আষাড়ীয়াদহ ইউনিয়ন)	মাসাউল	০১৮৩১৩১৪৬৩৮	মোট ৪৫ টি ইঞ্জিন নৌকা

ইউনিয়ন ওয়ার্ডের /নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
চরহনুমন্ত নগর ঘাট (চর আষাড়ীয়াদহ ইউনিয়ন)	পারসেদ আলী	০১৭২৫১৯৪২৬০	মোট ২২ টি ইঞ্জিন নৌকা
সাহাপুর	মোঃ আলম হোসেন	০১৮২৬৬১১১০৪	পারাপারের নৌকা
ইউসুফপুর	মোঃ আব্দুল জব্বার	০১১৯৩০৭৭০৬২	পারাপারের নৌকা
চারঘাট	মোঃ আনার	০১৭১৮৬১৩৮২৩	পারাপারের নৌকা
চারঘাট	মোঃ রমজান	০১৭৫১২৫৭৫৫৭	পারাপারের নৌকা

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
বাজুবাঘা ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন	০১৭১৪২৫৭৮৯২	-
বাউসা ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মোঃ আশরাফ আলী	০১৭১১ ২৪১৫০৯	-
গড়গড়ি ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	০১৭১১ ৫৭৮৫৫৩	-
মনিগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মোঃ আকবর আলী	০১৭১১ ৩৪৯২৯৫	-
পাকুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মোঃ ফকরুল হাসান (বাবুল)	০১৭১৫ ৫৭৭৭৭৬	-
আড়ানী ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	০১৭১৬৬৮৪৫৩৩	-
বাঘা পৌরসভা ভবন	জনাব মোঃ আক্কাশ আলী	০১৭৩১-৫০৫২৮১	-
আড়ানী পৌরসভা ভবন	জনাব শহিদুল ইসলাম	০৭২৩৩-৫৬০০২	-
দর্শনপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব রমজান আলী	০১৭১৫ ৭৭২৭৫০	-
হুজরীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব গোলাম মোস্তফা	০১৭৩৩ ১৫৭২৭৪	-
দামকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব সাহজাহান আলী	০১৭১৩ ৬৪৬৮২৮	-
হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব নজরুল ইসলাম	০১৭১১ ৩০৩০৬৭	-
হারাগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব আবুল কালাম আজাদ	০১৭১৩ ৭২৩০৪৪	-
হরিয়ান ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব মফিদুল ইসলাম বাচ্চু	০১৭৩৩ ২৭৩২১৬	-
বড়গাছি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব সহেল রানা	০১৭১৮ ৫৪০৭৪০	-
পারিলা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব সাইফুল বারী ভুলু	০১৭১৩ ৭২৪১৪১	-
চারঘাট ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ নুরুল ইসলাম	০১৭১১৪৫৬৫৯৫	-
ইউসুফপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ রবিউল ইসলাম	০১৭১৯৮২২০১৮	-
সরদহ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ হাসানুজ্জামান (মধু)	০১৭১৪৬০২৯৯২	-
নিমপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস পলাশ	০১৭১৭৩৩০৯৭০	-
শালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	আলহাজ্ব ফজলুর রহমান	০১৭২৫৮৭২৭৭৫	-
ভায়ালক্ষীপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আব্দুল মজিদ	০১৭১২৬৮৪৪৬২	-
চারঘাট পৌরসভা ভবন	মোসাঃ নার্গিছ খাতুন	০১৭২৫-০১৮৯২৪	-

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
গোদাগাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	জনাব ডাঃ তৌফিক উদ্দীন	০১৭২৫-০১৮৯১১	-
৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল	ডাঃ খন্দকার আতাউর রহমান	০১৭১১-৬৬৯৮৬০	-
ইউএইচসি,গোদাগাড়ী প্রেমতলী,রাজশাহী।	ডাঃআফরোজা খাতুন	--	-
পাকড়ী ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ডাঃ মশিউর রহমান	০১৭১৫-৫৭৭৬৮৩	-
গোদাগাড়ী আইহাই ইউঃ উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ডাঃ তামান্না ফেরদৌস	০১৭২১-৫২৩৫২৩	-
গোগ্রাম ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ডাঃ ইস্রাত জাহান	--	-
নাজিরপুর ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	--	--	-

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
রিশিকুল ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ডাঃফরিদ আহম্মেদ খান	০১৭১৭-২৫৪৭৮৮	-
মাটিকাটা ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ডাঃমোঃআঃকরিম	০১৭১৬-৩৮৯৭৯৬	-
মোহনপুর ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ডাঃএস.এম হাসিবুল হাসান	০১৭১৬-২৯৯৬৭৭	-
বালিয়াঘাটা ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ডাঃমোল্লা আব্দুল্লাহ সাকিব	০১৭২৬-৭৩৫৮০২	-
উপজেলা হেল্‌থ কমপ্লেক্স, দারুসা	ডাঃ ফেরদৌস নিলুফার	০১৭১১১৭৩৮৪৫	-
তেতুলিয়াডাঙ্গা কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ হামিদা খাতুন	০১৭৪১০৬৮২৬২-	-
ঘিপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক-	মোঃ সোহেল রানা	০১৮২০৮০৪০৮০-	-
তেতুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ মফিজুল ইসলাম	০১৭২২৯৫৯১৯১-	-
আফিনেপালপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ আঞ্জুরা খাতুন	০১৭২৭০০১০৬২-	-
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স	মোসাঃ সাবিনা সুলতানা	০১৯২০৪৬৩৮৮৪-	-
ঝুজকাই কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ সোহেল রানা২-	০১৭১৯৭৫০৯৯১-	-
সিলিন্দা কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ মোমিনুল হক	০১৭১৭১৩৭৬২৮-	-
বালিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	আসাদ আহম্মেদ	০১৭১৯৭১১৫২০-	-
দামকুড়া এফ ডাবিউ সি	মোসাঃ শারমিন আকতার	০১৭৬১৫৩১৩২০-	-
সিতলাই কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ আজম আলী	০১৭৪৬০৫১০৭২-	-
কাদিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ ইসমাইল হোসেন	০১৭৪৫০৭৬০৫৫-	-
হাড়ুপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	লুবনা জাহান	০১৭২৮৯৯৬২৮৪-	-
সোনাইকান্দি কমিউনিটি ক্লিনিক	সুমাইয়া সিদ্দিকা	০১৭৫৮৪৩৪১০১-	-
বেড়পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	আহম্মেদ হোসেন রাজু	০১১৯৮১৯১৯৮০-	-
জাইগির কমিউনিটি ক্লিনিক	সাঈম হাসান	০১৭১৯৪৫২৪৫২-	-
কিসমত কুখন্ডি কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ মাহমুদা খাতুন	০১৮৪০৪৫৪৭১৭-	-
মলিকপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ হাসিনা খাতুন	০১৭৬৫৯৪৫২৫৫-	-
সুচরন কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ কামরুল হাসান	০১৮২৭৫৯৮৫৫৫-	-
চরখিদিরপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ আখতারুল ইসলাম	০১৭২৩৯৮৫০৪৪-	-
কালুমাড়িয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ মোর্শেদা খাতুন	০১৭৬৩৪৫৮৭৩৫-	-
কেচুয়াতৈল কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ মুনিয়া আকতার	০১৭৩৮২৪০৯৬৮-	-
ঘোলহারিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ নফুরা খাতুন	০১৭১২৪১৩১২৭-	-
তরফ পারিলা কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ মারুফা খাতুন	০১৭৩৭৩১২৬৫৪-	-
দাদপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ হামিদা খাতুন	০১৭৬১৩২৬০২৬-	-
ভালাম কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ আবুল কাসেম	০১৭২২৮৩৪২১০-	-
কালুপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ সানজিদা খাতুন	০১৭৬১১৫১৬৩৬-	-
বড়গাছি কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ রহিমা খাতুন	০১৭৪০০৪৩১৬৬-	-
তেঘর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ আয়েশা খাতুন	০১৭৪৫৬৭৭২০৪-	-
সোনাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ রূপালী খাতুন	০১৭২১৩৩৭৪০১-	-
কুমড়াপুকুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ মশিউর রহমান	০১৭২৭২১৩৯৫১-	-
থালতা কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ হাসিনা খাতুন	০১৭৬৭১০৩২৫৩-	-
টিকরীপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ ইয়াসমিন খাতুন	০১৯১৯১৩১৩৮১-	-
মধুসুদনপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ নুর আলম	০১৭১৯২০৫৭২৪-	-

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

সংযুক্তি ৫ : এক নজরে রাজশাহী জেলা

সাধারণ	
আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ)	২৪০৭.০১
উপজেলা সংখ্যা	৯টি
পৌরসভা সংখ্যা	১৪টি
মৌজা সংখ্যা	১৭১৮টি
গ্রাম সংখ্যা	১৯১৪টি
থানা	১৩টি
জনসংখ্যা	
পরিবার সংখ্যা	১৫৩২৪ টি
মোট জনসংখ্যা	২৩৭৭৪১৫ জন
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি)	৯৩৫.২৪ জন
পুরুষ সংখ্যা	৫০.৬৬ %
মহিলা সংখ্যা	৪৮.৩৪ %
অবকাঠামো	
মসজিদ	১০৪০৫ টি
মন্দির	১০২১টি
গীরজা	১১৪টি
পাকা রাস্তা	৩৩০ কিমি
আধাপাকা রাস্তা	৩২৯৫ কিমি
কাচা রাস্তা	৪৫৭০ কিমি
রেলপথ	৭৩ কিমি
নৌপথ	৯৭ কিমি
বিমান পথ	১কিমি
শিক্ষার হার	৪৭.০৪%
কৃষি কলেজ	১টি
মেডিকেল কলেজ	১টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	৯৮০ টি
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	৪৩টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	৪০৯টি
কলেজ সংখ্যা	১৬ টি
মাদ্রাসা(দাখিল,ফাজিল,এবতেদায়ী) সংখ্যা	২২১টি
ভোকেশনাল উচ্চ বিদ্যালয় সংখ্যা	৩ টি
মহাবিদ্যালয় সংখ্যা	৭৪ টি

মোট জমির পরিমাণ	৫৯৯৫০৪ একর
আবাদী জমির পরিমাণ	৩৯২৪১০ একর
সেচযোগ্য জমির পরিমাণ	৩০৩৭৬৬ একর
অনাবাদী জমির পরিমাণ	১৭১১৫৬ একর
সামাজিক সম্পদ	
মসজিদ সংখ্যা	৪৭০ টি
মন্দির সংখ্যা	১৮ টি
গীর্জা সংখ্যা	৯ টি
ঈদগাঁহ্ সংখ্যা	২১৩ টি
ব্যাংক	৭ টি
ব্যাংকের শাখা	২৫ টি
পোস্ট অফিস	১৫ টি
ক্লাব	২৮ টি
লাইব্রেরী	১ টি
সিনেমা হল	৫ টি
মহিলা সংগঠন	৬৪ টি
খেলার মাঠ	৭০ টি
হাট বাজার	২০ টি
কবরস্থান	১৫১ টি
শ্মশান ঘাট	১২ টি
জনস্বাস্থ্য	
উপজেলা স্বাস্থা কমপেক্সের সংখ্যা	১ টি
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা	৮ টি
কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা	৩৩ টি
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	১৩৪২২ টি
অন্যান্য	
নদী	৩ টি
খাল	৩৫ টি
বিল	৪৭ টি
হাওড়	নেই
পুকুর	৬৫৩৮ টি
দিঘী	৩৫৮ টি
লবনাক্ততা	নাই

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

সংযুক্তি ৭

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ (ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)

সূচনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা একটি সুন্দর স্থানীয় দলিল যা দুর্যোগ কালীন সময়ে ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহনে সমন্বয় সাধন করে থাকে। এই পরিকল্পনায় মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন আপদ উল্লেখপূর্বক তার ব্যবস্থাপনা উল্লেখ করে বিস্তারিত ও চুড়ান্ত খসড়া গত সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৪ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতিমূলক সভায় উথাপন ও প্রদর্শন করা হয়। এ আয়োজনে বা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন উপজেলার চেয়ারম্যানগন, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগন ও সুশীলনের কর্মকর্তা সহ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যবৃন্দ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী।

মূলকার্যক্রম

দুপুর ০২.৩০ মিনিটে সভার সভাপতি জেলা প্রশাসক, রাজশাহী জনাব মোহাম্মদ মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী এর অনুমতি নিয়ে এবং সকলের উপস্থিতিতে উপস্থাপনা শুরু করেন আতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ডঃ দেওয়ান মোঃ শাহরিয়ার ফিরোজ। পরে জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা সংক্ষেপে পরিকল্পনার সার্বিক অবস্থা সভাপতিকে অবহিত করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দের সামনে সুশীলনের একজন কর্মকর্তা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন। উক্ত আলোচনা সভায় রাজশাহী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উপর বেশ কিছু সুপারিশ আসে যা এখানে উল্লেখ করা হল।

ফিডব্যাকসমূহ

উপরিক্ত সভা হতে যেসব তথ্য-উপাত্ত বেরিয়ে এসেছে সেগুলো নিচে দেওয়া হল

- প্রথম অধ্যায় ‘স্থানীয় এলাকা পরিচিতি’ বলা হলেও পটভূমি শিরোনামে ‘রাজশাহী জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা’-র পটভূমি আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে।
- প্রথম অধ্যায়ে রিপোর্টটির পটভূমি, উদ্দেশ্য, কিভাবে পরিকল্পনাটি করা হয়েছে এবং কিভাবে রিপোর্ট সাজানো হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।
- একটি Framework develop করা যায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এমন কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা করা হলে পরবর্তী আলোচনা ও পরিকল্পনা অধিকতর প্রাসঙ্গিক হবে বলে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনে করে।
- পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় যথাযথ ভাবে ‘তথ্যসূত্র’ ব্যবহার করতে হবে।
- যেহেতু তৃতীয় অধ্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় মানুষের জীবন রক্ষার বিষয়টি অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে সেহেতু দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিপদাপন্ন খাতে মানুষের বিপদাপন্ন হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে।
- Basic framework ব্যবহার করলে অধ্যায়গুলোর মদ্ধে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আধিকতর সামঞ্জস্যতা প্রকাশ পেত।
- পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় সুচীপত্র, মুখবন্ধ ও সংযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও সহজ ভাষার প্রয়োগ হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি আরও বাস্তব-সম্মত হবে বলে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনে করে।

বিশেষ আলোচনা

এই আলোচনা সভায় উপস্থিত রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উপস্থিত সদস্য বৃন্দ সকলের মতামত ও আলোচনার মাধ্যমে উপরোক্ত সংশোধনী পাওয়া গেছে। সর্বশেষ, দুর্যোগ প্রশমনে পূর্ব প্রস্তুতি মূলক আয়োজিত এই আলোচনা সভায় মাননীয় জেলা প্রশাসক এবং এই সভার সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে এবং সকলের পক্ষ থেকে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে

ধন্যবাদ জানাই। এছাড়াও ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন’ এর মত বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য ‘দুর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয়’ এবং ‘সিডিএমপি’ সহ সুশীলনকেও আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের কাজটি নিজেরাই করেছে। এটা রাজশাহী জেলার জন্য খুবই প্রয়োজন। সভাপতির বক্তব্যের সাথে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য একমত প্রকাশ করেন। তিনি সুশীলন কর্মীদেরকে বিনয়ের সাথে বলেন তারা যেন সংশোধনী গুলো বইতে অন্তর্ভূক্ত করে জেলাতে পৌঁছিয়ে দেন। এধরেনর একটি বই জেলাতে থাকা খুবই জরুরী। আমি আবারও সুশীলনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই আলোচনা সভা সমাপ্ত করলাম।

সংযুক্তি ৮ :আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (খরা)

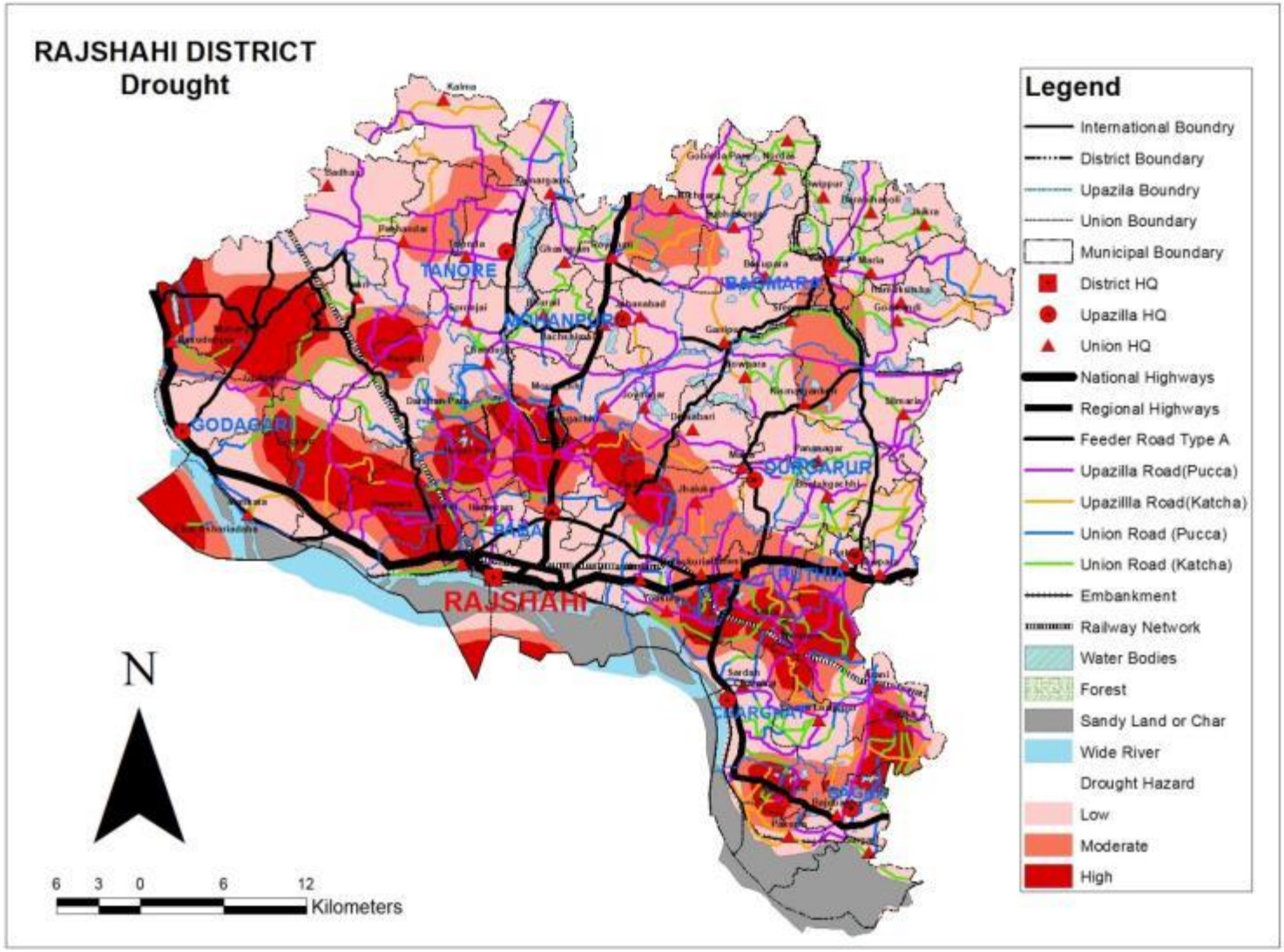

ঝুঁকির মানচিত্র (খরা)

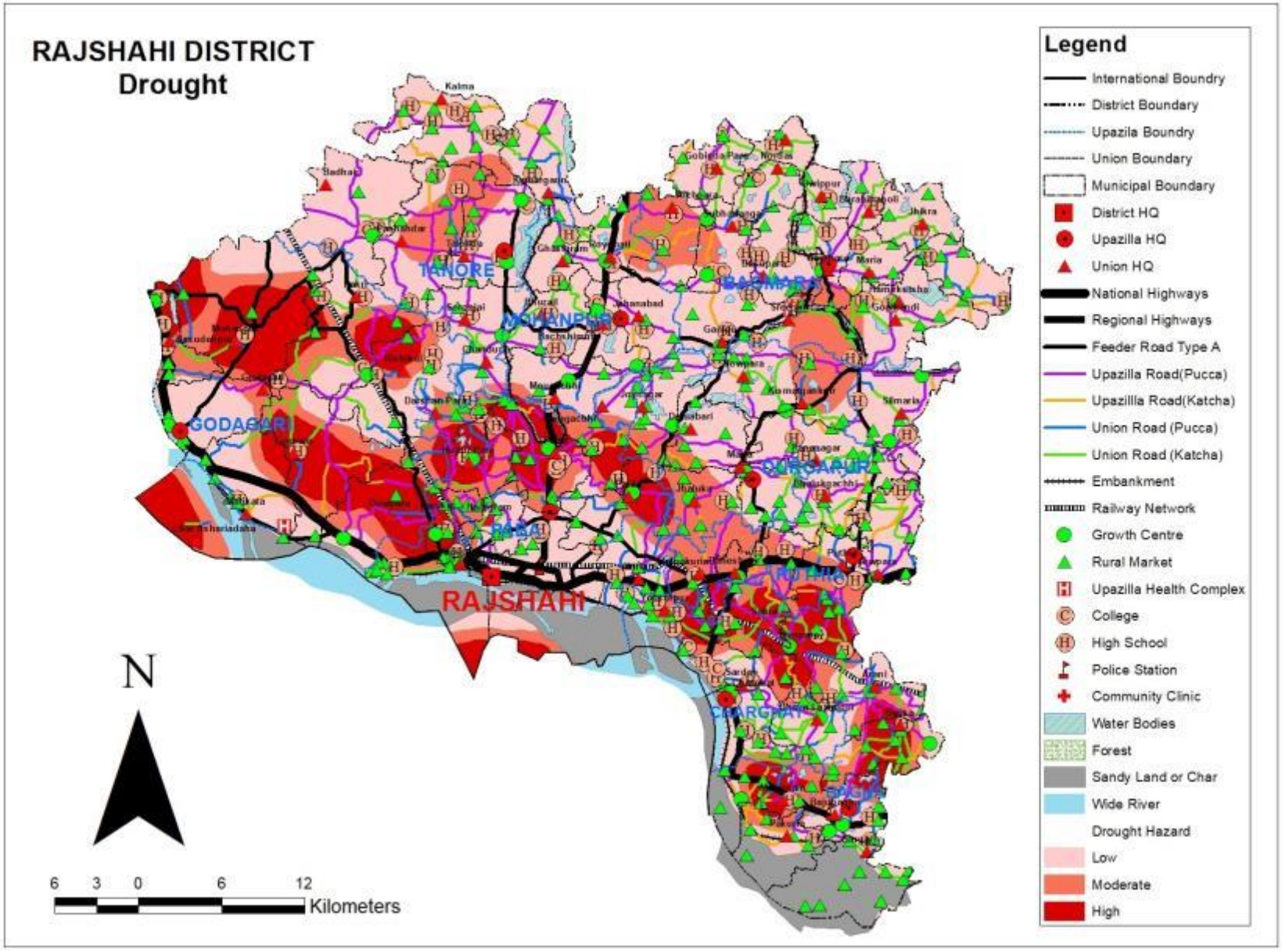
RAJSHAHI DISTRICT
Drought
Legend
International Boundry
District Boundary
Upazila Boundry
Union Boundary
Municipal Boundary
District HQ
Upazilla HQ
Union HQ
National Highways
Regional Highways
Feeder Road Type A
Upazilla Road(Pucca)
Upazillla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Embankment
Railway Network
Growth Centre
Rural Market
Upazilla Health Complex
College
High School
Police Station
Community Clinic
Water Bodies
Forest
Sandy Land or Char
Wide River
Drought Hazard
Low
Moderate
High
TANORE
GODAGARI
RAJSHAHI
N
6 3 0 6 12
Kilometers

সংযুক্তি ৯ :আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)

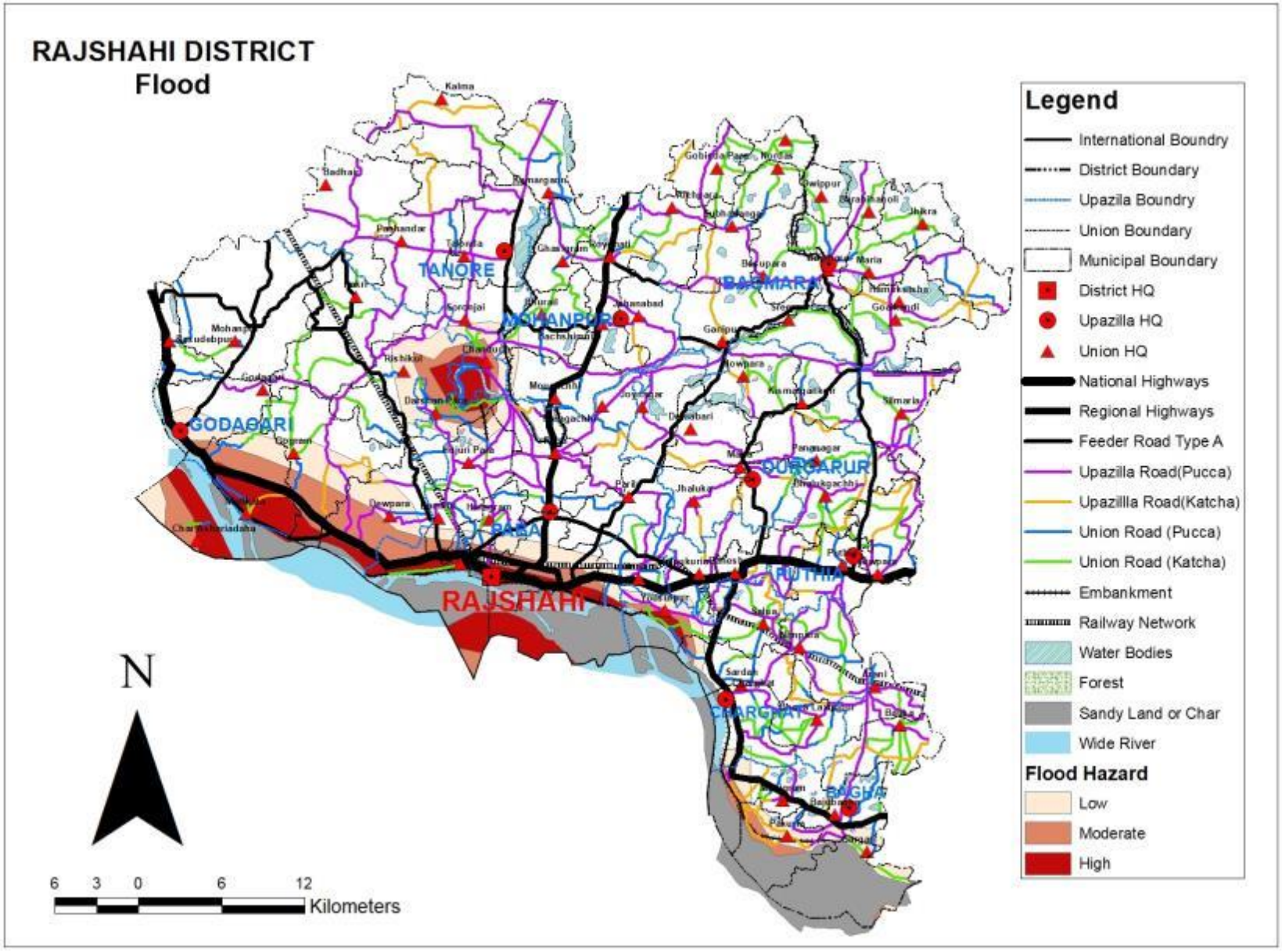

ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)

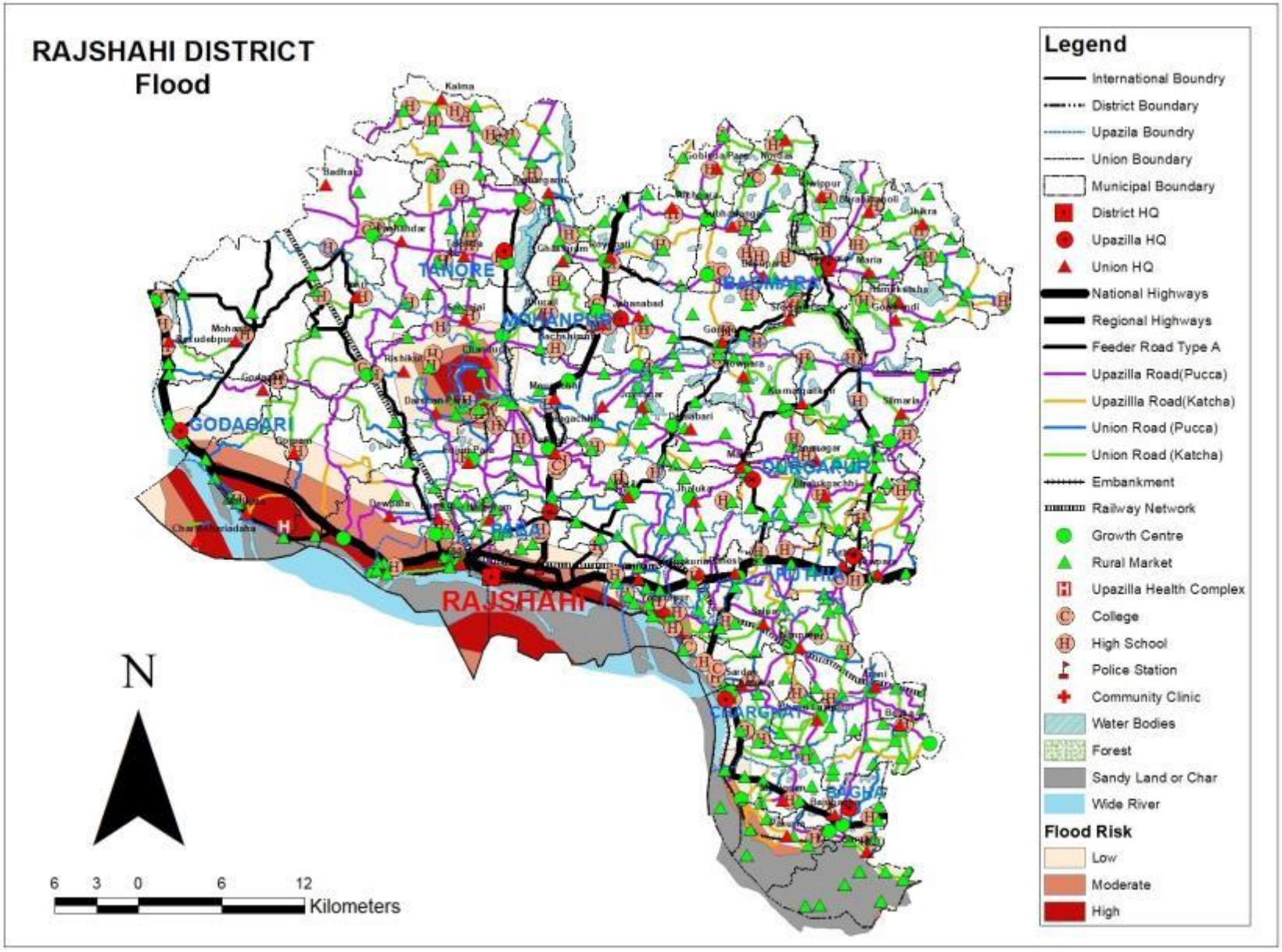

সংযুক্তি ১০ :আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (কালবৈশাখী(

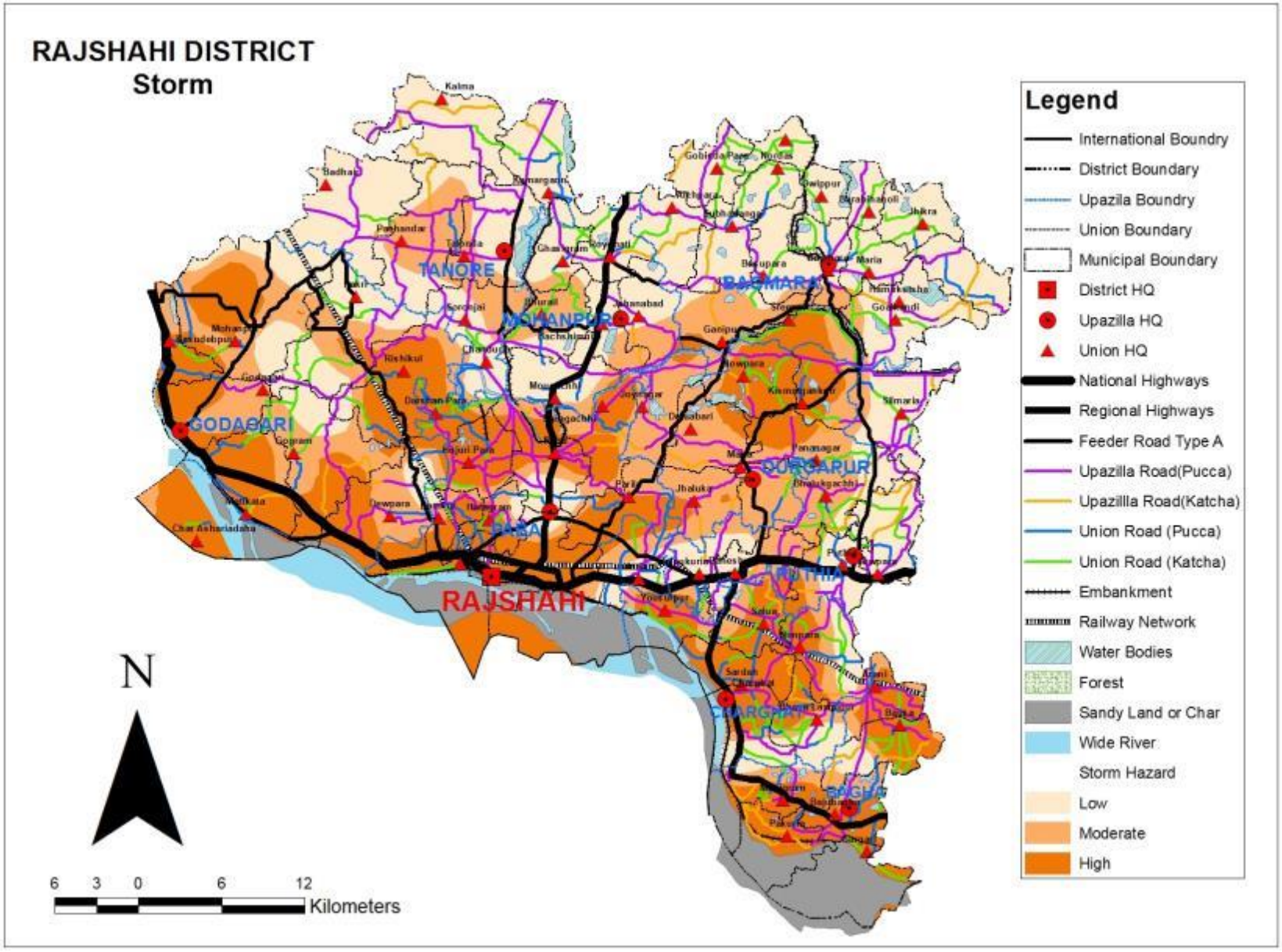

ঝুঁকির মানচিত্র (কালবৈশাখী(

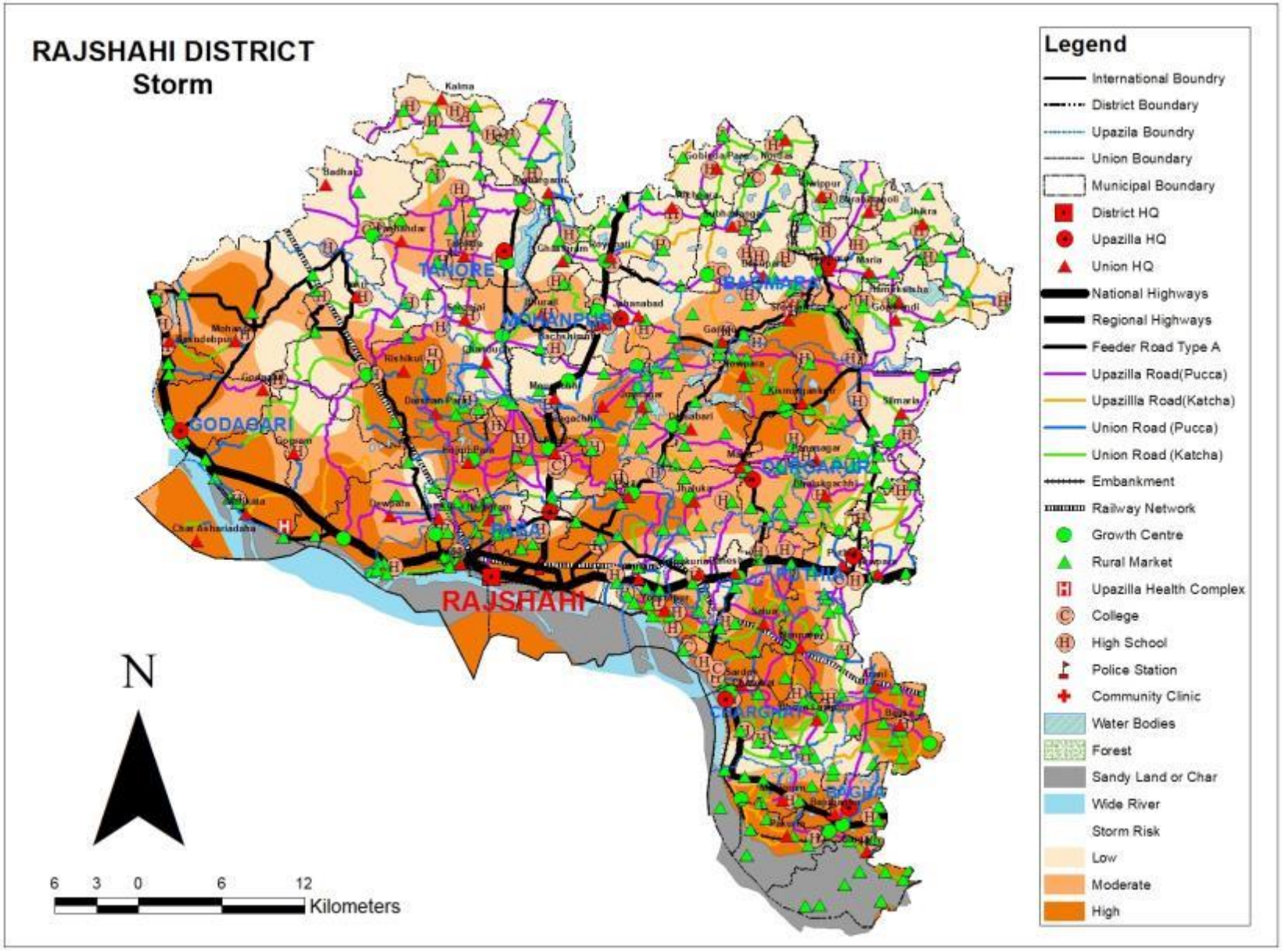

সংযুক্তি ১১ :আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙন)

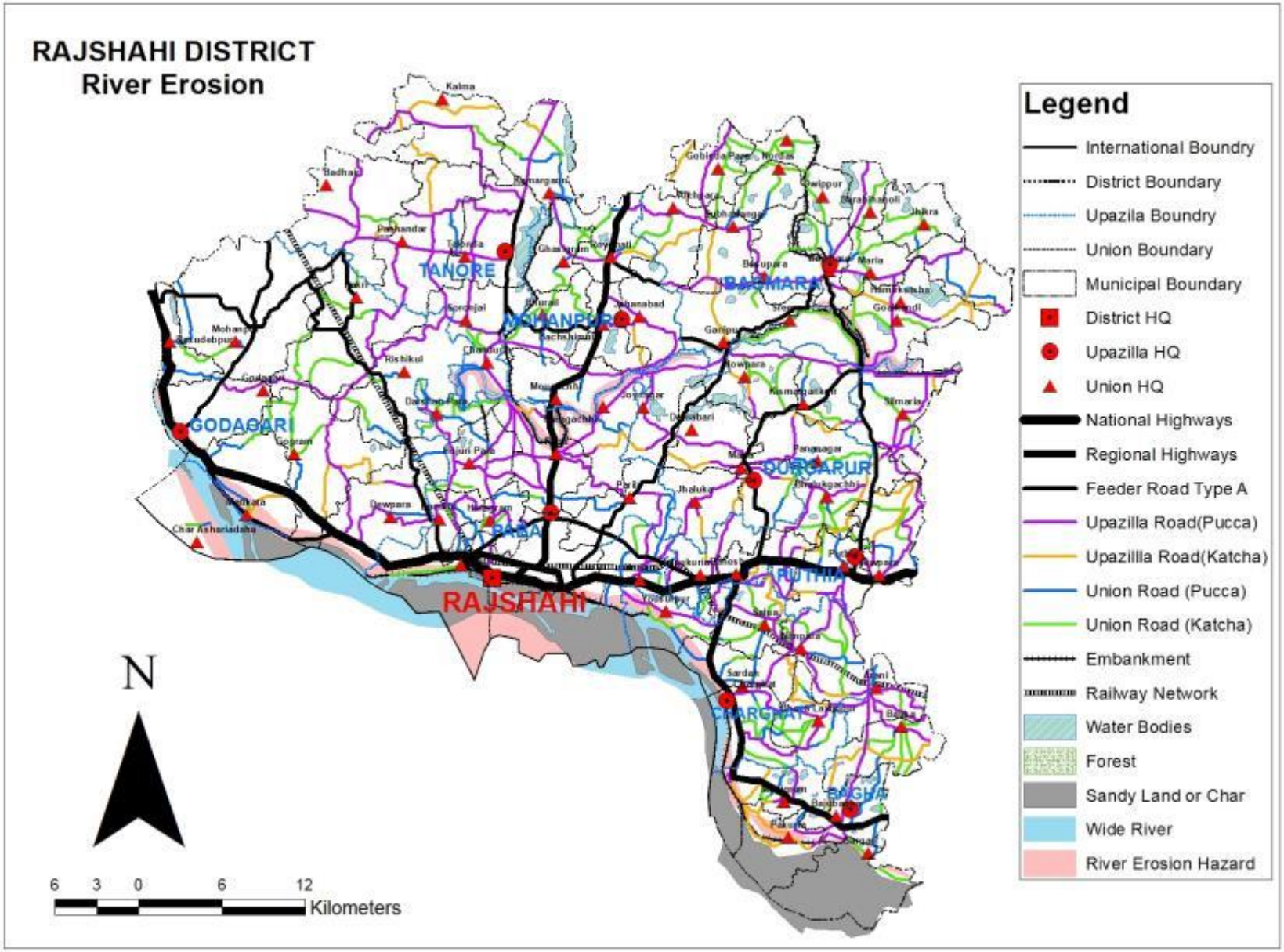

ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙন)

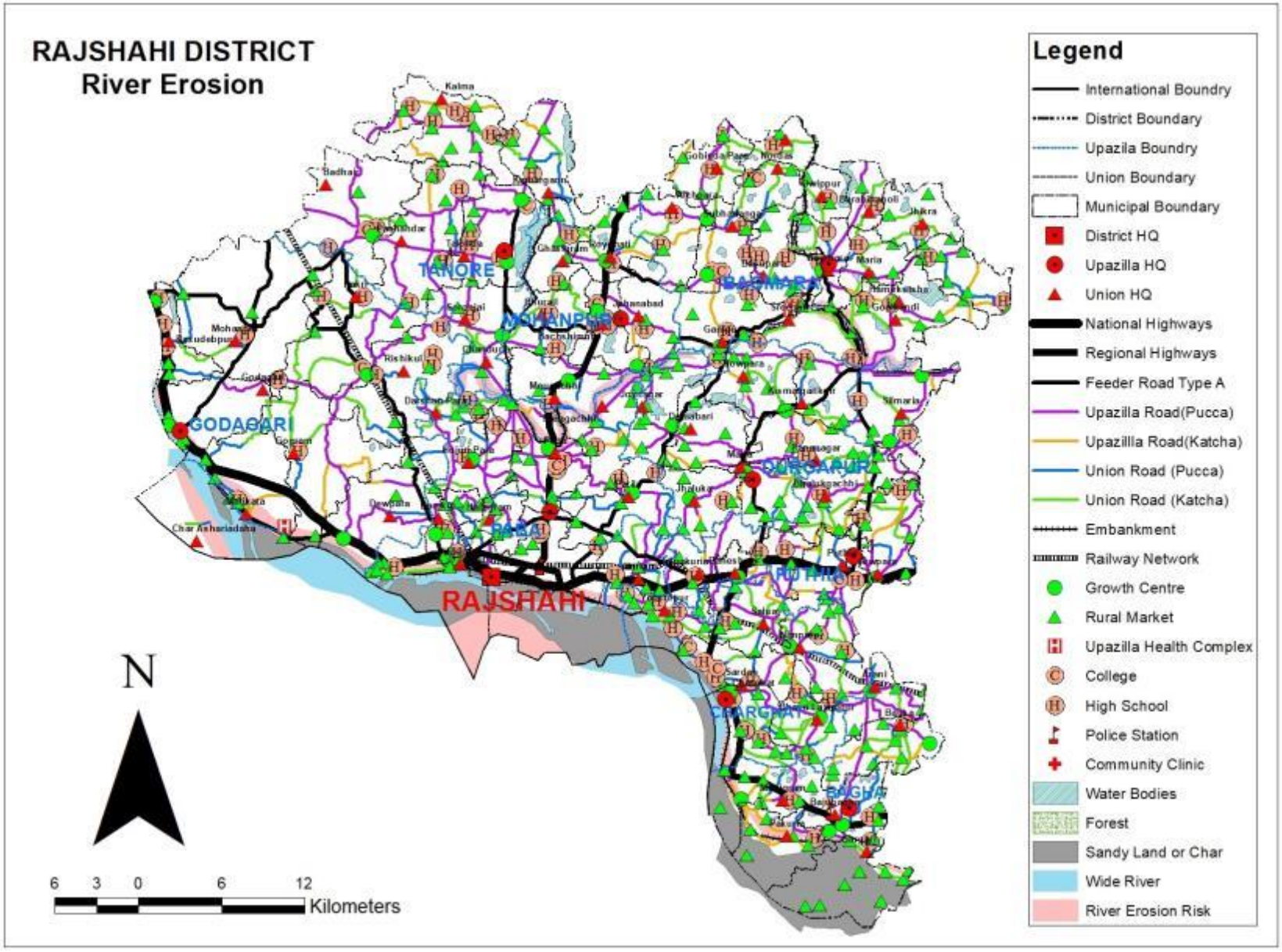

সংযুক্তি ১২ :আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (তাপদাহ)

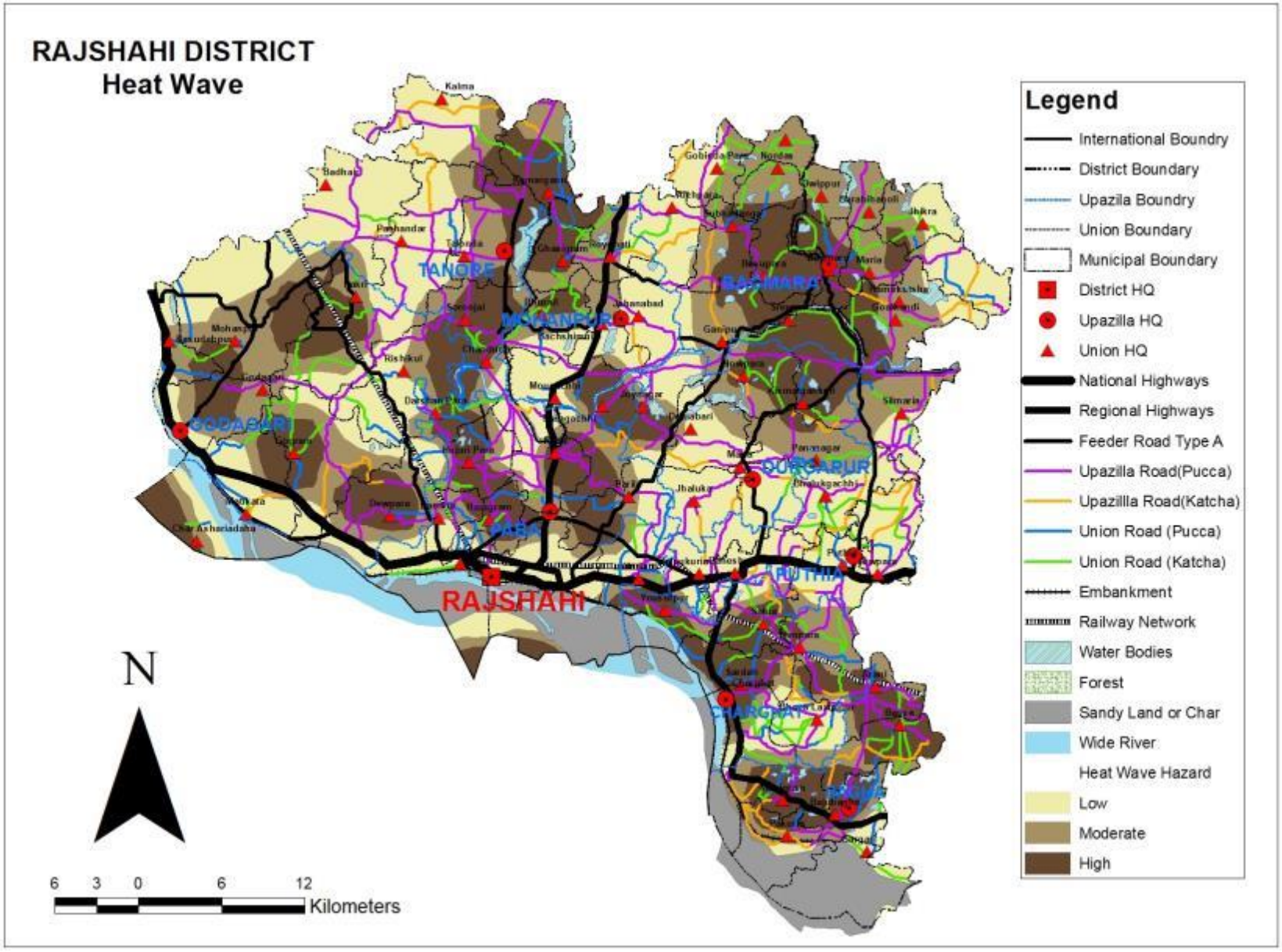

ঝুঁকির মানচিত্র (তাপদাহ)

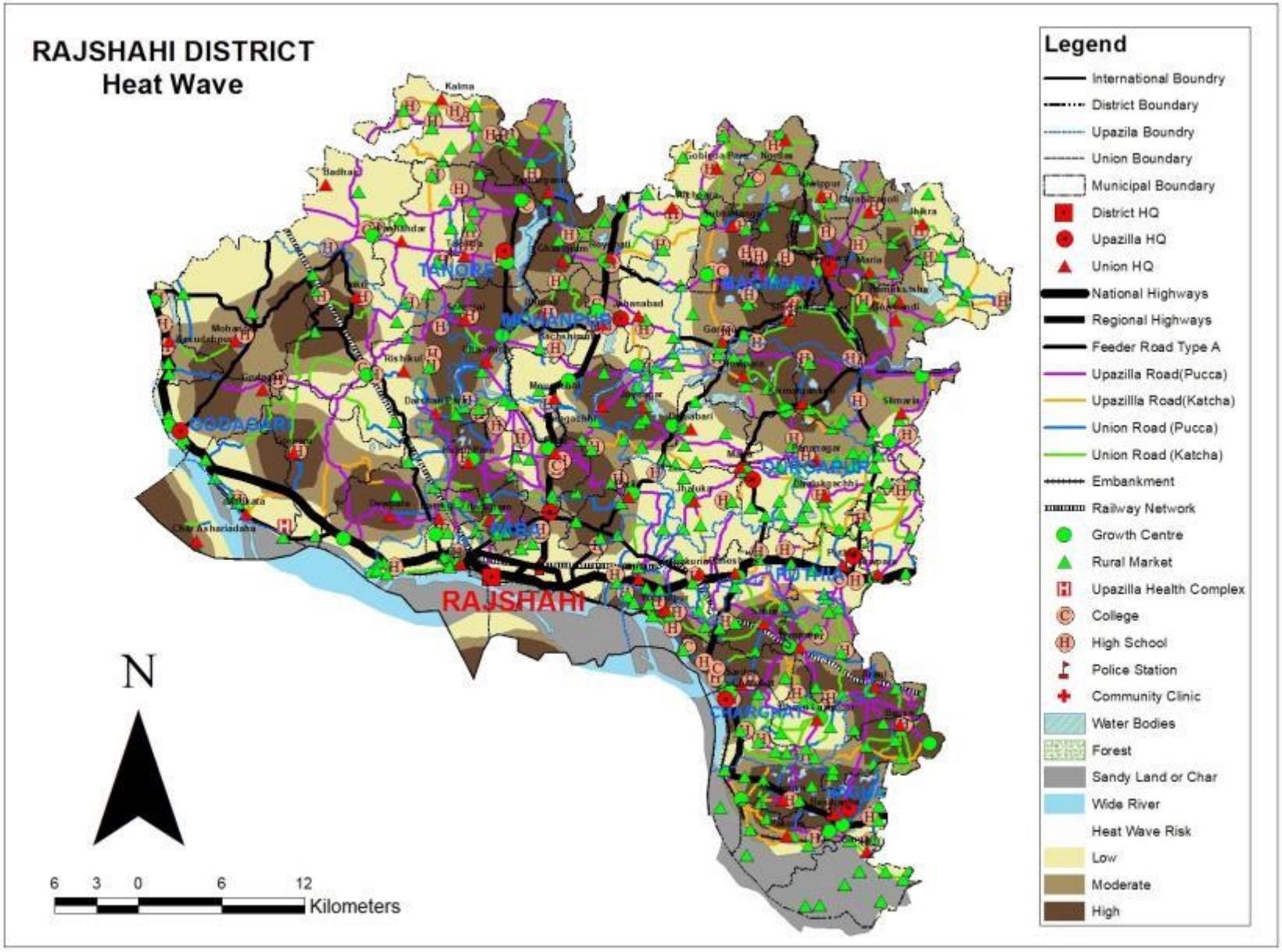

সংযুক্তি ১৩ :আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (ফাঁপি)

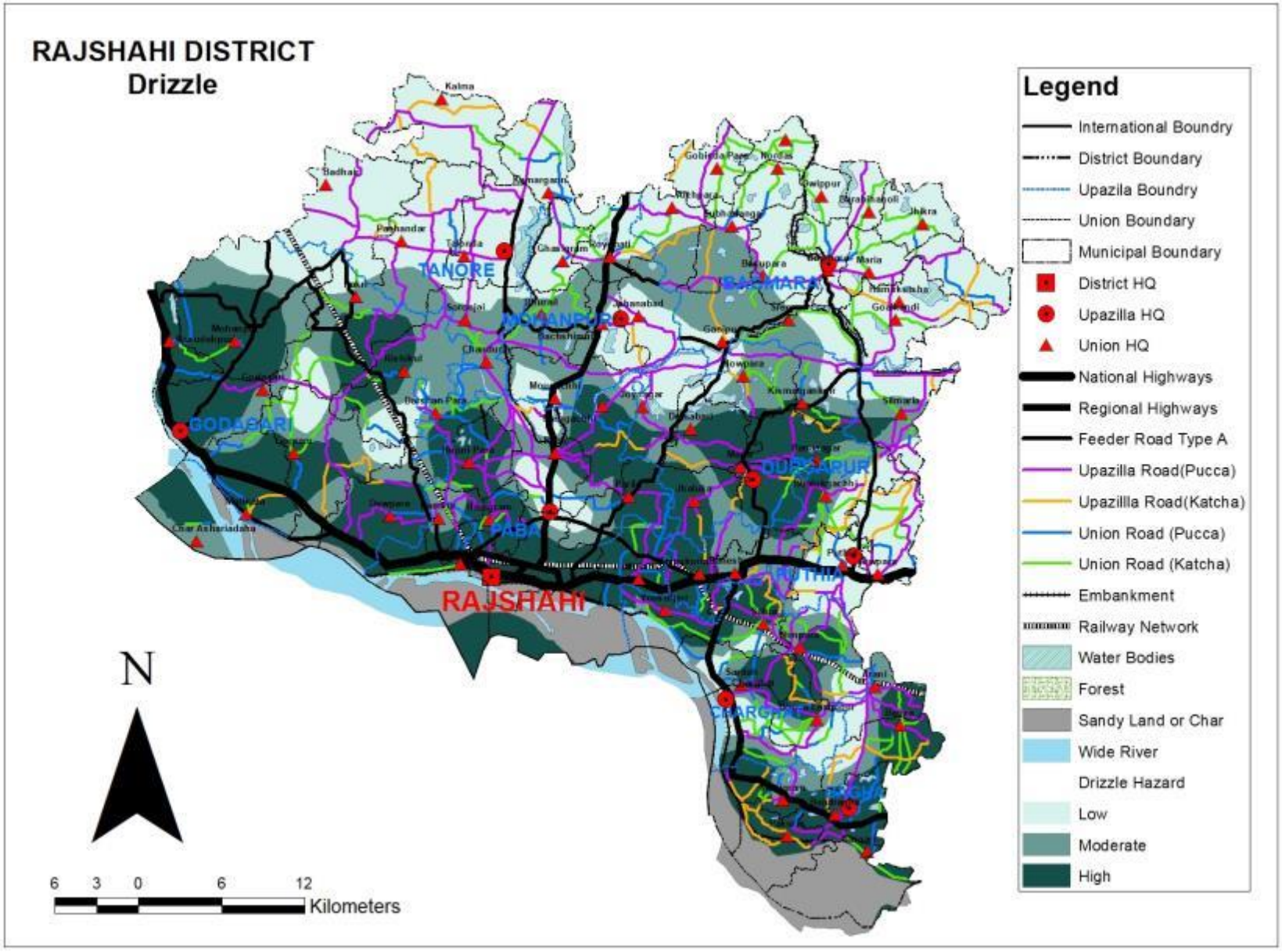

ঝুঁকির মানচিত্র (ফাঁপি)

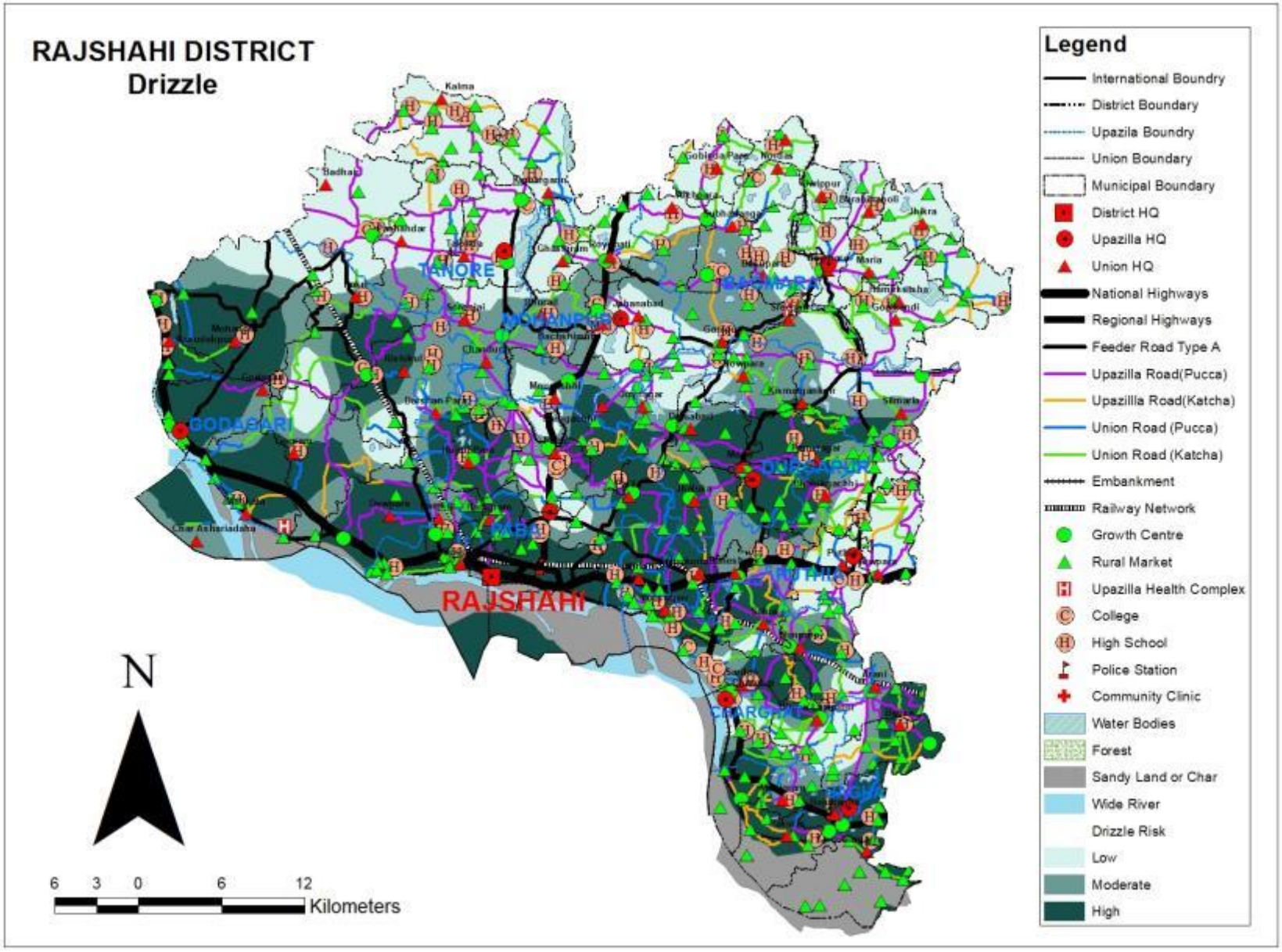
RAJSHAHI DISTRICT
Drizzle
Legend
International Boundry
District Boundary
Upazila Boundry
Union Boundary
Municipal Boundary
District HQ
Upazilla HQ
Union HQ
National Highways
Regional Highways
Feeder Road Type A
Upazilla Road(Pucca)
Upazillla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Embankment
Railway Network
Growth Centre
Rural Market
Upazilla Health Complex
College
High School
Police Station
Community Clinic
Water Bodies
Forest
Sandy Land or Char
Wide River
Drizzle Risk
Low
Moderate
High
RAJSHAHI
N
6 3 0 6 12
Kilometers

সংযুক্তি ১৪ :আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (আর্সেনিক)

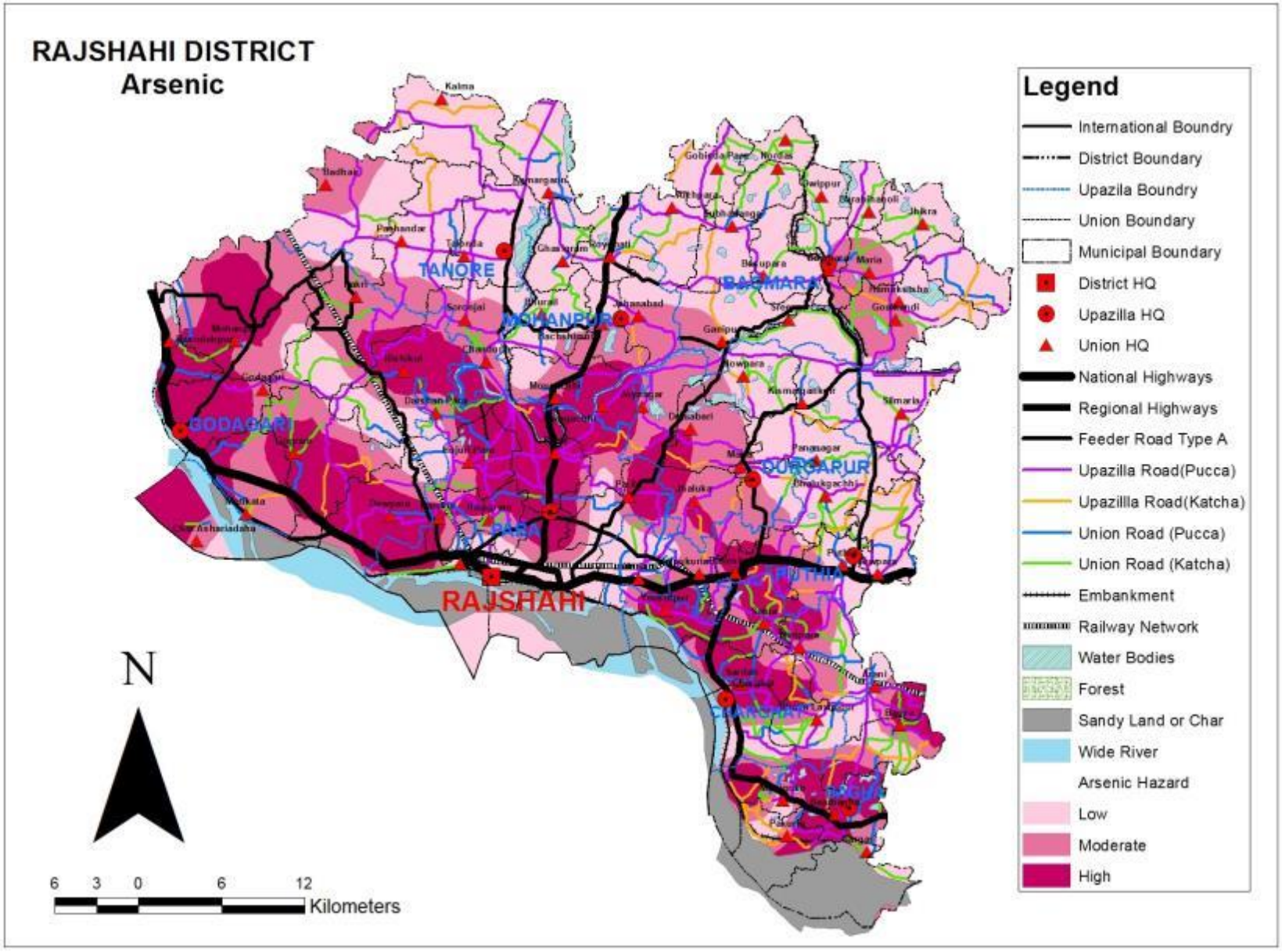

ঝুঁকির মানচিত্র (আর্সেনিক)

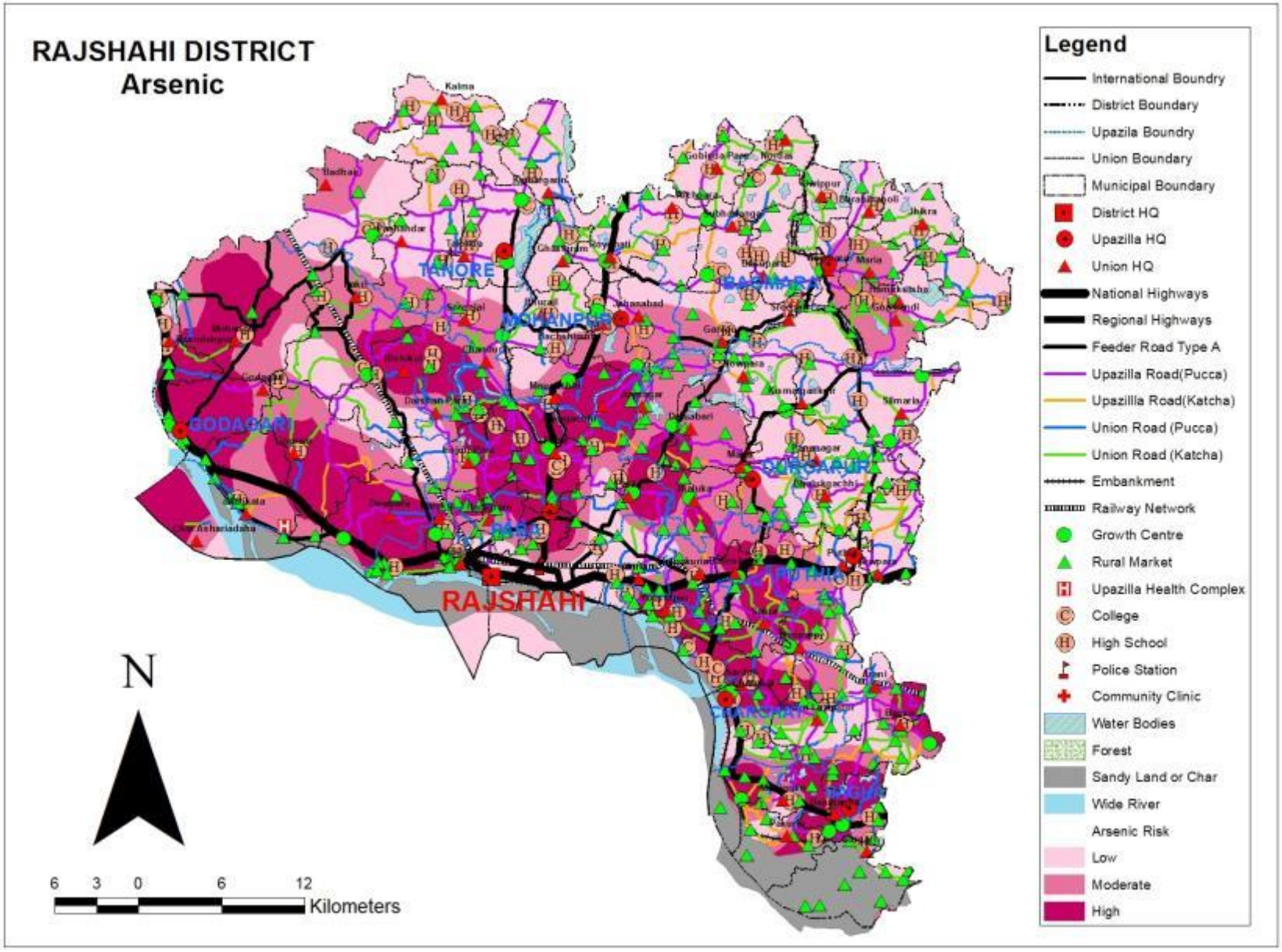

সংযুক্তি ১৫ :আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)

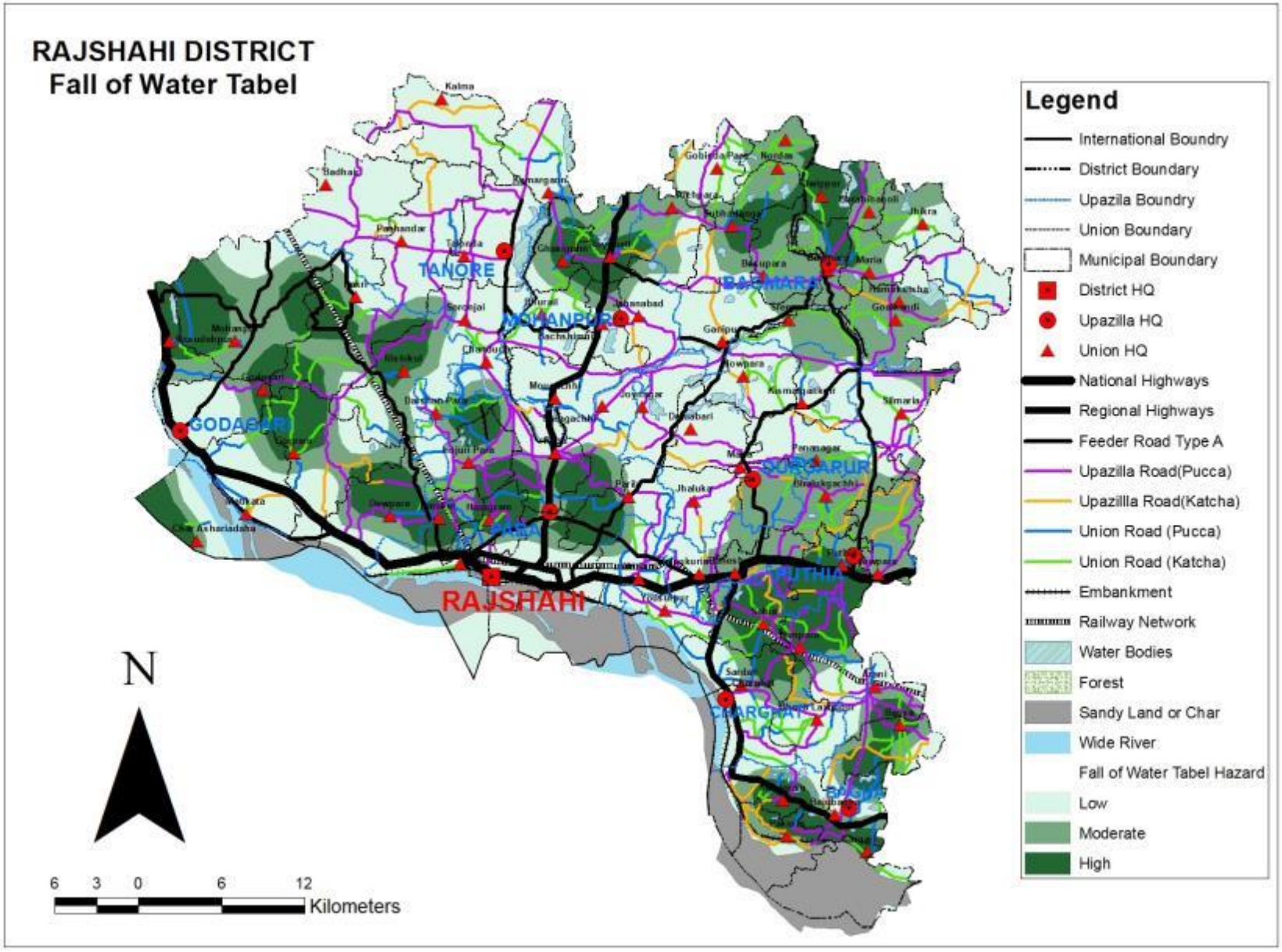

ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)

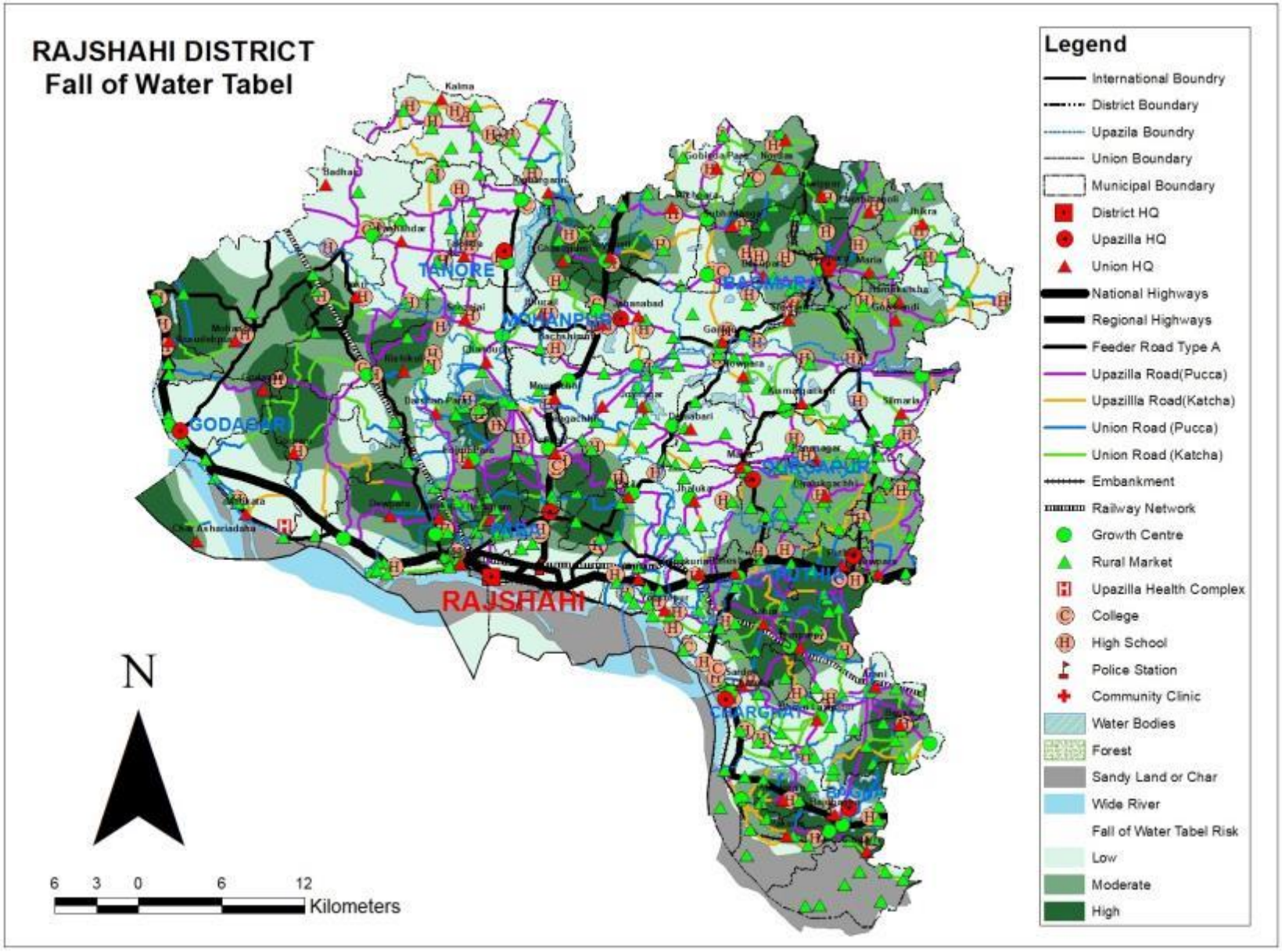

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

UKaid
from the British people

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

SWEDEN

Australian
Aid

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.